হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা।

(প্রবন্ধ কল্পনা।)

শ্রীতালা হূল্ ব্র্যাক্- যার্ ইয়ার কর্ত্তৃক

প্রচারিত।

বর্গাদিমমনুপ্রাপ্তমাচার্য্য-মুখ-কন্দরাৎ ।
প্রকাশায় চরিত্রাণাং মহত্ত্বস্যাত্মনস্তথা।
চিত্তবৃত্তেশ্চ যত্নাদ্যৈ প্রতিভা পরিমার্জ্জিতা।

কলিকাতা।

মানিকতলা-ষ্ট্রিট ৭৯ সংখ্যক ভবনে পুরাণপ্রকাশযন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮০

ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা।

আজ্ কাল্ বাঙ্গালী ভাষা আমাদের মত মূর্ত্তিমান্ কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য হয়েচে, বেওয়ারিস লুচীর ময়দা বা তইরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্ম্মা ছেলেমাত্রেই একটা না একটা পুতুল তইরি করে খ্যালা করে, তেম্নি বেওয়ারিস বাঙ্গালী ভাষাতে অনেকে যা মনে যায় কচ্চেন, যদি এর কেও ওয়ারিসান থাক্‌তো, তা হলে ইস্কুলবয় ও আমাদের মত গাধাদের দ্বারা নাস্তা নাবুদ হতে পেতো না— তা হলে হয় ত এত দিন কত গ্রন্থকার ফাঁশী যেতেন, কেউ বা কয়েদ থাকতেন, সুতরাং এই নজিরেই আমাদের বাঙ্গালী ভাষা দখল করা হয়। কিন্তু এমন নতুন জিনিস্ নাই যে আমরা তাতেই লাগি—সকলেই সকল রকম নিয়ে জুড়ে বসেচেন—বেসির ভাগই অ্যাকচেটে, কাজে কাজেই এই নক্‌শাই আমাদের অবলম্বন হয়ে পড়্‌লো। কথায় বলে "এক জন বড় মানুষ, তাঁরে প্রত্যহ নতুন নতুন মস্করামো দ্যাখবার জন্য এক জন ভাঁড় চাকর রেখেছিলেন, সে প্রত্যহ নতুন নতুন ভাঁড়ামো করে বড় মানুষ মশায়ের মনোরঞ্জন কত্তো, কিছু দিন যায়, অ্যাক দিন সে আর নতুন ভাঁড়ামো খুঁজে পায় না, শেষে ঠাউরে ঠাউরে এক ঝাঁকা মুটে ভাড়া করে বড় মানুষ বাবুর কাছে উপস্থিত, বড মানুষ বাবু তাঁর ভাঁড়কে ঝাকা মুটের ওপোর বসে আস্‌তে দ্যেখে বল্লেন, ভাঁড়! এ কি হে? ভাঁড় বল্লে ধর্ম্মাবতার "আজ্‌কের এই এক নতুন!" আমরাও এই নক্‌শাটি পাঠকদের উপহার দিয়ে এই এক নতুন বলে দাঁড়ালেম্—এখন আপনাদের স্বেচ্ছামত তিরস্কার বা পুরস্কার করুন।

কি অভিপ্রায়ে এই নক্‌শা প্রচারিত হলো, নক্‌শা খানির দুপাত দেখ্‌লেই সহৃদয় মাত্রেই তা অনুভব কত্তে সমর্থ হবেন, কারণ এই নক্‌শায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করা হয় নাই—সত্য বটে অনেকে নক্‌শা খানিতে

আপনারে আপনি দেখ্‌তে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন তা বলা বাহুল্য, তবে কেবল এই মাত্র বল্‌তে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, এমন কি স্বয়ংও নক্‌শার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই।

নক্‌শাখানিকে আমি এক দিন আরসি বলে পেস কল্লেও কত্তে পাত্তেম, কারণ পূর্ব্বে জানা ছিল যে, দর্পণে আপনার মুখ কদর্য্য দ্যেখে কোন বুদ্ধিমানই আরসিখানি ভেঙ্গে ফেলেন না, বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায় তারই তদ্বির করে থাকেন, কিন্তু নীলদর্পণের হ্যাঙ্গাম দেখে শুনে—ভয়ানক জানোয়ার-দের মুখের কাছে ভরসা বেঁধে আরসী ধত্তে আর সাহস হয় না, সুতরাং বুড়ো বয়সে সং স্যেজে রং কত্তে হলো—পূজনীয় পাঠকগণ বেয়াদবী মাফ্‌ কর্ব্বেন।

আশমান
- - - ৪
১৭৮৪ শকাব্দা

দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা।

পাঠক! হুতোমের নক্‌শার প্রথমভাগ দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হলো। যে সময় এই বই খানি বাহির হয়, সে সময় লেখক একবার স্বপ্নেও প্রত্যাশা করেন নাই যে, এখানি বাঙ্গালী সমাজে সমাদৃত হবে ও দেশের প্রায় সমস্ত লোকে (কেউ লুকিয়ে কেউ প্রকাশে) পড়্‌বেন। যাঁরা সহৃদয়, সর্ব্ব সময় দেশের প্রিয় কামনা করে থাকেন ও হতভাগ্য বাঙ্গালী সমাজের উন্নতির নিমিত্ত কায়মনে কামনা করেন, তাঁরা হুতোমের নক্‌শা আদর করে পড়ে সর্ব্বদাই অবকাশ রঞ্জন করেন। যে গুলো হতভাগা, হুতোমের লক্ষ্য, লক্ষ্মীর বরযাত্র, পাজীর টেক্কা ও বজ্জাতের বাদশা, তারা "দেখি হুতোম আমায় গাল দিয়েছে কি না? কিম্বা কি গাল দিয়েছে" বলেও অন্তত লুকিয়ে পড়েচে, সুদু পড়া কি,—অনেকে সুদরেচেন, সমাজের উন্নতি হয়েচে ও প্রকাশ্য বেলেল্লাগিরি বদমাইশী

ও বঙ্গজাতির অনেক লাবব হয়েচে। এ কথা বলাতে আঁমাদেব আপনা আপনি বডাই কবা হয বটে, কিন্তু এটী সাধারণের ঘব কন্নাব কথা।

পাঠক। কতকগুলি আনাড়িতে বটান, হুতোমেব নকশা অতি কদর্য্য বই, কেবল পরনিন্দা পরচর্চ্চা খেঁউড ও পচালে ও পোরা ও শুদ্ধ গায়েব জ্বালা নিবারণার্থ কতিপয় ভদ্র লোককে গাল দেওয়া হযেচে। এটী বাস্তবিক ঐ মহাপুরুষদেব ভ্রম, অ্যাকবাব ক্যান, শতেক বাব মুক্ত কণ্ঠে বল্‌বো—-ভ্রম। হুতোমেব তা উদ্দেশ্য নয়, তা অভিসন্ধি নয, হুতোম ততদূর নীচ নন যে, দাদ তোলা কি গাল দেবার জন্য কলম ধরেণ, জগদীশ্বরের প্রসাদে যে কলমে হুতোমেব নক্‌শা প্রসব করেচে, সেই কলম ভাবতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্রেব উৎকৃষ্ট ইতিহাসেব ও বিচিত্র বিচিত্র চিত্তোৎকর্ষ-বিধাযক মুমুক্ষু সংসারী, বিরাগী ও রাজাব অনন্য-অবলম্বন-স্বরূপ গ্রন্থেব অনুবাদক, সুতবাং এটা আপনি বিলক্ষণ জান্‌বেন যে, অজাগব ক্ষুধিত হলে অব্‌সুলা খায না ও গাযে পিঁপঁড়ে কাম্‌ড়ালে ডঙ্ক ধবে না। হুতোমে বর্ণিত বদমাইশ ও বাজে দলেব সঙ্গে গ্রন্থকাবেবও সেই সম্পর্ক।

তবে বল্‌তে পাবেন্, ক্যানই বা কলকেতাব কতিপয বাবু হুতোমেব লক্ষ্যান্তবর্ত্তী হলেন, কি দোষে বাগাম্বব বাবুরে প্যালানাথকে পদ্মলোচনকে মজ্‌লিসে আনা হলো. ক্যানই বা ছুঁচো শীল, প্যাঁচা মল্লিকেব নাম বল্লে, কোন্ দোষে অঞ্জনাবঞ্জন বাহাদুব ও বর্দ্ধমানের হজুব আলী আব পাঁচটা রাজা রাজড়া থাকতে আসোরে এলেন? তার উত্তব এই যে, হুতোমেব নক্‌শা বঙ্গ সাহিত্যেব নূতন গহনা, ও সমাজেব পক্ষে নূতন হেঁয়ালি, যদি ভাল কবে চকে আঙ্‌ল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া না হয, তা হলে সাধাবণে এব মর্ম্ম গ্রহন কত্তে পাত্তেন না ও হুতোমের উদ্দেশ্য বিফল হতো। অ্যামন কি অ্যাত ঘবর্ঘ্যাশা করে এনেও অনেকে আপনাবে বা আপনাব চিবপরিচিত বন্ধুবে নক্‌শায় চিন্‌তে পারেন না ও কি জন্য

কোন্ গুণে তাঁদের মজলিসে আনা হলো, পাঠ করবার সময় তাঁদের সেই গুণ ও দোষ গুলি বেমালুম বিস্মৃত হয়ে যান।

ময়ূর ভঞ্জের মহারাজার মোক্তার মহারাজের জন্যে মেছো বাজার হতে উৎকৃষ্ট জরীর লপেটা জুতো পাঠান, মহারাজ চিরকাল উড়ে জুতো পায়ে দিয়ে এসেচেন, লপেটা পেয়ে মনে কল্লেন সেটী পাগ্‌ড়ীর কলশী ও জন্মতিথির দিন মহা সমারোহ করে ঐ লপেটা পাগড়ির উপর বেঁধে মজ্‌লিসে বার দিলেন। সুতরাং পাছে স্বকপোল-কল্পিত নায়ক হুতোমের পাঠকের নিতান্ত অপরিচিত হন, এই ভয়ে সমাজের আত্মীয় অন্তরঙ্গ নিয়ে ও স্বয়ং সং সেজে মজলিসে হাজির হওয়া হয়। বিশেষত "বিদেশে চণ্ডীর কৃপা দেশে ক্যান নাই?" বাঙ্গালী সমাজে বিশেষত সহরে য্যামন কতকগুলি পাওয়া যায়; কল্পনার অনিয়ত সেবা করে সরস্বতীরও শক্তি নাই যে, তাঁদের হতে উৎকৃষ্ট জীবের বর্ণনা করেন।

হুতোমের নকশার অনুকরণ করে বটতলার ছাপাখানা ওয়ালারা প্রায় দুই শত রকমারী চটী বই ছাপান, ও অনেকে হুতোমের উত্তোর বলে ' আপনার মুখ আপনি দেখেন ও দ্যাখান" হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করে সাগর বারিতে আপনার মুখ আপনি দেখে জাতিমাত্রেরই যাতে এরূপ হয়. তার প্রার্থনা করেছিলেন, উল্লিখিত গ্রন্থকারও সেই দশা ও দরের লোক' কিন্তু কতদূর সফল—হলেন, তা'র ভার পাঠক! তোমার বিবেচনার ওপর নির্ভর করে। তবে এটা বলা উচিত যে, পত্র-দ্বারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে পরপরিবাদ ও পরনিন্দা প্রকাশ করা ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নয়।

ফলে "আপনার মুখ আপনি দেখ" গ্রন্থকার হুতোমের বমন অপহরণ করে বামনের চন্দ্র গ্রহণের ন্যায় হুতোমের নকশার উত্তর দিতে উদ্যত হন ও বই ছাপিয়ে ঐ বই হুতো-মের উত্তর বলে কতকগুলি ভদ্রলোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে ব্যাচেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু দিন ঐ ব্যাবসা চল্লো না। সাত পেয়ে গরু, দরিয়াই ঘোঁড়া ও হোঁসেন খাঁর জিনিব

মত সহৃদয় সমাজে জানতে পারেন যে, গ্রন্থকারের অভিসন্ধি কি? এমন কি ঐ গ্রন্থকার খোদ হুজোরকেই তাঁরে সাহায্য কত্তে ও কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিতে প্রার্থনা করেন, সে পত্র এই—

জগদীশ্বরায় নমঃ।——

মহাশয়! "আপনার মুখ আপুনি দেখ" পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করিয়া পাঠকসমাজে যে তাহা গ্রহণীয় এবং আদরণীয় হইবেক পূর্ব্বে এমত ভরসা করি নাই। এক্ষণে জগদীশ্বরের কৃপায় অনেকানেক পাঠক মহাশয়েরা উক্ত পুস্তক খানি পাঠ করিয়া " দেশাচার সংশোধন পক্ষে পুস্তক খানি উত্তম হইয়াছে" এমত অনেকেই বলিয়াছেন ; তাহাতেই শ্রম সফল এবং পরম লাভ বিবেচনা করা হইয়াছে।—

প্রথম খণ্ডে " দ্বিতীয় খণ্ড আপনার মুখ আপুনি দেখ" প্রকাশিত হইবেক এমত লিখিত হওয়ায় অনেকেই তদ্দর্শনে অভিলষিত হইয়াছেন (তাঁহারা পাঠক এবং গ্রাহক সম্প্রদায়িক এই মাত্র। উপস্থিত মহৎকার্য্য পরিশ্রম অর্থব্যয় এবং দেশ-হিতৈষী পরহিতপরায়ণ মহাশয় মহোদয়দিগের উৎসাহ এবং সাহায্য প্রদান ব্যতীত কোনমতে সম্পাদিত হইতে পারে না। আপনার নিস্বভাব, ধনব্যয় করিবার ক্ষমতা নাই, একারণ এই মহৎকার্য্য মহল্লোকের কৃপাবন্ধে না দণ্ডায়মান হইলে, কোন ক্রমেই এ বিষয় সমাধা হইবেক না। আর সাধারণ লোকের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে এ বিষয় সমাধা হইবার নহে। ধনী, ধীর, স্বদেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি কারক এবং দেশের হিতেচ্ছুকই এই মহৎকার্য্যে উৎসাহ দাতা এ বিধায় মহাশয় ব্যতীত এ বিষয়ের সাহায্য আর কেহই হইতে পারেন না। আপনার দাতৃত্বতা পরোপকারিত্বাত ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতির সুযশ সৌরভ গৌরবে ধরণী সৌরভিনী হইয়াছে, ভারত আপনার যশ রূপ যশ ধারণ ধারণ করিয়াছে। দেশাচার সংশোধন পক্ষে মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গ্রন্থকর্ত্তা, বর্ত্ত-মানে মহাশয়ের মতানুসারে সকলেরই গ্রন্থ লেখা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া আপনার কৃপাবন্ধে দণ্ডায়মান হইয়া নিবে-

দন করিলাম, মহাশয় কিঞ্চিৎ কৃপানেত্রে চাহিয়া সাহায্য প্রদান করিলে সর্ত্তরেই দ্বিতীয় খণ্ড "আপনার মুখ আপুনি দেখ" পুস্তক প্রকাশ করিতে পারি নিবেদন ইতি ১২৭৪ সাল তারিখ—২৩ জ্যৈষ্ঠ—

পু

লিপাখানিতে, ডাক ষ্ট্যাম্প দিয়া প্রদাণ করা বিধেয় বিবেচনা করিলাম না। না দেওয়ায় অপরাধ মার্জ্জন করিবেন। দ্বিতীয়তঃ। অনুজ্ঞার আসাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিলাম।

•কৃপাবলোকণ যে রূপ অনুজ্ঞা হইবেক লিখিয়া বাধিত করিবেন।—

কা, যা কপ কারাবাসেঃ কা, সে কালে আয়ু নাশেঃ ভো, লা মন ভাবেনা ভুলিয়ে।
ব লি, তারে সুবচনেঃ চ লি, তে সুজন সনেঃ হে লা, করে খেলায় মাতিয়ে॥
সদা প্র, মদেতে মত্তঃ ত্যজি প্র, সঙ্গে ভত্তঃ নিত্য না চে কুসঙ্গের সনে।
তত্ত্ব র স, পরিহরিঃ বৃথার স, পান করিঃ মনম থ, অনুক্ষণ মনে॥
ভারতে ত ম, তা করিঃ অভেদ ভি ন্ন, তা হরিঃ দেখাইছে মু, ক্তির সোপান।
মন যদি ব সি, তায়ঃ ত্যজে পাপ ম সি হায়ঃ শুনি মুনি মু খো, গুণ গান॥
ভারত বেদের অ ৭, শঃ শ্রবণে কলুষ ধ্ব ৭, শঃ ভারতে ভারত পা, প হবে।
হরি গুণ সদত ক হ, ভারত লইযা র হ ভাগবত কর আ ধ্যা, নরে॥

হুতোমের চিরপরিচিত রীত্যানুসারে এই ভিক্ষুকের পত্র খানি অপ্রচারিত রাখা কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু কতকগুলি স্কুল বয় ও আনাড়িতে বাস্তবিকই স্থির করে রেখেচেন যে, "আপনার মুখ আপনি দেখ" বই খানি হুতোমের প্রকৃত উত্তর, ও বটতলার পাইকেররাও ঐ কথা বলে হুতোমের নকশার সঙ্গে ঐ বিচিত্র বই খানি বিক্রী করেন বলিই ঐ হতভাগ্য ভিক্ষুকের পত্র খানি অবিকল ছাপান গেল।—এখন পাঠক। তুমি ঐ পত্র খানই পাঠ করে জানতে পারবে, হুতোমের নকশার সঙ্গে "আপনার মুখ আপনি দ্যাখ" গ্রন্থকারের কি রূপ সম্পর্ক

শক্রঘ্নপুর
১লা এপ্রেল } শ্রীতালা হূল্ ব্ল্যাক্‌-ইয়ার্। প্রকাশক।

হুতোম প্যাঁচার নকসা।

সূচীপত্র।

প্রকরণ পৃষ্ঠা

কলিকাতার চড়কপার্ব্বণ।

"কহই টুনোয়া——
সহর সিখাওয়ে কোতোয়ালী" টুনোয়ার টপ্পা।

কলিকাতা সহরের চার দিকেই ঢাকের বাজ্‌না শোনা যাচ্চে, চড়্‌কীর পিঠ সড়্‌ সড়্‌ কচ্চে, কামারেরা বাণ, দশ-লকি, কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুত কচ্চে—; সর্ব্বাঙ্গে গয়না, পায়ে নূপুর মাতায় জরির টুপি, কোমোরে চন্দ্রহার, সিপাই পেড়ে ঢাকাই সাড়ি মালকোচা করে পরা, তারকেশ্বরে ছোপান গামছা হাতে বিল্বপত্র বাঁদা সূতা গলায় যত ছুতর, গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁসারির আনন্দের সীমা নাই—"আমাদের বাবুদের বাড়ি গাজোন।"

কোম্পানির বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাঁশী হবার কিছু পূর্ব্বে আমাদের বাবুর (১) প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন, সেকালে নিমকীর দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল, সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশলক্ষ টাকা রেখে যান—সেই অবধি বাবুরা বনেদি বড় মানুষ হয়ে পড়েন। বনেদি বড় মানুষ কব্‌লাতে গেলে বাঙ্গালী সমাজে যে সরঞ্জামগুলি আবশ্যক, আমাদের বাবুদের তা সমস্তই সংগ্রহ করা হয়েচে—বাবুদের নিজের একটি দল আছে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুলীনের ছেলে, বংশজ, শ্রোত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, গন্ধবেণে আর কাঁসারী ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত—বাড়িতে ক্রিয়ে

কর্ম্ম কাজ যায় না, বাৎসরিক কর্ম্মেও দলস্থ ব্রাহ্মণদেব বিলক্ষণ প্রাপ্তি আছে; আর ভদ্রাসনে এক বিগ্রহ, শালগ্রাম শীলে ও আকবরী মোহর পোরা লক্ষ্মীব খুঁচীব নিত্যসেবা হয়ে থাকে।

এ দিকে ঢুলে বেয়াবা, হাড়ি ও কাওবারা নুপুর পায়ে উত্তরি সুতা গলায় দিয়ে নিজ নিজ বীরব্রতের ও মহত্ত্বেব স্তম্ভ-স্বরূপ বাণ ও দশলকি হাতে করে প্রত্যেক মদেব দোকানে বেশ্যালয়ে ও লোকের উঠানে ঢাকের সংগতে নেচে ব্যাড়াচ্চে। ঢাকীরা ঢাকের টোয়েতে চামব, পাখির পালক, ঘন্টা ও ঘুঙুব বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে সন্ন্যাসী সংগ্রহ কচ্চে; গুরু মশাযেব পাঠশাল বন্দ হয়ে গিয়েছে—ছেলেরা গাজন-তলাই বাড়ি কবে তুলেচে, আহার নাই, নিদ্রা নাই; ঢাকের পেচোনে পেচোনে রপেট রপেট ব্যাড়াচ্চে; কখন "বলে ভদ্দেশ্ববে শিবো মহাদেব" চিৎকাবেব সঙ্গে যোগ দিচ্চে, কখন ঢাকের টোয়ের চামর ছিঁড়ছে, কখন ঢাকের পেছনটা দুম্ দুম্ করে বাজাচ্চে—বাপ মা শশব্যস্ত, একটা না ব্যায়রাম কল্লে হয়।

ক্রমে দিন ঘুনিয়ে এলো, আজ বৈকালে কাটা ঝাপ। আমাদের বাবুর চার পুরুষের বুড়ো মূল সন্ন্যাসী কাণে বিল-পত্র গুঁজে, হাতে একমুটো বিল্বপত্র নিয়ে, ধুক্তে ধুক্তে বৈঠক-খানায় উপস্থিত হলো; সে নিজে কাওরা হলেও আজ শিবত্ব পেয়েচে, সুতরাং বাবু তাবে নমস্কার কল্লেন; মূল সন্ন্যাসী এক পা কাদা শুদ্ধ ধোব ফরাশের উপর দিয়ে বাবুর মাতায় আশীর্ব্বাদী ফুল ছোঁয়ালেন,—বাবু তটস্থ।

বৈঠকখানার মেকাবি ক্লাকে টাং টাং টাং কবে পাঁচটা বাজ্‌লো, সূর্য্যের উত্তাপের হ্রাস হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। সহরের বাবুরা ফেটিং, সেল্‌ফ ড্রাইভীং, বগী ও ব্রাউহ্যামে

করে অবস্থাগত ফ্রেণ্ড, ভদ্র লোক, বা মোসাহেব সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন, কেউ বাগানে চল্লেন--দুই চার জন সহৃদয় ছাড়া অনেকেরি পেছনে মালভরা মোদাগাড়ী চল্লো, পাছে লোক জান্তে পারে এই ভয়ে কেউ সে গাড়ির সইস কোঁচ-ম্যানকে তক্‌মা নিতে বারণ করে দেচেন—কেউ লোকাপবাদ তৃণজ্ঞান, বেশ্যাবাজী বাহাদুরীর কাজ মনে করেন; বিবি-জানের সঙ্গে একত্রে বসেই চলেচেন, খাতির নদারৎ!—কুটী-ওয়ালারা গহনার ছক্কড়ের ভিতর থেকে উকী মেরে দেখে, চক্ষু সার্থক কচ্চেন।

এদিকে আমাদের বাবুদের গাজনতলা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, ঢাক বাজতে লাগ্‌লো, শিবের কাছে মাথা চালা আরম্ভ হলো, সন্ন্যাসীরা উবু হয়ে বসে মাথা ঘোরাচ্চে, কেহ ভক্তি যোগে হাটু গেড়ে উপুড় হয়ে পড়েচে—শিবের বামুন কেবল গঙ্গাজল ছিটুচ্ছে, প্রায় আধ্ ঘণ্টা মাথা চালা হলো, তবু ফুল আর পড়ে না; কি হবে! বাড়ির ভিতরে খবর গেলো; গিন্নিরা পরস্পর বিষণ্ন বদনে "কোন অপরাধ হয়ে থাক্‌বে" বলে একে বারে মাতায় হাত দিয়া বসে পড়লেন—উপস্থিত দর্শকেরা "বোধ হয়, মূল সন্ন্যাসী কিছু খেয়ে থাক্‌বে," সন্ন্যাসীর দোষেই এই সব হয়; এই বলে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক আরম্ভ কল্লে, অবশেষে গুরু পুরুত, ও গিন্নির ঐক্য মতে বাড়ির কর্ত্তাবাবুকে বাঁধাই স্থির হলো। একজন আমুদে ব্রাহ্মণ ও চার পাঁচ জন সন্ন্যাসী দৌড়ে গিয়ে বাবুর কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লে—"মোশায়কে একবার ষ্ট্রা তুলে শিবতলায় যেতে হবে," "ফুল ত পড়ে না" সন্ধ্যা হয়—বাবুর ফিটন্ প্রস্তুত, পোশাক পরা, রুমালে বোকো মেকে বেরুচ্ছিলেন—শুনেই অজ্ঞান। কিন্তু কি করেন, সাত পুরুষের

ক্রিয়ে কাঁও বন্ধ করা হয় না, অগত্যা পায়নাপেলের চাপ্‌-কান পরে, সাজ গোজ সমেতই গাজনতলায় চল্লেন—বাবুকে আস্‌তে দেখে দেউড়ির দরওয়ানেরা আগে আগে সারগেতে চল্লো; মোসাহেবেরা বাবুর সমূহ বিপদ্‌ মনে করে বিষন্ন বদনে বাবুর পেচোনে পোচনেযেতে লাগ্‌লো।

গাজন তলায় সজোরে ঢাক ঢোল বেজে উঠ্‌লো, সকলে উচ্চস্বরে " ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব " বলে চীৎকার করতে লাগ্‌লো; বাবু শিবের সম্মুখে ভুমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন।—বড় বড় হাত পাখা দুপাশে চল্‌তে লাগ্‌লো, বিশেষ কারণ না জান্‌লে অনেকে বোধ কত্তে পারতো যে, আজ্‌ বাবু বুঝি নরবলি হবেন। অবশেষে বাবুর দুহাত একত্র করে ফুলের মালা জড়িয়ে দেওয়া হলো, বাবু কাঁদ কাঁদ মুখ করে বেশমি রুমাল গলায় দিয়ে এক ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন, পুরোহিত শিবের কাছে " বাবা ফুল দাও," "ফুল দাও," বারংবার বল্‌তে লাগ্‌লো, বাবুর কল্যাণে এক ঘটি গঙ্গাজল পুনরায় শিবের মাতায় ঢালা হলো, সন্ন্যাসীরা সজোরে মাতা ঘুরুতে লাগলো, আধঘন্টা এইরূপ কষ্টের পর শিবের মাতা থেকে এক খোষা বিল্বপত্র সরে পড়্‌লো। সকলের আনন্দের সীমা নাই " বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো" বলে চীৎকার হতে লাগ্‌লো, সকলেই বলে উঠ্‌লো, না হবে কেন কেমন বংশ!

ঢাকের তাল ফিরে গেলো। সন্ন্যাসীরা নাচ্‌তে নাচ্‌তে কাছের পুকুর থেকে পরশু দিনের ফ্যালা কতকগুলি বঁইচির ডাল তুলে আন্‌লে। গাজোনতলায় বিশ আটি বিচালি বিছানো ছিল, কাঁটার ডালগুলো তার উপর রেখে বেতের বাড়ি ঠ্যাঙ্গান হল কাঁটাগুলি ক্রমে সব মুখে মুখে বসেগেলে, পুরুত তার উপর গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিলেন, দুজন সন্ন্যাসী ডবল

গামছা বেঁদে তার দুদিকে টানা ধল্লে,—সন্ন্যাসীরা ক্রমান্বয়ে তার উপর ঝাঁপ খেয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো, উঃ! "শিবের কি মাহাত্ম্য।" কাঁটা ফুটলে বল্‌বার যো নাই। এ দিকে বাজে দর্শকের মধ্যে দু এক জন কুটেল চোরা গোপ্তা মাচ্চেন। অনেকে দেবতাদের মত অন্তরীক্ষে রয়েচেন, মনে কচ্চেন বাজে আদায়ে দেখে নিলুম, কেউ জান্তে পাল্লে না। ক্রমে সকলের ঝাপ খাওয়া ফুরুলো; এক জন আপনার বিক্রম জানাবার জন্য চিৎ হয়ে উল্‌টো ঝাপ খেলে; সজোরে ঢাক বেজে উঠ্‌লো। দর্শকেরা কাঁটা নিয়ে টানা টানি কত্তে লাগ্‌লেন—"গিন্নিরা বলে দিয়েচেন, ঝাপের কাঁটায় এমনি গুণ, যে, ঘরে রাখ্‌লে এজন্মে বিছানায় ছারপোকা হবে না!"

এদিকে সহরে সন্ধ্যাসূচক কাঁশোর ঘন্টার শব্দ থাম্‌লো। সকল পথের সমুদায় আলো জ্বালা হয়েছে। "বেলফুল!" "বরফ।" "মালাই!" চীৎকার শুনা যাচ্চে। আবগারীর আইন অনুসারে মদের দোকানের সদর দরজা বন্দ হয়েচে অথচ খদ্দের ফিচ্চে না—ক্রমে অন্ধকার গাঢাকা হয়ে এলো; এ সময় ইংরাজী জুতো, শান্তিপুরে ডুরে উড়ুনী আর সীমলের ধুতীর কল্যাণে রাস্তায় ছোট লোক ভদ্দর লোক আর চেন্‌বার যো নাই। তুখোড় ইয়ারের দল হাসির গর্‌রা ও ইংরাজী কথার ফর্‌রার সঙ্গে খাতায় খাতায় এর দরজায়, তার দরজায় ঢু মেরে মেরে বেড়াচ্চেন—এঁরা সন্ধ্যা জ্বালা দেখে বেরুলেনক্রি আবার ময়দা পেসা দেখে বাড়ি ফির্‌বেন! মেছোবাজারের হাঁড়িহাটা—চোরবাগানের মোড়, যোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকান, নতুন বাজার, বটতলা, সোণাগাছির গলি ও আহিরিটোলার চৌমাথা লোকারণ্য—কেউ মুখে মাথায় চাদর জড়িয়ে মনে কচ্চেন কেউ তাঁকে চিন্‌তে পার্‌বে

না; আবার অনেকে চেঁচিয়ে কথা কয়ে, কেশে, হেঁচে, লোককে জানান দিচ্চেন যে, "তিনি সন্ধ্যার পর দুদণ্ড আয়েস করে থাকেন।"

সৌখীন কুটিওয়ালা মুখে হাতে জল দিয়ে জলযোগ করে সেতারটি নিয়ে বসেচেন। পাসের ঘরে ছোট ছোট ছেলেরা চীৎকার করে—বিদ্যেসাগরের বর্ণপরিচয় পড়্‌চে। পীল ইয়ার ছোক্‌রারা উড়্‌তে শিখচে। স্যাক্‌রারা দুর্গাপ্রদীপ সাম্‌নে নিয়ে বাংক্কাল দিবার উপক্রম করেচে। রাস্তার ধারের দুই এক খানা কাপড়, কাঠ কাটরা ও বাসনের দোকান বন্ধ হয়েচে রোকোড়ের দোকানদার পোদ্দার ও সোণারবেণেরা তহবিল মিলিয়ে কৈফিয়ত কাট্‌চে। শোভাবাজারে রাজাদের ভাঙ্গা বাজারে মেচুনীরা প্রদীপ হাতে করে ওঁচা পচা মাচ ও লোনা ইলিস নিয়ে ক্রেতাদের—"ও গামচাকাঁদে ভালো মাচ নিবি?" ও "খেংরা গুপো মিন্‌সে চার আনা দিবি" বলে আদর কচ্চে —মধ্যে মধ্যে দুই এক জন রসিকতা জানাবার জন্য মেচুনী ঘেঁটিয়ে বাপান্ত খাচ্চেন। রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল ও মাতালরা লাটি হাতে করে কানা সেজে "অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর দাতাগণ" বলে ভিক্ষা করে মৌতাতের সম্বল কচ্চে, এমন সময় বাবুদের গাজন তলায় সজোরে ঢাক বেজে উঠ্‌লো, "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো" চীৎকার হতে লাগ্‌লো, গোল উঠ্‌লো, এ বারে ঝুল সন্ন্যাস। বাড়ির সামনের মাঠে ভারা টারা বাঁধা শেষ হয়েচে; বাড়ির ক্ষুদে ক্ষুদে হবু হজুরেরা দরওয়ান, চাকর ও চাকরাণীর হাত ধরে গাজন তলায় ঘুর ঘুর কচ্চেন। ক্রমে সন্ন্যাসীরা খড়ে আগুন জেলে ভারার নীচে ধল্লে—একজনকে তার উপর পানে পা করে ঝুলিয়ে দিয়ে তার মুখের কাছে আগুনের উপর গুড় ধুনো ফেলতে লাগলো,

ক্রমে একে একে ঐ রকম করে ঢুলে, ঝুল সন্ন্যাস সমাপন হলো; আধ ঘণ্টাব মধ্যে আবার সহর জুড়ুলো, পূর্ব্বের সেতার বাজ্‌তে লাগলো, "বেলফুল" "বরফ" "মালাই" ও যথামত বিক্রি করবার অবসর পেলে, শুক্রবারের রাত্তির এই রকমে কেটে গ্যাল!

আজ নীলের রাত্তির। তাতে আবার শনিবার; শনিবাবের রাত্তিরে সহর বড় গুল্‌জার থাকে—পানের খিলীব দোকানে বেল-লণ্ঠন আর দেওয়ালগিরি জ্বল্‌চে। ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে বেলফুলের গন্ধ ভুর ভুর করে বেরিয়ে যেন সহর মাতিয়ে তুল্‌চে। রাস্তার ধারের দুই একটা বাড়িতে খেমটা নাচের তালিম হচ্চে, অনেকে রাস্তায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে ঘুমুর ও মন্দিবার রুণু রুণু শব্দ শুনে স্বর্গসুখ উপভোগ কচ্চেন। কোথাও একটা দাঙ্গা হচ্চে। কোথাও পাহারাওয়ালা এক জন চোর ধবে বেঁধে নে যাচ্চে—তার চারি দিকে চাব পাঁচ জন চোব হাসচে আব মজা দেখ্‌চে এবং আপনাদের সাবধানতাব প্রশংসা কচ্চে, তারা যে এক দিন ঐ রকম দশায় পড়্‌বে তায় ভ্রূক্ষেপ নাই।

আজ অমুকের গাজোন তলায় চিৎপুরেব হব। ওদের মাটে সিঙ্গির বাগানের প্যালা। ওদের পাড়ায় মেয়ে পাঁচালি। আজ সহরের গাজোন তলায় ভারি ধুম,—চৌমাথার চৌকিদারের পোহা বারো! মদের দোকান খোলা না থাকলেও সমস্ত রাত্তির মদ বিক্রি হবে, গাঁজা অনবরত উড়বে, কেবল কাল সকালে শুনবেন যে—"ঘোষেরা পাতকোতলার বড় পেতলের ঘটিটী পাচ্চে না," "পালেদের এক ধামা পেতলের বাসন গেছে ও গন্ধবেণেদের সর্ব্বনাশ হয়েচে"। আজ কার সাধ্য নিদ্রা যায় —থেকে থেকে কেবল ঢাকেব বাদ্যি, সন্ন্যাসীব হোররা ও

"বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" চীৎকার।

এ দিকে গির্জ্জার ঘড়িতে টুং টাং ঢং টুং টাং ঢং করে, রাত চারটে বেজে গ্যালো—বারফটকা বাবুরা ঘরমুখ হয়েচে। উড়ে বামুনরা ময়দার দোকানে ময়দা পিস্তে আরম্ভ করেচে। রাস্তার আলোর আর তত তেজ নাই। ফুরফুরে হাওয়া উঠেছে। বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার কোকিলেরা ডাক্তে আরম্ভ করেচে; দু এক বার কাকের ডাক, কোকিলের আওয়াজ ও রাস্তার বেকার কুকুরগুলোর খেউ খেউ রব ভিন্ন এখনও এই মহানগর যেন লোকশূন্য। ক্রমে দেখুন—"রামের মা চলতে পারে না," "ওদের ন বৌটা কি বজ্জাত মা," "মাগি যে জব্বী" প্রভৃতি নানা কথার আন্দোলনে দুই এক দল মেয়ে মানুষ গঙ্গাস্নান কত্তে বেরিয়েছেন। চিৎপুরের কসাইরা মটন চাপের ভার নিয়ে চলেছে। পুলিষের সার্জ্জন, দারোগা, জমাদার, প্রভৃতি গরিবের যমেরা বোঁদ সেরে মস মস করে থানায় ফিরে যাচ্চেন, সকলেরই সিকি, আধুলি, পয়সা ও টাকায় ট্যাঁক ও পকেট, পরিপূর্ণ—হজুরদের কাছে চ্যালা কাঠখানা, তামাক ছিলিমটে ও পানের খিলিটে ফেরে না, অনেকের মনের মত হয় নাই বলে সহরের উপর চটেছেন, রাগে গা গস্ গস্ কচ্চে, মনে মনে নতুন ফিকির আঁটতে আঁটতে চলেচেন, কাল সকালেই একজন নিরীহ ভদ্র সন্তানের প্রতি কার্দানি ও ক্যারামত জাহির করবেন—সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সাদা লোক, কোর কাপ বোঝেন না, চার পাঁচ জন ফেণ্ড নিয়তই কাচে থাকে "হারমোনিয়ম" ও "পিয়ানো" বাজিয়ে ও কুকুর নিয়ে খেলা করেই কাল কাটান—সুতরাং ইনস্পেক্টর মহলে একাদশ বৃহস্পতি!!!

গুপুস্ করে তোপ পড়ে গ্যাল। কাকগুলো "কা কা"

করে বাসা ছেড়ে উড়বার উর্দ্ধুগ কল্লে। দোকানিরা দোকানের ঝাপ্তাড়া খুলে গন্ধেশ্বরীকে প্রণাম করে দোকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে হুকোর জল ফিরিয়ে তামাক খাবার উর্দ্ধুগ কচ্ছে। ক্রমে ফরসা হয়ে এলো – মাচের ভারিরা দৌড়ে আস্তে লেগেচে—মেচুনিরা ঝকড়া কত্তে কত্তে ভার পেচু পেচু দৌড়েছে। বদ্দিবাটির আলু, হাসনানের বেগুন, বাজরা বাজরা আস্‌চে। দিশি বিলিতি যমেরা অবস্থা ও রেস্ত মত গাড়ি পাল্কি চড়ে ভিজিটে বেরিয়েচেন—জ্বর বিকার ওলাউঠোর প্রাদুর্ভাব না পড়লে এঁদের মুখে হাঁসি দেখা যায় না—উলো অঞ্চলে মড়ক হওয়াতে অনেক গোদাগাও বিলক্ষণ সঙ্গতি করে নেছেন, কলিকাতা সহরেও দুচার গোদাগাকে প্রাক্‌টিস্ কত্তে দেখা যায়, এদের অষুধ চমৎকার, কেউ বলদের মতন রোগীর নাকফুড়ে আরাম করেন, কেউ শুদ্ধ জল খাইয়ে সারেন। সহুরে কবিরাজরা আবার এঁদের হতে এক কাটি সরেশ, সকল রকম রোগেই “সদ্য মৃত্যুশ্বর ব্যবস্থা করে থাকেন—অনেকে চাণক্য শ্লোক ও দাতাকর্ণের পুঁথি পড়েই চিকিৎসা আরম্ভ করেচেন।

টুলো পুজুরি ভট্‌চাজ্জিরে কাপড় বগলে করে স্নান কত্তে চলেচে, আজ তাদের বড় ত্বরা, যজমানের বাড়ি সকাল সকাল যেতে হবে। আদ বুড়ো বেতোরা মর্নিংওয়াকে বেরুচ্চেন। উড়ে বেহারারা দাতন হাতে করে স্নান কত্তে দৌড়েছে। ইংলিসম্যান, হরকরা, ফিনিক্‌স, এক্‌সচেঞ্জ গেজেট, গ্রাহকদের, দরজায় উপস্থিত হয়েচে—হরিণমাংসের মত কোন কোন বাঙ্গালা খবরের কাগজ বাসি না হলে গ্রাহকরা পান না—ইংরাজি কাগজের সে রকম নয়, গরম গরম ব্রেকফা-

ষ্টেব সময় গরম গরম কাগজ পড়াই আবশ্যক। ক্রমে সূর্য্য উদয় হলেন।

সেকসন লেখা কেরাণির মত কলুর ঘাণির বলদ বদলি হলে; পাগড়িবাঁধা দলের প্রথম ইন্‌সটল্‌মেণ্টে - সিপসরকার ও বুকিংক্লার্ক দেখা দিলেন। কিছু পরেই পরামাণিক ও বিপ্রকর্ম্ম বেরুলেন। আজ গবর্মেণ্টের আফিস বন্দ সুতরাং আমরা ক্লার্ক, ক্যাবাণি, বুক কিপার ও হেড রাইটরদিগকে দেখ্‌তে পেলাম না। আজ কাল ইংরাজি লেখা পড়ার আধিক্যে অনেকে নানা রকম বেশ ধরে আফিসে যান— পাগড়ি প্রায় উঠে গ্যাল— দুই এক জন সেকেলে – কেরাণীরাই চিরপরিচিত পাগড়ির মান রেখেছেন, তাঁরা পেনসন্ নিলেই আমরা আর কুঠিওয়ালা বাবুদের মাথায় পাগড়ি দেখ্‌তে পাবো না; পাগড়ি মাথায় দিলে আলবার্ডফেসানের বাঁকা সিতেটি ঢাকা পড়ে এই এক প্রধান দোষ। বিপ্রকর্ম্ম ও পরামাণিকদের পাগড়ি প্রায় থাকে না থাকে হয়েছে।

দালালের কখনই অব্যাহতি নাই। দালাল সকালে না খেয়েই বেরিয়েচে, হাতে কাজ কিছুই নাই, অথচ যে রকমে হক না চোটাখোর বেণের ঘরে, ও টাকাওয়ালা বাবুদের বাড়িতে একবার যেতেই হবে—"কার বাড়ি বিক্রি হবে," "কার বাগানের দরকার" "কে টাকা ধার কর্‌বে" তাহারই খবর রাখা দালালের প্রধান কাজ, অনেক চোটাখোর বেণে ও ব্যাভার বেণে সহরে বাবুরা, দালাল চাকর রেখে থাকেন, দালালেরা শীকার ধরে আনে – বাবু আড়ে গেলেন।

দালালি কাজটা ভাল, "নেপো মারে দইয়ের মতন" এতে বিলক্ষণ গুড় আছে। অনেক ভদ্র লোকের ছেলেরে গাড়ি ঘোড়ায় চড়ে দালালি কত্তে দেখা যায়, অনেক "রেস্ত

হীন মুচ্ছুদ্দী" "চারবার ইন্‌সলবেণ্ট" এখন দালালী ধরেছেন। অনেক পদ্মলোচন দালালীর দৌলতে "কলাগেঁছে থাম" ফেঁদে ফেল্লেন—এঁরা বর্ণচোরা আঁব, এঁদের চেনা ভার, না পাবেন হেন কর্ম্মই নাই। পেসাদার চোটাখোর বেণে—ও ব্যাভারবেণে বড় মানুষের ছলনারূপ নদীতে বেঁউতিজাল পাতা থাকে, দালাল বিশ্বাসের কলসী ধরে গা ভাসান দে জল তাড়া দেন,* সুতরাং মনের মতন কটাল হলে চুনো পুঁটিও এড়ায় না।

ক্রমে গির্জ্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে সাতটা বেজে গেলো। সহরে কান পাতা ভার। রাস্তায় লোকারণ্য, চার দিকে ঢাকের বাদ্যি, ধুনোর ধোঁ, আর মদের দুর্গন্ধ। সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলকি, সুতোশোন, সাপ, ছিপ ও বাঁশফুড়ে এক বারে মরিয়া হয়ে নাস্তে নাস্তে কালীঘাঠ থেকে আস্‌চে। বেশ্যালয়ের বারাণ্ডা ইয়ার গোচের ভদ্র লোকে পরিপূর্ণ, সকের দলের পাঁচালি ও হাপ্‌ আকড়ায়ের দোয়ার, গুল গার্ডনের মেম্বরই অধিক—এঁরা গাজোন দ্যাখবার জন্য ভোরের ব্যালা এসে জমেছেন।

এদিকে রকমারি বাবু বুঝে বড় মানুষ্‌দের বৈঠকখানা সরগরম হচ্চে। কেউ শিভিলিজেসনের অনুরোধে চড়ক হেট করেন। কেউ কেউ নিজে ব্রাহ্ম হয়েও—"মাত পুরুষের ক্রিয়া কাণ্ড" বলেই চড়কে আমোদ করেন; বাস্তবিক তিনি এতে বড় চটা, কি করেন, বড় দাদা, সেজো পিসে বর্ত্তমান—আবার ঠাকুরমার এখনো কাশী প্রাপ্তি হয় নাই।

অনেকে চড়ক, বাণফোঁড়া, তরওয়াল ফোঁড়া দেখ্‌তে ভাল বাসেন; প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন পৌত্তুর ছোট ছেলে ও কোলের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ভাসান দেখ্‌তে বেরোন।

অনেকে বুড়ো মিন্‌সে হয়েও হীরে বসান টুপি, বুকে জরির কারচোপের কর্ম্ম করা কাবা ও গলায় মুক্তর মালা, হীরের কণ্ঠী, দুহাতে দশটা আংটী পরে "খোকা" সেজে বেরুতে লজ্জিত হন না; হয়ত তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলের বয়স ষাটবৎসর – ভাগ্‌নের চুল পেকে গ্যাছে।

অনেক পাড়াগেঁয়ে জমিদার ও রাজারা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় পদার্পণ করে থাকেন। নেজামত আদালতে নম্বরওয়ারী ও মোৎফরেক্কার তদ্বির কত্তে হলে ভবানীপুরেই বাসার ঠিকানা হয়। কলিকাতার হাওয়া পাড়াগেঁয়ের পক্ষে বড় গরম। পূর্ব্বে পাড়াগেঁয়ে কলিকাতায় এলে লোণা লাগ্‌ত, এখন লোণা লাগার বদলে আর একটি বড় জিনিষ লেগে থাকে – অনেকে তার দরুণ এক বারে আঁৎকে পড়েন – ঘাগি গোচের পাল্লায় পড়ে শেষ সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বাড়ি যেতে হয়। পাড়াগেঁয়ে দুই এক জন জমিদার প্রায় বারো মাস এখানেই কাটান। ছকুর ব্যালা কেটিং গাড়ি চড়া, পাঁচালী বা চণ্ডীর গানের পেলেদের মতন চেহারা, মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ান, জন দশ বার মো-সাহেব সঙ্গে বাইজানের ভেড়্‌যার মত পোসাক, গলায় মুক্তার মালা – দেখ্‌লেই চেনা যায় যে, ইনি এক জন বনগাঁর শেয়াল রাজা. বুদ্ধিতে কাশ্মীরী গাধার বেহদ্দ – বিদ্যায় মূর্ত্তিমান্ মা। বিসর্জ্জন, বারোইয়ারি, খ্যাম্‌টা নাচ আর. ঝুমুরের প্রধান ভক্ত – মধ্যে মধ্যে খুনি মামলার গ্রেপ্তারী ও মহাজনের ডিক্রীর দরুণ গা ঢাকা দেন। রবিবার পাল পার্ব্বণ বিসর্জ্জন আর স্নানযাত্রায় সেজে গুজে গাড়ি চোড়ে বেরোন।

পাড়াগেঁয়ে হলেই যে এই রকম উনপাঁজুরে হবে, এমন কোন কথা নাই। কারণ দুই এক জন জমীদার মধ্যে মধ্যে

কলিকাতায় এসে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা নিয়ে যান। তাঁরা সোণাগাছীতে বাসা করেও সে রঙ্গে বিব্রত হন না; ববং তাঁদের চালচুল দেখে অনেক সহুরে তাক্ হয়ে থাকেন। আবার কেউ কাশীপুর বোড়স্যা ভবানীপুর ও কালীঘাটে বাসা করে, চব্বিশ ঘণ্টা সোণাগাছীতেই কাটান, লোকের বাড়ী চড়োয়া হয়ে দাঙ্গা করেন; তার পরদিন প্রিয়তমার হাত ধরে যুগলবেশে জেঠা খুড়া বাবার সঙ্গে পুলিসে হাজির হন, ধারে হাতি কেনেন। পেমেন্টের সময় ঠ্যাঙ্গাঠেঙ্গী উপস্থিত হয়—পেড়াপেড়ী হলে দেশে সরে পড়েন,—সেথায় রামরাজ্য।

জাহাজ থেকে নতুন সেলার নামলেই যেমন পাইকেবে ছেঁকে ধরে সেই রকম পাড়াগেঁয়ে বড মানুষ সহরে এলেই প্রথমে দালাল পেস হন। দালাল, বাবুব সদব মোক্তাবের অনুগ্রহে বাড়ি ভাড়া করা, গাড়ীর যোগাড কবা, খ্যাম্টা নাচের বায়না কবা, প্রভৃতি বকমওয়ারি কাজেব ভাব পান ও পলিটীকেল এজেন্টেব কাজ কবেন। সাতপুকুরের বাগান, এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়ম—বালির ব্রিজ,—বাগবাজা বেব খালের কলেব দরজা—রকমওয়ারি বাবুব সাজান বৈঠকখানা,—ও দুই এক নামজাদা বেশ্যার বাড়ী নিয়ে বেড়ান। ঝোপ বুঝে কোপ ফেল্‌তে পার্‌লে দালালেব বাবুর কাছে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হয়ে পড়ে। কিছুকাল বড় আমোদে যায়, শেষে বাবু টাকাব টানিটানিতে বা কর্ম্মান্তরে দেশে গেলে দালাল এজেন্টী কর্ম্মে মকরর হন।

আজকাল সহরের ইংরাজি কেতার বাবুবা দুটি দল হয়েছেন, প্রথম দল উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বস্ট। "দ্বিতীয় ফিরিঙ্গীব জঘন্য প্রতিরূপ"। প্রথম দলের সকলি ইংরাজি

কেতা, টেবিল চেয়ারের মজলিশ, পেয়ালা করা চা, চুরট, জগে করা জল, ডিকান্টরে ব্রাণ্ডী ও কাচের গ্লাসে সোলার ঢাকনি, সালু মোড়া,—হরকরা, ইংলিসম্যান ও ফিনিক্স সামনে থাকে, পোলটিক্স ও বেষ্ট নিউস অবদি ডে নিয়েই সর্ব্বদা আন্দোলন। টেবিলে খান, কমোডে হাগেন এবং কাগজে পোঁদ পোঁছেন। এঁরা সহৃদয়তা, দয়া, পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্গুণে ভূষিত, কেবল সর্ব্বদাই রোগ, মদ খেয়ে খেয়ে জুজু, স্ত্রীর দাস,—উৎসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা একবারে হৃদয় হতে নির্ব্বাসিত হয়েছে, এঁরাই ওলড ক্লাস!

দ্বিতীয়ের মধ্যে—বাগাম্বর মিত্র প্রভৃতি, সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়ে হিংস্র, বলতে গেলে এঁরা একরকম ভয়ানক জানোয়ার। চোরেরা যেমন চুরি কত্তে গেলে মদ ঠোঁটে দিয়ে গন্ধ করে মাতাল সেজে যায়, এঁরা সেই রূপ স্বার্থ সাধনার্থ স্বদেশের ভাল চেষ্টা করেন। "ক্যামন করে আপনি বড় লোক হব" "ক্যামন করে সকলে পায়ের নীচে থাকবে," এই এঁদের নিয়ত চেষ্টা—পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে আপনার গোঁপে তেল দেওয়াই এঁদের পলিসী, এদের কাছে দাতব্য দূরপরিহার—চার আনার বেশী দান নাই।

সকাল বেলা সহরের বড় মানুষদের বৈঠকখানা বড় সবগরম থাকে। কোথাও উকীলের বাড়ির হেড কেরাণি তীর্থের কাকের মত বসে আচেন। তিন চারটি "ইকুটি" দুটী "কমনূলা" আদালতে ঝুলচে। কোথাও পাওনাদার, বিলসরকার, উটনোওয়ালা মহাজন খাতা, বিল ও হাতচিঠে নিয়ে তিন মাস হাঁটচে, দেওয়ানজী কেবল আজ না কাল কচ্চেন। "শমন," "ওয়ারিন" "উকীলের চিঠি" ও "সফিনে" বাবুর অলঙ্কার হয়েচে। নিন্দা, অপমান তৃণজ্ঞান। প্রত্যেক লোকের চাতুরী,

ছলনা, মনে করে অন্তর্দ্দাহ কর্চ্চে "ম্যায়সা দিন নেহি রঁহেগা," অঙ্কিত আংটি অঙ্গুলে পরেচেন; কিন্তু কিছুতেই শান্তি লাভ কত্তে পাচ্চেন না।

কোথাও এক জন বড় মানুষের ছেলে অল্প বয়সে বিষয় পেয়ে কাম্রে খেকো ঘুঁড়ির মত ঘুচ্চেন। পরশু দিন "বউ বউ" "লুকোচুরি" "ঘোড়া ঘোড়া" খেলেচেন, আজ তাঁকে দাও-য়ানজীব কটুকচালে খতেনের গোঁজা মিলন ধত্তে হবে, উকীলেব বাড়ির বাবুর পাকা চালে নজর বেখে সরে বসতে হবে, নইলে ওঠ্‌সাব কিস্তিতেই মাৎ। ছেলেব হাতে ফল দেখ্‌লে কাকেবাও ছোঁ মাবে, মানুষতো কোন্‌ছার,--কেউ "স্বর্গীয় কর্ত্তার পরম বন্ধু" কেউ স্বর্গীয় কর্ত্তাব "মেজো পিসেব মামাব খুড়োর পিসতুতো ভেয়েব মামাতো ভাই" পবিচয় দিয়ে পেস হচ্চেন "উমেদার" "কন্যাদায়" (হয়ত "কন্যা দায়ের" বিবাহ হয় নাই) নানা বকম লোক এসে জুঠচেন; আসল মতলব দ্বৈপা-য়ন হ্রদে ডোবান বয়েচে—সময়ে আমলে আস্‌বে।

ক্রমে বাস্তায় লোকারণ্য হযেচে। চৌমাথার বেণের দোকান লোকে পূবে গ্যাছে। নানা রকম বকম বেশ—কারুর কফ্‌ ও কলাবওয়ালা কামিজ, রুপোর বগলস আঁটা সাইনিং লেদব, কাবো ইণ্ডিয়া রবর আর চায়না কোট, হাতে ইষ্টিক, ক্রেপেব চাদব, চুলের গাড চেন গলায়, আলবার্ট ফেসানে চুল ফেরানো। কলিকাতা সহব বত্নাকরবিশেষ, না মেলে এমন জানোযাবই নাই, রাস্তার দু পাশে অনেক আমোদগেঁড়ে মহাশয়েবা দাঁড়িয়েচেন, ছোট আদালতের উকীল, সেকস্‌ন বাইটব, টাকাওযালা গন্ধবেণে, তেলী, ঢাকাই কামাব আর ফল্মারে যজমেনে বামুনই অধিক—কারু কোলে দুটি মেয়ে—কারু তিন্‌টে ছেলে।

কোথাও পাদরি সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্চেন—কাচে ক্যাটি কৃষ্ট ভায়া—সুবর্ব্বন চৌকিদারের মত পোসাক—পেনটুলন ট্যাংট্যাঙে চাপকান, মাথায় কাল রঙ্গের চোঙ্গাকাটা টুপী। আদালতী স্বরে হাত মুখ নেড়ে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত কচ্চেন—হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয় যেন পুতুল নাচের নকীব। কতকগুলো ঝাঁকাওয়ালা মুটে, পাটশালের ছেলে ও ফিরিওয়ালা এক মনে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যাটিকৃষ্ট কি বলচেন কিছুই বুঝতে পাচ্চে না। পূর্ব্বে বওয়াটে ছেলেরা বাপ মার সঙ্গে ঝকড়া করে পশ্চিমে পালিয়ে যেতো, না হয় খ্রীষ্টান হত, কিন্তু রেলওয়ে হওয়াতে পশ্চিমে পালাবার বড় ব্যাঘাত হয়েছে—আর দিশী খ্রীষ্টানদের দুর্দ্দশা দেখে খ্রীষ্টান হতেও ভয় হয়।

চিৎপুরের বড় রাস্তা মেঘ কল্লে কাদা হয়—ধুলোয় ধুলো, তার মধ্যে ঢাকের গটরার সঙ্গে গাজন বেরিয়েচে। প্রথমে ভুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটা ঘড়ি বাঁশ বেঁদে কাঁদে করেছে—কতকগুলো ছেলে মুগুরের বাড়ি বাজাতে বাজাতে চলেচে—তার পেচোনে এলো মেলো নিশেনের শ্রেণী। মধ্যে হাড়িরা দল বেঁদে ঢোলের সংগেতে "ভোলা বোম্ ভোলা বড় রঙ্গিলা লেংটা ত্রিপুরারী শিরে জটাধারী ভোলার গলে দলে হাড়ের মালা," ভজন গাইতে গাইতে চলেচে। তার পেচনে বাবুর অবস্থামত তকমাওয়ালা দরোয়ান হরকরা, সেপাই। মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে ছাই ও খড়ি মাখা, টিনের সাপের ফণার টুপি মাথায় শিব ও পার্ব্বতী সাজা সং। তার পেচনে কতক গুলো সন্ন্যাসী দশলকী ফুঁড়ে ধুনো পোড়াতে পোড়াতে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলেচে। পাশে বেণোরা জিবে হাতে বাণ ফুঁড়ে চলেচে। লম্বা লম্বা ছিপ, উপরে শোলার

চিংড়ি মাছ বাঁধা। সেটকে সেট ঢাকে ড্যানাক্ ড্যানাক্ করে বং বাজাচ্চে। পেচনে বাবুর ভাগনে, ছোট ভাই বা পিসতুতো ভেয়েরা গাড়ি চড়ে চলেচেন—তাঁরা রাত্রি তিনটের সময় উঠেচেন, চোক লাল টক্ টক্ কচ্চে, মাথা ভবানীপুরে ও কালিঘেটে ধুলোয় ভরে গিয়েছে। দর্শকেরা হা করে গাজন দেখচেন, মধ্যে বাজনার শব্দে ঘোঁড়া খেপেচে—হুড মুড করে কেউ দোকানে কেউ খানার উপর পড়চেন, রৌদ্রে মাথা ফেটে যাচ্চে—তথাপি নড়চেন না।

ক্রমে পুলিসের হুকুম মত সব গাজন ফিরে গেল। সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট রাস্তায় ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছিলেন, পকেট ঘড়ি খুলে দেখলেন, সময় উতরে গেছে, অমনি মার্শল ল জারী হলো, ঢাক বাজালে থানায় ধরে নিয়ে যাবে। ক্রমে দুই একটা ঢাকে জমাদারের হেতে কোঁতকা পড়বামাত্রই সহর নিস্তব্ধ হলো। অনেকে ঢাক ঘাড়ে করে চুপে চুপে বাড়ি এলেন—দর্শকেরা কুইনের রাজ্যে অভিসম্পাত কত্তে কত্তে বাড়ি ফিরে গেলেন।

সহরটা কিছুকালের মত জুড়ুলো। বেশোরা বাণ খুলে মদের দোকানে ঢুক্‌লো। সন্ন্যাসীরা ক্লান্ত হয়ে ঘরে গিয়ে হাত পাখায় বাতাস ও হাঁড়ি হাঁড়ি আমানি খেয়ে ফেল্লে। গাজন তলায় শিবের ঘর বন্ধ হলো—এবছরের মত বাণ ফোঁড়ার আমোদও ফুরুলো। এই রকমে রবিবারটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে গ্যাল।

আজ বৎসরের শেষ দিন। যুবত্ব কালের এক বৎসর গ্যাল দেখে যুবক যুবতীরা বিষণ্ণ হলেন। হতভাগ্য কয়েদীর নির্দ্দিষ্ট কালের এক বৎসর কেটে গ্যাল দেখে আহ্লাদের পরীসীমা রইল না। আজ বুড়টি বিদেয় নিলেন, কাল যুবটি

আমাদের উপর প্রভাত হবেন। বুড় বৎসরের অধীনে আমরা যে সব কষ্ট ভোগ করেচি, যে সব ক্ষতি স্বীকার করেচি—আগামীর মুখ চেযে আশার মন্ত্রণায় আমরা সে সব মনে থেকে তাঁরেই সঙ্গে বিসর্জ্জন দিলেম। ভূত কাল যেন আমাদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে চলে গেলেন—বর্ত্তমান বৎসর স্কুল মাষ্টারের মত গম্ভীর ভাবে এসে পড়্লেন—আমরা ভয়ে হর্ষে তটস্থ ও বিস্মিত। জেলার পুরাণ হাকিম বদলী হলে নীল প্রজাদের মন যেমন ধুক্‌পুক্ করে স্কুলে নতুন ক্ল্যাসে উঠ্‌লে নতুন মাষ্টারের মুখ দেখে ছেলেদের বুক্ যেমন গুর্ গুর্ করে—মডঞ্চে পোয়াতীর বুড় বয়েসে ছেলে হলে মনে যেমন মহান্ সংশয় উপস্থিত হয়, পুরাণর যাওযাতে নতুনের আসাতে আজ সংসার তেমনি অবস্থায় পড়লেন।

ইংরেজরা নিউইয়ারের বড় আমোদ করেন। আগামীকে দাড়াগুয়া পান দিযে বরণ কর্য্যে ন্যাস—নেসার খোঁয়ারির সঙ্গে পুরাণকে বিদায় দেন। বাঙ্গালিরা বছরটী ভাল রকমেই যাক আর খারাবেই শেষ হক, সজনে খাড়া চিবিযে ঢাকের বাদ্দি আর রাস্তার ধূলো দিয়ে পুরাণকে বিদায় দ্যান। কেবল কল্‌সি উচ্ছুগ্‌গু কর্ত্তারা আর নতুন খাতাওয়ালারাই নতুন বৎসরের মান রাখেন।

আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্ব্বক উপাসনা করেচেন—আবার অনেকে ব্রাহ্ম কলসি উচ্ছুগ্‌গু কর্‌বেন। এ বারে উক্ত সমাজের কোন উপাচার্য্য বড় ধুম করে কালী পূজো করেছিলেন ও বিধবা-বিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জমিদারের বাড়ি শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করে গোবর খেতেও ত্রুটি করেন নি। আজ কাল

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মর্ম্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুর্গোৎসবও হবে আবার কি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে মড়া কান্না কাঁদ্‌তেও হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ? যে বেদ ভাঙ্গা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁরে ডাকলে তিনি বুঝতে পার্‌বেন না—আড্‌ডা থেকে না ডাকলে শুন্‌তে পাবেন না, ক্রমে কৃশ্চানী ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আড়ম্বর এক হবে, তারি যোগাড় হচ্চে।

চড়ক গাছ পুকুর থেকে তুলে মোচ বেন্ধে মাথায় ঘি কলা দিয়ে খাড়া করা হয়েচে। ক্রমে রোদ্দুরের তেজ পড়ে এলে চড়কতলা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো। সহরের বাবুরা বড় বড় জুড়ী, ফেটীং ও ষ্টেট ক্যারেজে নানা রকম পোষাক পরে চড়ক দেখতে বেরিয়েচেন. কেউ কাঁসারীদের সংএর মত পালকী গাড়ীর ছাতের উপর বসে চলেচেন—ছোট লোক বড়মানুষ ও হঠাৎ বাবুই অধিক।

অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই—বামুন কায়েতরা ক্রমে সভ্য হয়ে উঠলো দেখে সহরের নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশাক, মহাশয়রাও হামা দিতে আরম্ভ কল্লেন, ক্রমে ছোট জেতের মধ্যেও দ্বিতীয় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর বিদ্যেসাগর ও কেশব সেন জন্মাতে লাগলো—সন্ধ্যার পর দুগাছী আটা ও একটু ন্যাব্‌ড়ামের বদলে—ফাউলকরী ও রোল রুটি ইন্‌ট্রডিউস হলো। শ্বশুরবাড়ী আহার করা, মেয়েদের বাঁ নাক বেঁধান চলিত হলো, দেখে রোতলের দোকান, কড়িগণা, মাকুঠেলা ও ভালুকের লোম ব্যাচা, কলকেতায় থাকতে লজ্জিত হতে লাগ্‌লো। থরকামান চৈতন্য ফক্কার জায়গায় আলবার্ট ফেশান ভর্ত্তি হলেন। চাবির থলো কাঁদে করে টেনা ধুতী পরে দোকানে যাওয়

আর ভাল দেখায় না, সুতরাং অবস্থাগত জুড়ী, বগী ও ব্রাউনহাম বরাদ্দ হলো। এই সঙ্গে সঙ্গে বেকার ও উমেদারী হালোতের দু এক জন ভদ্র লোক মোসাহেব, তকমা আরদলী ওহদ্দকরা দেখা যেতে লাগ্লো। ক্রমে কলে, কৌশলে, বেনেতী বেসাতে,টাকা খাটিয়ে অতি অল্প দিন মধ্যে কলিকাতা সহরে কতকগুলি ছোট লোক বড়মানুষ হন। রামলীলে, স্নানযাত্রা, চড়ক, বেলুন ওড়া, বাজি ও ঘোড়ার নাচ এঁরাই রেখেচেন— প্রায় অনেকেরই এক একটি পোষা পাশ বালিস আছে— "যে আজ্ঞে" ও "হুজুর আপনি যা বল্চেন, তাই ঠিক" বলবার জন্যে দুই এক গণ্ড মূর্খ বরাখুরে ভদ্র সন্তান মাইনে করা নিযুক্ত রয়েছে। শুভ কর্ম্মে দানের দফায় নবডঙ্কা। কিন্তু প্রতিবৎসরের গাড়েন ফিস্টের খরচে - চার পাঁচটা ইউনি-ভারসিটি ফাউণ্ড হয়।

কলকেতা সহরের আমোদ শিগ্গির ফুরায় না, বারই-য়ারি পূজোর প্রতিমা পূজো শেষ হলেও বারো দিনে ফ্যালা হয় না। চড়কও বাসী, পচা, গলা ও ধসা হয়েথাকে—সে সব বল্তে গেলে পুথী বেড়ে যায় ও ক্রমে তেতো হয়ে পড়ে, সুতরাং টাট্কা চড়ক টাট্কা টাট্কাই শেষ করা গেল।

এ দিকে চড়কতলায় টিনের ঘুরঘুরী, টিনের মহুরি দেওয়া তল্তা বাঁশের বাঁশী, হলদে রং করা বাঁখারির চড়ক গাছ, ছেড়া ন্যাকড়ার তইরি গুরিয়া পুতুল, শোলার নানা প্রকার খেলনা, পেল্লাদে পুতুল, চিত্তির করা হাড়ি বিক্রি কত্তে বসেচে "ড্যানাক ড্যানাক ড্যাডাং ড্যাং চিজ্গিড়ি মাছের দুটো ঠ্যাং" ঢাকের বোল বাজ্চে। গোলাপি খিলির দোনা বিক্রী হচ্চে। এক জন চড়কী পিঠে কাঁটা ফুড়ে নাচ্তে নাচ্তে এসে চড়ক গাছের সঙ্গে কোলাকুলি কল্লে - মৈয়ে করে তাকে

উপবে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগলো। সকলেই আকাশ পানে চডকীর পিঠের দিকে চেয়ে রইলেন। চড়কী প্রাণপণে দড়ি ধরে কখন ছেড়ে পা নেড়ে ঘুত্তে লাগ্‌লো। কেবল "দে পাক দে পাক" শব্দ কারু সর্ব্বনাশ কারু পৌষ মাস! এক জনেব পিঠ ফুড়ে ঘোরান হচ্চে, হাজার লোক মজা দেক্‌চেন।

পাঠক! চডকের যথাকথঞ্চিৎ নক্‌সাব সঙ্গে কলিকাতার বর্ত্তমান সমাজেব ইন্‌সাইট জান্‌লে, ক্রমে আমাদেব সঙ্গে যত পরিচিত হবে, ততই তোমার বহুজ্ঞতার বৃদ্ধি হবে, তাতেই প্রথমে কোট করা হয়েছে "সহব শিখাওয়ে কোতোয়ালী।"

কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা।

" And these what name or titl e'er they bear,
——————————— I *speak of all*—"
BEGGARS BUSH,

সোখীন চডক পার্ব্বণ শেষ হলো বলেই যেন দুঃখে সজনে খাডা ফেটে গেলেন। রাস্তার ধূলো ও কাঁকরেরা অস্থিব হয়ে বেড়াতে লাগ্‌লো। ঢাকিবা ঢাক ফেলে জুতো গডতে আরম্ভ কল্লে। বাজারে দুদ সস্তা হলো (এত দিন গয়লাদের জল মেশাবার অবকাশ ছিল না) গন্ধবেণে ভালুকের বোঁ বেচতে বসে গেলেন। ছুতরেবা গুলদাব ঢাকাই উড়ুনিতে কাঠেব কুচো বাঁদতে আরম্ভ কল্লে। জন্মফলারে যজমেনে বামুনেরা

আদ্য শ্রাদ্ধ, বাৎসরিক সপিণ্ডীকরণ টাঁকৃতে লাগ্‌লেন – তাই দেখে গরমি আর থাকৃতে পাল্লেন না "…র আগুন" "জলে ডোবা" ও "ওলাউঠো" প্রভৃতি নানা রকম বেশ ধরে চার দিকে ছোড়িয়ে পড়্‌লেন।

রাস্তার ধারের ফোড়ের দোকান, পচা নিচু ও আঁবে ভরে গ্যালো। কোথাও একটা কাঁটালের ভুঁত্‌ড়ির উপর মাচি ভ্যান ভ্যান কচ্চে, কোথাও কতকগুলো আঁবের আঁটি ছড়ান রয়েছে, ছেলেরা আঁটি ঘসে ভেঁপু করে বাজাচ্চে। মধ্যে এক পসলা বিষ্টি হোয়ে যাওয়ায় চিৎপুরের বড় রাস্তা কলাবের পাতের মত দ্যাখাচ্চে – কুটিওয়ালারা জুতো হাতে করে বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার নীচে আর রাস্তার ধারের বেণের দোকানে দাঁড়িয়ে আছেন, – আজ ছক্কড় মহলে পোহাবারো কলকেতার কেরাঞ্চি গাড়ি বেতো রোগীর পক্ষে বড় উপকারক, (গ্যাল ব্যানিক সকের) কাজ করে। সেকেলে আসমানি দোলদার ছক্কড় যেন হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই কলকেতা থেকে গাঢাকা হয়েচে – কেবল দুই একখানা আজও খিদিরপুর, ভবানীপুর, কালিঘাট, আর বারাসতের মায়া ত্যাগ কত্তে পারে নি বলেই আমরা কখন কখন দেখতে পাই।

"চারআনা!" "চারআনা।" "লালদিকি!" "তেরজুরী।" "এসো গো বাবু ছোট আদালত"! বলে গাড়োয়ানরা সৌখীন সুরে চীৎকার কচ্চে, – নবস্কাগমনের বউএর মত দুই এক কুটিওয়ালা গাড়ির ভিতর বসে আচেন – সঙ্গি জুটচে না। দুই এক জন গবর্মেন্ট আপিসের ক্যারাণি গাড়োয়ানদের সঙ্গে দরের কসাকসি কচ্চেন। অনেকে চটে হেঁটেই চল্লেচেন, – গাড়োয়ানরা হাসি টিটকিরির সঙ্গে "তবে ঝাকা মুটেয় যাও, তোমাদের গাড়ি চড়া কর্ম্ম নয়"! কম্প্লিমেন্ট দিচ্চে।

দশটা বেজে গ্যাচে। ছেলেরা বই হাতে করে রাস্তায় হো হো কত্তে কত্তে স্কুলে চলেচে। মৌতাতি বুড়োরা তেল মেখে গামছা কাঁদে করে আফিমের দোকান গুলির আড্ডায় জমচেন। হেটো ব্যাপারিরে বাজারে ব্যাচা কেনা শেষ করে খালি বাজরা নিয়ে ফিরে যাচ্চে। কলকেতা সহর বড়ই গুলজার,—গাড়ির হররা সহিসের পয়িস পয়িস শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেঁপে উঠ্‌চে—বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা কথা নয়।

বীরকৃষ্ণ দাঁর ম্যানেজার কানাইধন দত্ত এক নিমখাসা রকমের ছকড় ভাড়া করে বারোইয়ারি পূজার বার্ষিক সাদতে বেরিয়েচেন।

বীরকৃষ্ণ দাঁ কেবল চাঁদ দাঁর পুষ্যিপুত্তুর, হাটখোলায় গদি; দশ বারটা খন্দ মালের আড়ত, বেলেঘাটায় কাটের ও চূণের পাঁচ খান গোলা, নগদ দশ বার লাক টাকা দাদন ও চোটায় খাটে। কোম্পানির কাগজেরও মধ্যে মধ্যে লেন দেন হয়ে থাকে, বার মাস প্রায় সহরেই বাস, কেবল পুজোর সময় দশ বার দিনের জন্য বাড়ি যেতে হয়, এক খানি বগি, একটি লাল ওয়েলার, একটি রাঁড়, ছুটি তেলি মোসাহেব, গড়পারে বাগান ও ছ ডেঁড়ে এক ভাউলে ব্যাভার আয়েস ও উপাসনার জন্যে নিয়ত হাজির।

বীরকৃষ্ণ দা শ্যামবর্ণ, বেঁটে খেঁটে রকমের মানুষ, নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ি, হাতে সোণার তাগা, কোমরে মোটা সোণার গোট, গলায় এক ছড়া সোণার দু-নর হার, আহ্নিকের সময় খ্যালবার তাসের মত চ্যাটালো সোণার ইষ্টি কবচ পরে থাকেন, গঙ্গাস্নানটি প্রত্যহ হয়ে থাকে, কপালে কণ্ঠায় ও কাণে ফোঁটাও ফাঁক যায় না। দাঁ মহাশয় বাঙলা ও

ইংরাজি নাম সই কত্তে পারেন ও ইংরেজ খদ্দেব আসা যাওয়ায় ও দু চার ইংরাজি কোম্পানির কনট্র্যাক্‌টে " কম" আইস " গো, " যাও প্রভৃতি দুই এক ইংরাজি কথাও আসে, কিন্তু দাঁ মহাশয়কে বড় কাজ কর্ম্ম দেখ্‌তে হতো না, কানাই ধন দত্তই তাঁব সব কাজ কর্ম্ম দেখ্‌তেন, দাঁ মশায় টানা পাখায় বাতাস খেয়ে, বগি চড়ে, আর এসরাজ বাজিয়েই কাল কাটান।

বার জনে একত্র হয়ে কালী বা অন্য দেবতাব পূজা করার প্রথা মরক হতেই সৃষ্টি হয—ক্রমে সেই অবধি "মা" ভক্তি ও শ্রদ্ধাব অনুরোধে ইযাবদলে গিয়ে পড়েন। মহাজন, গোলদাব দোকানদার হেটোরাই বারোইয়ারি পূজোর প্রধান উদ্যোগী। সম্বৎসব যার যত মাল বিক্রী ও চালান হয়, মন পিছু এক কড়া, দু কড়া ও পাঁচ কড়ার হিসাবে বারোইয়ারি খাতে জমা হয়ে থাকে, ক্রমে দুই এক বৎসবেব দস্তুরি বারই-য়ারি খাতে জমলে মহাজনদেব মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু ও ইয়ার গোচের সৌখীন লোকের কাছেই ঐ টাকা জমা হয়, তিনি বাবোইয়ারি পূজোর অধ্যক্ষ হন—অন্য চাঁদা আদায় করা, চাঁদার জন্য ঘোবা ও বারোইয়াবি সং ও রং তামাসাব বন্দোবস্ত করাই তাঁর ভাব হয়।

এবার ঢাকাব বীরকৃষ্ণ দাঁই বারোইয়াবিব অধ্যক্ষ হযে-ছিলেন, সুতবাং দাঁ মহাশয়ের আমমোক্তাব কানাইধন দত্তই বারোইয়ারিব বার্ষিক সাদা ও আর আর কাযের ভাব পেয়েছিলেন।

দত্ত বাবুব গাড়ি রুনু রুনু ছুনু ছুনু কবে সুড়ি ঘাটালেনের এক কাযস্থ বড় মানুষের বাড়ীর দরজায় লাগ্‌লো। দত্ত বাবু তড়াক করে গাড়ি থেকে লাপিয়ে পড়ে দরোয়ানদের কাছে

উপস্থিত হলেন। সহরের বড় মানুষের বাড়ীর দরোয়ানরা খোদ হজুর ভিন্ন নদের রাজা এলেও খবর নদারক। "হোবির বক্‌সিস্" "দুর্গোৎসবের পার্ব্বণী" "রাখী পূর্ণিমার প্রণামি" দিয়েও মন পাওয়া ভার! দত্তবাবু অনেক ক্লেশের পর চার আনা কবুলে এক জন দরোয়ানকে বাবুকে এৎলা দিতে সম্মত কল্লেন। সহরের অনেক বড় মানুষের কাছে "কর্জ্জ দেওয়া টাকার সুদ" বা তাঁর "পৈতৃক জমিদারী" কিনতে গেলেও বাবুর কাছে এৎলা হলে হুজুরের হুকুম হলে লোক যেতে পায়; কেবল দুই এক জায়গায় অবারিত দ্বার। এতে বড় মানুষদেরো বড় দোষ নাই "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" "উমেদার" "কন্যাদায়" "আইবুড়ো" ও "বিদেশী ব্রাহ্মণ" ভিক্ষুকদের জ্বালায় সহরে বড়মানুষদের স্থির হওয়া ভার। এঁদের মধ্যে কে মৌতাতের টানাটানীর জ্বালায় বিব্রত, কে যথার্থ দায়গ্রস্ত, এপিডেপিট্ কল্লেও বিশ্বাস হয় না। দত্ত বাবু আধ ঘণ্টা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন, এর মধ্যে দশ বারো জনকে পরিচয় দিতে হলো, তিনি কিসের জন্যে হজুরে এসেচেন—ও দুই একটা বেয়াড়া রকমের দরোয়ানি ঠাট্টা খেয়ে গরম হচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর চার আনা দাক্ষুনে দরোয়ান ঢিকুতে ঢিকুতে এসে তাঁরে সঙ্গে করে নিয়ে হজুরে পেস কল্লে।

পাঠক। বড়মানুষের বাড়ীর দরওয়ানের কথায়, এই খ্যানে আমাদের একটি গল্প মনে পড়ে গেল, সেটি না বল্লেও থাকাযায় না।

বছর দশ বারো হলো, এই সহরের বাগবাজার অঞ্চলের এক জন ভদ্র লোক তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে গুটিকত ফ্রেণ্ডকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। জন্মতিথিতে

আমোদ করা হিন্দুদের ইংরেজদের কাপি কিম্বা প্রথা নয়, আমরা পুরুষ পরম্পরা জন্মতিথিতে গুড় দুধ খেয়ে তিল বুনে মাছ ছেড়ে (যার যেমন প্রথা) নতুন কাপড় পরে প্রদীপ জ্বেলে, শাঁক বাজিয়ে আইবুড় ভাত খাবার মত— কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে ভোজন করে থাকি। তবে আজ কাল সহরের কেউ কেউ জন্মতিথিতে বেতর গোছের আমোদ করে থাকেন। কেউ ষেটের কোলে ষাট বৎসরে পদার্পণ করে আপনার জন্মতিথির দিন গ্যাসের আলোর গেট, নাচ ও ইংরেজদের খানা দিয়ে চোহেলের একশেষ করেন, অভিপ্রায় আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, তিনি আর ষাট বছর এমনি করে আমোদ কত্তে থাকুন, চুলে ও গোঁপে কলপ দিয়ে জরির জামা ও হীরের কণ্ঠী পরে নাচ দেখ্‌তে বসুন,—প্রতিমে বিসর্জ্জন—স্নানযাত্রা ও রতে বাহার দিন। অনেকের জন্মতিথিতে বাগান টের পান যে, আজ্ বাবুর জন্মতিথি, নেমন্তন্নেদের গা সার্‌তে আফিসে এক হপ্তা ছুটি নিতে হয়। আমাদের বাগ্বাজারের বাবু সে রকমের কোন দিকেই যান নি, কেবল গুটিকতক কে ওকে ভাল করে খাওয়াবেন, এই তাঁর মতলব ছিল। এ দিকে ভোজের দিন নেমন্তন্নেরা এসে একে একে জুট্‌লেন, খাবার দাবার জফলি প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সে দিন সকালে বাদলা হওয়ায় মাছ পাওয়া যায় নি। বাঙ্গালিদের মাছটা প্রধান খাদ্য, সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তা মাছের জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হতে লাগ্‌লেন, নানা স্থানে মাছের সন্ধানে লোক পাঠিয়ে দিলেন—কিন্তু কোন রকমেই মাছ পাওয়া গেল না—শেষ এক জন জেলে একটা সের দশ বারো ওজনের রুইমাছ নিয়ে উপস্থিত হল। মাছ দেখে কর্ম্মকর্ত্তার খুসীর আর সীমা রইলো না। জেলেরে

দাম বল্‌বে, তাই দিয়ে মাছটি নেওয়া যাবে মনে করে জেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন " বাপু এটির দাম কি নেবে? ঠিক বল, তাই দেওয়া যাবে" জেলে বল্লে মশাই। " এর দাম বিশ ঘা জুতো।" কর্ম্মকর্ত্তা " বিশঘা জুতো!" শুনে অবাক হয়ে রইলেন, মনে কল্লেন, জেলে বাঁদলা পেয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে, না হয়ত পাগল, কিন্তু, জেলে কোন ক্রমেই বিশঘা জুতো ভিন্ন মাছটি দেবে না, এই তার পণ হলো। নিমন্ত্রে বাড়ির কর্ত্তা ও চাকরবাকরেরা জেলের এ আশ্চর্য্য দাম শুনে তাবে কেউ পাগল কেউ মাতাল বলে ঠাট্টা মস্‌করা কত্তে লাগ্‌লো, কিন্তু কোন রকমেই জেলের গোঁ ঘুচ্‌লো না। শেষে কর্ম্মকর্ত্তা কি করেন, মাছটি নিতেই হবে, আস্তে আস্তে জেলেকে বিশঘা জুতো মাত্তে রাজি হলেন. জেলেও অম্লান বদনে পিট পেতে দিলে। দশঘা জুতো জেলের পিটে পড়বামাত্র, জেলে " মশাই! একটু থামুন, আমার এক জন অংশীদার আছে, বাকি দশঘা সেই খাবে, সে আপনার দরওয়ান দরজায় বসে আছে, তারে ডেকে পাঠান, আমি যখন বাড়ির ভিতর মাছ নিয়ে আস্‌ছিলাম, তখন মাছের অর্দ্ধেক দাম না দিলে আমারে ঢুক্‌তে দেবে না বলেছেল, সুতরাং -আমিও অর্দ্ধেক বক্‌রা দিতে রাজি হয়ে ছিলাম।" কর্ম্মকর্ত্তা তখন বুঝ্‌তে পাল্লেন, জেলে কিজন্য মাছের দাম বিশঘা জুত চেয়ে ছিলো। দরয়ানজীকে দরজায় বসে আর অধিকক্ষণ জেলের দামের বক্‌রার জন্য প্রতীক্ষে করে থাক্‌তে হলো না; কর্ম্মকর্ত্তা তখনি দরওয়ানজীকে জেলের বিশঘার অংশ দিলেন। পাঠক। বড়মানুষেরা এই উপন্যাসটি মনে রাখ্‌বেন।

হজুর দেড়হাত উঁচু গদির উপরে তাকিয়ে ঠেস দিয়ে

রয়ে আছেন গা আঙ্গুল! পাশে মুন্‌সি মশায় চস্‌মা চোকে দিয়ে পেস্কারের সঙ্গে পরামর্শ কচ্চেন—সামনে কতকগুলো খোলা খাতা ও এক ঝুড়ি চোতা কাগজ আর এক দিকে চার পাঁচ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাবুকে "ক্ষণজন্মা" "যোগভ্রষ্ট" বলে তুষ্ট কর্‌বার অবসর খুঁজচেন। গদির বিশহাত অন্তরে দুজন বেকার "উমেদার" ও এক জন বৃদ্ধ "কন্যাদায়" কাঁদো কাঁদো মুখ করে ঠিক্ "বেকার" ও "কন্যাদায়" হালতের পরিচয় দিচ্চেন। মোসাহেবরা খালি গায়ে ঘুব ঘুব কচ্চেন, কেউ হজুরের কাণে কাণে দুচার কথা কচ্চেন—হজুর ময়ূরহীন কার্ত্তিকের মত আড়ষ্ট হয়ে বসে রয়েছেন। দত্ত বাবু গিয়ে নমস্কার কল্লেন।

হজুর বারোইয়ারি পূজার বড় ভক্ত, পুজোর কদিন দিবা-রাত্রি বারইয়ারি তলাতেই কাটান, ভাগ্‌নে, মোসাহেব জামাই ও ভগিনীপতিরা বারোইয়ারির জন্য দিনরাত শশ-ব্যস্ত থাকেন।

দত্ত বাবু বারোইয়ারি বিষয়ক নানা কথা কয়ে হজুরি সরিস্ক্রিপ্‌সন্‌ হাজার টাকা নিয়ে বিদেয় নিলেন, পেমে-ন্টের সময় দাওয়ানজী শতকরা দুটাকার হিসাবে দস্তুরী কেটে ন্যান, দত্তজা ঘরপোড়া কাটের হিসাবে ও দাওয়ান-জীকে খুসি রাখ্‌বার জন্য তাতে আর কথা কইলেন না। এ দিকে বাবু বারোইয়ারি পুজোর ক রাত্তির কোন্ কোন্ রকম পোসাক পর্‌বেন, তারই বিবেচনায় বিব্রত হলেন।

কানাই বাবু বারোইয়ারি বই নিয়ে না খেয়ে বেলা দুটো অবধি নানা স্থানে ঘুরলেন, কোথাও কিছু পেলেন, কোথাও মস্ত টাকা সই মাত্র হলো (আদায় হবে না তার ভয়

নাই) কোথাও গলা ধাক্কা, তামাশা ও ঠোনাটা ঠানাটাও সইতে হলো।

বিশ বচ্ছর পুর্ব্বে কল্লকেতাব বারোইয়ারি চাঁদা সাদারা প্রায় দ্বিতীয় অষ্টমের পেয়াদা ছিলেন—ব্রহ্মত্তর জমীর খাজনা সাদার মত লোকের উনোনে পা দিয়ে টাকা আদায় কত্তেন—অনেকে চোটের কথা কয়ে বড়মানুষেদের তুষ্ট কবে টাকা আদায় কত্তেন।

একবার এক বারোইয়ারি একচক্ষু কাণা এক সোণার বেণের কাছে চাঁদা আদায় কত্তে যান, বেণে বাবু বড়ই কৃপণ ছিলেন, "বাবার পরিবারকে" (অর্থাৎ মাকে) ভাত দিতেও কষ্ট কত্তেন, তামাক খাবার পাতের শুক্র নলগুলি জমিয়ে বার্ তেন্ এক বৎসরের হলে ধোবাকে বিক্রী কত্তেন, তাতেই পরিবারের কাপড় কাচার দাম উসুল হতো। বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা বেণে বাবুব কাছে চাঁদার বই ধল্লে তিনি বড়ই রেগে উঠ্ লেন ও কোনমতে এক পয়সাও বারোইয়ারিতে বেজায় খরচ কত্তে রাজি হলেন না, বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা ঠাউরে ঠাউরে দেখ্ লেন, কিন্তু বাবুর বেজায় খরচের কিছুই নিদর্শন পেলেন না—তামাক গুলি পাকিয়ে কোম্পানির কাগজের সঙ্গে বাক্সমধ্যে রাখা হয়—বালিসের ওয়াড়, ছেলেদের পোসাক, বেণে বাবু অবকাশমত স্বহস্তেই সেলাই করেন—চাকরদের কাছে (এক জন বুড়ো উড়েমাত্র) তামাকের গুল, মুড়ো খেংরার দিনে দুবার নিকেশ নেওয়া হয়—ধুতি পুরণো হলে বদল দিয়ে বাসন কিনে থাকেন—বেণে বাবুর ত্রিশলক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ ছিল, এ সওয়ায় তার সুদ ও চোটায় বিলক্ষণ দশটাকা আস্ তো, কিন্তু তার এক পয়সা খরচ কত্তেন না। (পৈতৃক পেসা)

খাটি টাকায় মাকু চালিয়ে যা রোজগার কত্তেন, তাতেই সংসার নির্ব্বাহ হতো; কেবল বাজে খরচের মধ্যে একটা চক্ষু, কিন্তু চসমায় দুখানি পরকোলা বসান, তাই দেখে বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা ধরে বসলেন "মশাই। আপনার বাজে খরচ ধরা পড়েচে, হয় চসমাখানির একখানি পরকোলা খুলে ফেলুন, নয় আমাদের কিছু দিন। " বোস বাবু এ কথায় খুসি হলেন, শেষে অনেক কষ্টে দুটি সিকি পর্য্যন্ত দিতে সম্মত হয়েছিলেন।

আর এক বার এক দল বারোইয়ারি পুজোর অধ্যক্ষ সহরের সিংগি বাবুদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত, সিংগি বাবু সে সময় আফিসে বেরুচ্ছিলেন, অধ্যক্ষরা চার পাঁচ জনে তাঁহাকে ঘিরে ধরে "ধরেছি" "ধরেছি" বলে চেঁচাতে লাগ্‌লেন। রাস্তায় লোক জমে গ্যালো সিংগি বাবু অবাক—ব্যাপারখানা কি? তখন এক জন অধ্যক্ষ বল্লেন, "মহাশয়। আমাদের অমুক জায়গায় বারোইয়ারি পুজোয় মা ভগবতী সিংগির উপর চড়ে কৈলাশ থেকে আস্‌ছিলেন, পথে সিংগির পা ভেঙ্গে গ্যাছে; সুতরাং তিনি আর আস্‌তে পার্চ্চেন না, সেই খানেই রয়েছেন; আমাদের স্বপ্ন দিয়েছেন, যে যদি আর কোন সিংগির যোগাড় কত্তে পার, তা হলেই আমি যেতে পারি। কিন্তু মহাশয়! আমরা আজ এক মাস নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্চি, কোথাও আর সিংগির দেখা পেলাম না, আজ ভাগ্য ক্রমে আপনার দেখা পেয়েচি, কোন মতে ছেড়ে দেবো না—চলুন! যাতে মার আসা হয়, তারই তদ্‌বির কর্‌বেন।" সিংগি বাবু অধ্যক্ষদের কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বারোইয়ারি চাঁদায় বিলক্ষণ দশটাকা সাহায্য কল্লেন।

এ ভিন্ন বারোইয়ারি চাঁদা সাধারণ বিষয় নানা উদ্ভট

কথা আছে, কিন্তু এখানে সে সকল উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন।" পূর্ব্বে চুঁচড়োর মত বারোইয়ারি পুজো আর কোথাও হতো না, "আচাভো" "বোম্বাচাক" প্রভৃতি সং প্রস্তুত হতো; সহরের ও নানা স্থানের বাবুরা বোট, বজরা, পিনেস ও ভাউলে ভাড়া করে সং দেখ্‌তে যেতেন; লোকের এত জনতা হতো যে, কলাপাত এক টাকায় একখানি বিক্রি হয়েছিলো, চোরেরা আণ্ডীল হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু গরিব দুঃখী গেরস্তোর হাঁড়ি চড়েনি। গুপ্তিপাড়া, কাচড়াপাড়া, শান্তিপুর, উলো প্রভৃতি কলকেতার নিকটবর্ত্তী পল্লিগ্রামে কবার বড় ধুম করে বারোইয়ারি পুজো হয়েছিলো। এতে টক্করা টক্করিও বিলক্ষণ চলেছিলো। একবার শান্তিপুর-ওয়ালারা পাঁচলক্ষ টাকা খরচ করে এক বারোইয়ারি পুজো করেন, সাত বৎসর ধরে তার উজ্জুগ হয়, প্রতিমেখানি ষাট হাত উঁচু হয়েছিল, শেষে বিসর্জ্জনের দিনে প্রত্যেক পুতুল কেটে কেটে বিসর্জ্জন কত্তে হয়। তাতেই গুপ্তিপাড়া-ওয়ালারা "মার" অপঘাত মৃত্যু উপলক্ষে গণেশের গলায় কাচা বেঁদে এক বারোইয়ারি পুজো করেন, তাতেও বিস্তর টাকা ব্যয় হয়।

এখন আর সে কাল নাই, বাঙ্গালি বড় মানুষদের মধ্যে অনেকে সভ্য হয়েচেন। গোলাপজল দিয়ে জলশৌচ, ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরা, মুক্ত ভস্মের চুণ দিয়ে পান খাওয়া আর শোনা যায় না। কুকুরের বিয়েয় লাক টাকা খরচ, যাত্রায় নোট প্যালা, তেল মেখে চার ঘোড়ার গাড়ি চড়ে ভেঁপু বাজিয়ে স্নান কত্তে যাওয়া সহরে অতি কম হয়ে পড়েচে। আজ্ঞা হুজুর উচ্‌গাদি কার্ত্তিকের মত বাউরি চুল, এক পাল ববাখুরে মোসাহেব, রক্ষিত বেশ্যা অর

পাকান 'কাছা——জলস্তম্ভ আর ভূমিকম্পোর মত "কখ-নোবি" পাল্লায় পড়েছে।

কায়স্থ ব্রাহ্মণ বড মানুষ (পাড়াগেঁয়ে ভূতেরা ছাড়া) প্রায় মাইনে করা মোসাহেব রাখেন না; কেবল সহরে দু চার বেণে বড মানুষই মোসাহেবদের ভাগ্যে সুপ্রসন্ন। বুক ফোলান, বাঁকা শিতি, পইতের গোচ্ছা গলায়, কুঁচের মত চক্ষু লাল, কাণে তূলোয় করা আতর, (লেখা পড়া সকল বকমই জানেন, কেবল বিস্মৃতিক্রমে বর্ণ পরিচয়টি হয় নাই) আমরা খালি সোণার বেণে বড মানুষ বাবুদের মজলিশে দেখ্‌তে পাই।

মোসাহেবী পেসা উঠে গেলেই "বাবোইয়াবি" "খেমটা" "চোহেল" ও "ফরবার" লাঘব হবে সন্দেহ নাই।

সন্ধ্যা হয় হয় হয়েচে—গয়লারা দুদের হাঁড়া কাঁদে করে দোকানে যাচ্চে। মেচুনীরে আপনার পাটা, বটি ও চুবড়ি ধুয়ে প্রদীপ সাজাচ্চে। গ্যাসের আলো জ্বালা মুটেরা মৈ কাঁদে করে দৌড়ুচ্চে - থানার সামনে পাহারাওলাদের প্যারেড (এঁরা লড়াই করবেন, কিন্তু মাতাল দেখে ভয় পান) হয়ে গিয়েচে। ব্যাঙ্কের ভেটো কেরানীরে ছুটি পেয়ে-চেন। আজ এ সময় বীরকৃষ্ণ দাঁর গদিতে বড ধুম—অধ্য ক্ষরা একত্র হয়ে কোন্ কোন্ রকম সং হবে, কুমোরকে তারি নমুনো দেখাবেন, কুমোর নমুনো মত সং তৈয়ের কর্‌বে, দাঁ মহাশয় ও ম্যানেজার কানাইধন দত্তজা নমুনোর মুখপাত!

ফৌজদুরী বালাখানা থেকে ভাড়া করে এনে কুড়িটি বেল লাণ্ঠন (রং বেরং—সাদা, গ্রিন, লাল) টাঙ্গান হয়েচে। উঠোনে প্রথমে খড়, তার উপর দরমা, তার উপর মাঁদরাজি

খেবোব জাজিম হাস্‌চে। দাঁড়িপাল্লা, চ্যাটা, কুলো ও চালুনীরে গণি ব্যাগ ও ছেঁড়া চটের আস পাশ থেকে উঁকী ঝুকী মাচ্চে—আজ তাবা ঘরজামাই ও অন্নদাস ভাগ্‌নেদের দলে গণ্য।

বীবকৃষ্ণ বাবু ধুপছায়া চেলীব জোড় ও কলাব কপ ও প্লেটওয়ালা (ঝাড়েব গেলাপেব মত) কামিজ ও ঢাকাই ট্যারচা কাজের চাদরে শোভা পাচ্চেন, রুমালটি কোমবে বাঁধা আচে-সোণাব চাবিব শিকলী কোঁচা কামিজেব উপব ঘড়িব চেনেব অর্দ্ধেক এটিং হয়েচে।

পাঠক। নবাবী আমল শীতকালের সূর্য্যের মত অস্ত গ্যালো। মেঘান্তেব বৌদ্রেব মত ইংবাজদেব প্রতাপ বেড়ে উঠ্‌লো। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবো মুনসী, ছিবে বেণে, ও পুঁটে তেলি রাজা হলো। সেপাই পাহারা, আসা সোটা ও রাজা খেতাপ, ইণ্ডিয়া ববরেব জুতো ও শান্তিপুরেব ডুবে উড়্‌নিব মত, রাস্তায় পাদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌লো। কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমাব, জগৎশেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘব উৎসন্ন যেতে লাগ্‌লো, তাই দেখে হিন্দুধর্ম্ম, কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ, পরোপকাব ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো। হাফ আখ্‌ড়াই, ফুল আখড়াই, পাঁচালি ও যাত্রার দলেবা জন্ম গ্রহণ কল্লে। সহবেব যুবকদল গোখুরী ঝকমারী ও পক্ষির দলে বিভক্ত হলেন। টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠ্‌লেন। রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগ্‌দি, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কল্‌কেতাব কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও সহবের প্রধান হয়ে উঠ্‌লো। এই সময়ে হাফ আখড়াই ও ফুল আখ্‌ড়াই

সৃষ্টি হয় ও সেই অবধি সহরের বড় মানুষরা হাফ আখ্-ড়াইয়ে আমোদ কত্তে লাগ্‌লেন। শামবাজার, রামবাজার, চক ও সাঁকোর বড় বড় নিষ্কর্ম্মা বাবুরো এক এক হাফ আখড়াই দলের মুরুব্বী হলেন। মোসাহেব, উমেদার, পাড়া ও দলস্থ গেরস্ত গোছ হাড়হাবাতেরা সৌখিন দোহ-রের দলে মিশলেন। অনেকের হাফ আখ্‌ড়াইয়ের পুণ্যে চাকরী জুটে গ্যালো। অনেকে পূজুরী দাদা ঠাকুরের অবস্থা হতে একেবারে আমীর হয়ে পড়্‌লেন—কিছু দিনের মধ্যে তক্‌মা, বাগান, জুড়ী ও বালাখানা বনে গ্যালো।

আমরা পূর্ব্বে পাঠকদের যে বারইয়ারি পূজার কথা বলে এসেচি, বীরকৃষ্ণ দাঁর উজ্জুগে প্রথম রাত্তির বারোইয়ারি তলায় হাফ আখ্‌ড়াই হবে, তার উজ্জুগ হচ্চে।

ধোপাপুকুর লেনের দুইয়ের নম্বর বাড়িটীতে হাফ আখ্-ড়াইয়ের দল বসেচে—বীরকৃষ্ণ বাবু বগীচড়ে প্রত্যহ আড্-ডায় এসে থাকেন দোয়ারেরা কুটি থেকে এসে হাত মুখ ধুয়ে জলযোগ করে রাত্তির দশটার পর একত্রে জমেযাং হন—ঢাকাই কামার, চাসা ধোপা, পুঁটে তেলি ও ফলারে বামুনই অধিক। মুখুয্যেদের ছোট বাবু অধ্যক্ষ। ছোট বাবু ইয়ারের টেক্কা, বেশ্যার কাছে চিড়িয়ার গোলাম ও নেসায় শিবের বাবা। শরীর ডিগডিকে, পইতে গোচ্ছা করে গলায়, দাঁতে মিশি, প্রায় আধ হাত চেটালো কালা ও লালপেড়ে চক্রবেড়ের ধুতি পরে থাকেন। ডেড়ভরি আফিম, ডেড়শ ছিলিম গাঁজা ও এক জালা তাড়ী রোজকী মৌতাতের উট্‌নো বন্দবস্ত। পাল্‌পার্ব্বণে ও শনিবারে বেশী মাত্রায় চড়ান।

অমাবস্যার রাত্তির—অন্ধকারে ঘুরঘুটী—গুড় গুড় করে

নড়্‌চে না – মাটি থেকে যেন আগুনের তাপ বেরুচ্চে — পথিকেরা এক এক বার আকাশ পানে চাচ্চেন, আর হুন্‌ হুন্‌ করে চলেচেন – কুকুরগুলো খেউ খেউ কচ্চে – দোকানীরে ঝাপতাড়া বন্ধ করে ঘরে যাবার উজ্জু্গ কচ্চে – গুড়ুম্‌ করে নটার তোপ পড়ে গ্যালো। খোপাপুকুর লেনের দুই-য়ের নম্বরের বাড়িতে আজ বড়ই ধুম। ঢাকার বীরকৃষ্ণ বাবু, চক বাজারের প্যালানাথ বাবু, দলপতি বাবুরো ও দু চার গাইয়ে ওস্তাদরাও আস্‌বেন। গাওনার সুব বড় চমৎকার হয়েচে – দোয়ারবাও মিল ও তাল-দোরস্ত!

সময় কারুই হাত ধরা নয় – নদীর স্রোতের মত – বেশ্যার যৌবনের মত ও জীবের পরমায়ুর মত কারুই অপেক্ষা করে না। গির্জ্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে দশটা বেজে গ্যালো, সোঁ সোঁ করে একটা বড় ঝড় উঠ্‌লো – রাস্তার ধুলো উড়ে যেন অন্ধকার আরো বাড়িয়ে দিলে – মেঘের কড মড কড মড ডাক ও বিদ্যুতের চমকিতে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা মার কোলে কুণ্ডুলি পাকাতে আরম্ভ কল্লে – মুসলের ধারে ভারী এক পসলা বিষ্টি এলো।

এদিকে দুইয়ের নম্বরের বাড়িতে অনেকে এসে জমতে লাগ্‌লেন। অনেকে সকলের অনুরোধে ভিজে ঢ্যাপ ঢ্যাপে হয়ে এলেন। চারডেলে দিয়ালগিরিতে বাতি জ্বল্‌চে— মজলিস জক্‌ জক্‌ কচ্চে – পান, কলাপাতের এঁটো নল ও খেলো হুকোর কুরুক্ষেত্তর! মুখুয্যেদের ছোট বাবু লোকের খাতির কচ্চেন "ওরে" "ওরে" করে তাঁর গলা চিরে গ্যাচে। তেলি, ঢাকাই কামার ও চাসা খোপা দোযারেরা এক পেট ফির্নি, মেটো, ঘণ্টো ও আটা নেব্‌-ডান জুসে ফরসা ধুতি চাদরে ফিট্‌ হয়ে বসে আচেন –

অনেকেব চক্ষুবুজে এসেচে – বাতির আলো জোনাকি পোকার মত দেখ্‌ছেন ও এক একবার ঝিম্‌কিনি ভাংলে মনে কচ্চেন যেন উড়্‌চি। ঘরটি লোকারণ্য – খাতায় খাতায় ঘিরে বসে আছেন – থেকে থেকে ফক্‌কুড়ি টপ্‌পাটা চল্‌চে – অনেক সেয়ানা ফরমেসে জুতো যোড়াটি হয় পকেটে নয় পার নীচে বেথে চেপে বসেচেন – জুতো এমন জিনিস যে, দোয়ার দলের পরস্পবে বিশ্বাস নাই! চক বাজারের প্যালানাথ বাবুর অপেক্ষাতেই গাওনা বন্দ রয়েচে, তিনি এলেই গাওনা আরম্ভ হবে। দু একজন ধরতা দোয়ার প্যালানাথ বাবু আস্‌বার অপেক্ষায় থাকৃতে বেজার হচ্চেন – দু একজন "তাইত" বলে দাদার বোলে বোল দিচ্চেন, কিন্তু প্যালানাথ বাবু বারোইয়ারিব একজন প্রধান ম্যানেজাব, সৌখীন ও খোসপোসাকীর হদ্দ ও ইয়ারেব প্রাণ। সুতবাং কিছুক্ষণ তাঁব অপেক্ষা না কল্লে তাঁরে অপমান কবা হয় – ঝড়ই হক, বজ্রাঘাতই হক, আব পৃথিবী কেন রসাতলে যাক না, তাঁব এসব বিষযে এমনি সক্ যে, তিনি অবশ্যই আস্‌বেন।

ধরতা দোয়ার গোবিন্দ বাবু বিরক্ত হয়ে নাকী সুবে "মনালে বঁদিয়া" জিকুর টপ্‌পা ধবেচেন—গাঁজার হুকো এক বার এ থাকের পাশ মেরে ওথাকে গ্যালো। ঘরেব এক কোণে হুকো থেকে আগুন পড়ে যাওয়ায় সে দিকেব থাকেবা রল্লা করে উঠে দাঁড়িয়ে কোঁচা ও কাপড় ঝাড়্‌চেন ও কেমন কবে পড়্‌লো। প্রত্যেকে তারই পঞ্চাশ রকম ডিপোজিসন দিচ্চেন – এমন সময় একখান গাড়ি গড়্ গড়্ কবে এসে দবজায় লাগ্‌লো। মুখুয্যেদের ছোট বাবু মজ্‌লিস থেকে তড়াক্‌কবে লাপিয়ে উঠে বারেণ্ডায় গিয়ে "প্যালানাথ বাবু' প্যালানাথ বাবু এলেন" বল্লে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন – দোয়ারদলে

হুররে ও বৈ বৈ পড়ে গ্যালো—ঢোলে রং বেজে উঠ্‌লো। প্যালানাথ বাবু উপরে এলেন—সেকহ্যাণ্ড, গুড্ ইভনীং ও নমস্কারের ভিড় চুক্‌তে আদ ঘণ্টা লাগ্‌লো।

চকবাজারের বাবু প্যালানাথ একহারা বেঁটেখেঁটে মানুষ, গত বৎসর পঞ্চাশ পেরিয়েচেন, বাবু বড় হিন্দু—একাদশী, হরিবাসর ও রাধাষ্টমীতে উপোষ ও উত্থান ও শয়নে নিজ্জলা করে থাকেন, বাবুর মেজাজ গরিব। সৌখীনের রাজা! ১২১৯ সালে সাবরর্‌ন্ সাহেবের নিকট তিন মাসমাত্র ইংরিজি লেখা পড়া শিখেছিলেন, সেই সম্বলেই এত দিন চল্‌চে— সর্ব্বদা পোসাক ও টুপি পরে থাকেন, (টুপিটি এমনি হেলিয়ে হেলিয়ে পরা হয়ে থাকে যে, বাবুর ডান কাণ আচে কি না হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হয়) লক্ষ্ণৌ ফ্যাসানে (বাইয়ের ভেড়ুয়ার মত) চুড়িদার পায়জামা, বামজামা, কোমরে দোপটা ও বাঁকা টুপি তাঁর মনোমত পোসাক। প্যালানাথ বাবুর বাই ও খেমটা মহলে বড় মান! তাদের কোন দায় দফা পড়্‌লে বাবু আড় হয়ে পড়ে আফোতের তামাম করেন ও বাইয়ের অনুরোধে হিন্দুয়ানী মাথায় রেখে কাছা খুলে ফয়তা দেন ও বারইয়ারের নামে তসবি পড়েন! মোসলমান মহলেও বাবুর বিলক্ষণ প্রতিপত্তি! অনেক লক্ষ্ণৌএ পাতি ও ইরানী চাঁপদাড়ি বাবুর বুজরকি ও কেরামতের অনিয়ম এন-সাফ্ করে থাকেন। ইংরাজি কেতা বাবুর ভাল লাগে না; মনে করেন ইংরিজি লেখা পড়া শেখা শুদ্ধ্ কাজ চালাবার জন্য। মোসলমান সহবাসে প্রায় দিবা রাত্তির থেকে ঐ কেতাই এঁর বড় পচন্দ। সর্ব্বদাই নবাবি আমলের জাঁক জমক, নবাবি আমিরি ও নবাবি মেজাজের কথা নিয়ে নাড়া চাড়া হয়।

এ দিকে দোয়াররা নতুন স্বরের গান ধল্লেন। ধোপাপুকুর রন রন কত্তে লাগ্‌লো—ঘুমন্ত ছেলেরা মার কোলে চম্‌কে উঠ্‌লো—কুকুরগুলো খেউ খেউ করে উঠ্‌লো—বোধ হতে লাগ্‌লো যেন হাড়িরে গোটাকতক শুয়ার ঠেঙ্গিয়ে মার্‌চে! গাওনার নতুন স্বর শুনে সকলেই বড় খুসি হয়ে সাবাস! বাহবা! ও শোভাস্তরীব বৃষ্টি কত্তে লাগ্‌লেন—দোয়াররা উৎসাহ পেয়ে দ্বিগুণ চেঁচাতে লাগ্‌লো, সমস্ত দিন পরিশ্রম করে ধোপারা অঘোরে ঘুমুচ্ছিলো, গাওনার বেতরো আও য়াজে চম্‌কে উঠে খোঁটা ও দড়ি নিয়ে দৌড়ুলো! রাত্তির ছুটো পর্য্যন্ত গাওনা হয়ে শেষে সে রাত্তিরের মত বেদব্যাস বিশ্রাম পেলেন—দোয়ার, সৌখীন বাবু ও অধ্যক্ষরা অন্ধকারে অতি কষ্টে বাড়ি গিয়ে বিছানায় আড় হলেন।

এ দিকে বারোইয়ারি তলায় সংগডা শেষ হয়েচে। এক মাস মহাভারতের কথা হচ্ছিলো, কাল তাও শেষ হবে; কথক বেদীর উপর যেন বৃষোৎসর্গের ষাঁড়ের মত ও বলিদানের মহিষের মত মাথায় ফুলের মালা জড়িয়ে রসিকতার একশেষ কচ্চেন, মুল পুঁথির পানে চাওয়া মাত্র হচ্চে, বস্তুত যা বল্‌চেন, সকলি কাশিরাম খুড়োর উচ্ছিষ্ট ও কোনটা বা স্বপাক। কথকতা পেসাটা ভাল দিব্য জলখাবার, দিব্য হাতপাখার বাতাস, কেবল মধ্যে মধ্যে কোন কোন স্থলে আহার বিহারের আনুষঙ্গিক প্রহারটা সইতে হয়, সেইটেই মহান্‌ কষ্ট। পূর্ব্বে গদাধর শিরোমণি, রামধন তর্কবাগীশ, হলধর পঞ্চানন প্রভৃতি প্রধান প্রধান কথক ছিলেন, শ্রীধর অল্প বয়সে বিলক্ষণ খ্যাত হন। বর্ত্তমান দলে শাস্ত্রজ্ঞানের অপেক্ষা করেন না, গলাটা সাধা, চাণক্য শ্লোকের ছুআঁখর পাঠ, কীর্ত্তন অঙ্গের ছুটো পদাবলী মুখস্ত করেই মজুরা কত্তে বেরোন

ও বেদীতে বসে ব্যাস বধ করেন। কথা শোনবার ও সং দ্যাখ্‌বার জন্যে লোকের অসম্ভব ভিড় হয়েচে—কুমোর, ডাকওয়ালা ও অধ্যক্ষরা থেলো হুঁকোয় তামাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্চেন ও মিছেমিছি চেঁচিয়ে গলা ভাংচেন। বাজে লোকের মধ্যে দু এক জন আপনার আপনার কর্ত্তৃত্ব দেখাবার জন্যে "ফাং তফাং" কচ্চে, অনেকে গোছালো গোছের মেয়ে মানুষ দেখে সংএর তরজমা করে বোঝাচ্চেন। সংগুলি বর্দ্ধমানের রাজার বাংলা মহাভারতের মত, বুঝিয়ে না দিলে মর্ম্ম গ্রহণ করা ভার।

কোথাও ভীষ্ম শরশয্যায় পড়েচেন—অর্জ্জুন পাতালে বাণ মেরে ভোগবতীর জল তুলে খাওয়াচ্চেন। জ্ঞাতির পরাক্রম দেখে দুর্য্যোধন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েচেন। সংএদের মুখের ছাঁচ ও পোষাক সকলেরই এক রকম, কেবল ভীষ্ম দুদের মত সাদা, অর্জ্জুন ডেমার্টিনের মত কালো ও দুর্য্যোধন গ্রীন।

কোথাও নবরত্নের সভা—বিক্রমাদিত্য বত্রিশ পুতুলের সিংহাসনের উপর আফিমের দালালের মত পোসাক পরে বসে আচেন। কালিদাস, ঘটকর্পর, বরাহ, মিহির প্রভৃতি নবরত্নেরা চার দিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচেন—রত্নদের সকলেরই এক রকম ধুতি, চাদর ও টিকী, হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয় যেন এক দল অগ্রদানী ক্রিয়াবাড়ী ঢোকবার জন্য দরয়ানের উপাসনা কচ্চে।

কোথাও শ্রীমন্ত দক্ষিণ মশানে চৌত্রিশ অক্ষরে ভগবতীর স্তব কচ্চেন, কোটালরা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচে—শ্রীমন্তের মাথায় সালের সামলা, হাফ ইংরিজি গোছের চাপকান ও পায় জামা পরা, ঠিক যেন একজন হাইকোর্টের প্লীডার প্লিড কচ্চেন।

এক জায়গায় রাজসূয় যজ্ঞ হচ্চে—দেশ দেশান্তরের রাজারা চার দিকে ঘিরে বসেচেন—মধ্যে ট্যানা পরা হোতা পোতা বামুনরা অগ্নিকুণ্ডের চার দিকে বসে হোম কচ্চেন, রাজাদের পোসাক ও চেহারা দেখ্‌লে হঠাৎ বোধ হয় যেন, একদল দরওয়ান স্যাক্‌রার দোকানে পাহারা দিচ্চে!

কোন খানে রাম রাজা হয়েচেন—বিভীষণ, জাম্বুবান্, হনুমান ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা সহরে মুচ্ছুদ্দি বাবুদের মত পোসাক পরে চার দিকে দাঁড়িয়ে আছেন। লক্ষ্মণ ছাতা ধরেচেন—শত্রুঘ্ন ও ভরত চামর কচ্চেন রামের বাঁ দিকে সীতে দেবী, সীতের ট্যাড়চা সাড়ী, ঝাঁপটা ও ফিরিঙ্গি খোঁপার বেহদ্দ বাহার বেরিয়েচে!

বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন সং বড় চমৎকার?—বাবুর ট্যাসল দেওয়া টুপি, পাইনাপেলের চাপকান, পেটি ও সিলকের রুমাল, গলায় চুলের গার্ডচেন অথচ থাকবার ঘর নাই, মাসীর বাড়ী অন্ন লুসেন, ঠাকুর বাড়ী শোন, আর সেনেদের বাড়ী বসবার আড্ডা। পেট ভরে জল খাবারপয়সা নাই, অথচ দেশের রিফরমেসনের জন্যে রাত্তিরে ঘুম হয় না। (সসারির অভাবও ঘুম না হবার একটি প্রধান কারণ) পুলিস্ বড় আদালত, টাউন হল, টালার নিলেম, ছোট আদালতে দিনের ব্যালা ঘুরে বেড়ান, সন্ধ্যে ব্যালা ব্রহ্মসভায় মিটিং ও ক্লবে হাঁক ছাড়েন—গোয়েন্দাগিরী, দালালী, খোসামুদী ও ঠিকে রাইটরী করে যা পান, ট্যাসলওয়ালা টুপি ও পাইনাপেলের চাপকান রিপু কত্তে ও জুতো বুরুসেই সব ফুরিয়ে যায়? সুতরাং মিনি মাইনের স্কুল মাষ্টারী কখন কখন স্বীকার কত্তে হয়।

কোথাও অসৈরন সৈত্তে নারী সিকেয় বসে ঝুলে নবি সং—

অনৈবণ সইতে নারী মহাশয়, ইয়ং বাঙ্গালদেব টেবিলে খাওয়া, পেন্‌টুলন ও (ভয়ানক গরমিতেও) ববনাতের বিলাতি কট্‌ চাপকান পর্‌ণা। (বিলক্ষণ দেখতে পান) অথচ নাকে চসমা। রাত্তিবে খানায় পড়ে চুঁচো ধরে খান। দিনেব ব্যালা বিফরমেসনের স্পিচ্‌ কবেন দেখে—সিকেষ ঝুল্‌-চেন!

এসওয়ায় বারোইয়াবি তলায় "ভাল কত্তে পারবো না মন্দ কবেবো কি দিবি তা দে" "বুক ফেটে দরোজা" "ঘুটে পোড়ে গোবব হাসে" "খাঁদা পুত্তেব নাম পদ্মলোচন" "মদ খাওয়া বড় দায জাত থাকাব কি উপায়" "হাড় হাবাতে মিছবিব ছুরি" প্রভৃতি নানাবিধ সং হয়েচে; সে সব আর এখানে উত্থাপন কবার আবশ্যক নাই। কিন্তু প্রতিমের দু পাশে বকাধার্ম্মিক ও ক্ষুদ্র নবাবেব সং বড চমৎকাব হযেচে। বকা ধার্ম্মিকের শরীবটি মুচির কুকুরেব মত নুদুব নাদুব—ভুঁড়িটি বিলাতি কুমডোব মত—মাতায় কামান চৈতন ফক্কা ঝুটি কবে বাঁদা—গলায় মালা ও ছোট ঢাকের মত গুটি কতক সোণাব মাদুলি—হাতে ইষ্টি কবচ—চুলে ও গোঁপে কলপ দেওয়া—কালাপেডে ধুতি, রামজামা ও জরির বাঁকা তাজ—গত বৎসব আশী পেবিয়েচেন—অঙ্গ ত্রিভঙ্গ। কিন্তু প্রাণ হামাগুডি দিচ্চে। গেঁবস্তগোচের ভদ্র লোকের মেযে ছেলের পানে আড় চক্ষে চাচ্চেন—হবি নামেব মালার ঝুলিটি ঘুরুচ্চেন। ঝুলির ভিতব থেকে গুটিকতক টাকা বেমালুম আওয়াজে লোভ দেখাচ্চে।

ক্ষুদ্র নবাব—ক্ষুদ্র নবাব দিব্যি দেখতে—দুদে আলতার মত বং—আলবর্ট ফেসানে চুল ফেরানো—চীনের শূয়াবের মত—শরীরটি ঘাড়ে গদ্দানে হাতে লাল রুমাল ও পিচের

ইষ্টিক – সিমলের ফিন ফিনে ধুতি মাল কোচা করে পরা, হটাৎ দেখলে বোধ হয় রাজারাজড়ার পোত্তুর, কিন্তু পরিচয়ে বেবোবে “ হিদে জোলার নাতি।

বারোইয়ারি প্রতিমেখানি প্রায় বিশ হাত উচু – ঘোড়ায় চড়া হাই ল্যাণ্ডেব গোরা বিবি, পবি ও নানাবিধ চিড়িয়া সোলার ফ‌ুল ও পদ্ম দিয়ে সাজানো – মধ্যে মা ভগবতী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি – সিংগির গা রূপুলি গিলটি ও হাতি সবুজ মকমল দিয়ে মোড়া। ঠাকুরুণের বিবিয়ানা মুখ – রং ও গড়ন আসল ইহুদি ও আবমানি কেতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্র দাঁড়িয়ে জোড় হাত করে স্তব কচ্চেন। প্রতিমের উপরে ছোট ছোট বিলাতি পরিরা ভেঁপু বাজাচ্চে – হাতে বাদসাই নিশেন ও মাঝে ঘোড়া সিংগিওয়ালা কুইনের ইউনিকরন্ ও ফেষ্ট !

আজ বারোইয়াবির প্রথম পূজো শনিবার – বীরকৃষ্ণ দাঁ, কানাইদত্ত, প্যালানাথ বাবু ও বীরকৃষ্ণ বাবুর ফ্রেণ্ড আহীরীটোলার বাধামাধববাবুবো ব্যালা তিনটে পর্য্যন্ত বাবোইয়ারি তলায় হাযবাও হয়েছিলেন – তিনটে বড বড অর্ণা মোষ, এক শ ভেড়া ও তিন শ পাঁটা বলিদান করা হয়েচে – মূল নৈবিদ্যির আগা তোলা মণ্ডাটি ওজনে ডেড়মন। সহবের রাজা, সিংগি; ঘোস, দে, মিত্র ও দত্ত প্রভৃতি বড বড দলস্থ ফোঁটা, চেলির জোড়, টিকী ও তেলকধারি উর্দ্দি ও তকমাওয়ালা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেব বিদেয় হয়েচে – “ সুপারিস্ ” “ অনাহুতে ” “বেদলে” ও “ ফলারেরা ” নিমতলার শকুনির মতো টেঁকে বসে আছেন – কাঙ্গালি, রেও,অগ্রদানী, ভাট ও ফকিব বিস্তর জমেছিল – পাহারাওয়ালারাই তাঁদের বিদেয় দেন – অনেক গরিব গ্রেপ্তার হয় ! শেষে গাঁট থেকে কিছু বার কল্লে

থানার দারোগা ও জমাদারের সুক্ষ্ম বিবেচনায় সেঁ ধারের মত রেহাই পায়।

ক্রমে সন্ধ্যে হয়ে এলো—বারোইয়ারি তলা লোকারণ্য। সহরের অনেক বাবু গাড়ি চড়ে সং দেখ্‌তে এসেছেন—সং ফেলে অনেকে তাঁদের দেখ্‌চে। ক্রমে মজলিসে দু এক ঝাড় জেলে দেওয়া হলো—সংএদের মাথার উপর বেললান্ঠন বাহার দিতে লাগ্‌লো। অধ্যক্ষ বাবুরা একে একে জমেয়াৎ হতে লাগলেন, নল করা থেলো হুকো হাতে ও পান চিবুতে চিবুতে অনেকে চীৎকার ও "এটা কর" "ওটা কর" করে হুকুম দিচ্চেন। আজ ধোপাপাড়ার ও চকের দলের লড়াই হবে! দেড় মণ গাঁজা, দুই মণ চরস, বড় বড় সাত গামলা দুধ ও বারোখানি বেণের দোকান ঝেটিয়ে ছোট বড় ঝাঝারি এলাচ, কর্পূর দারুচিনি সংগ্রহ করা হয়েচে—মিঠেকড়া, ভ্যালসা, অম্বুরি ও ইরানী তামাকের গোবর্দ্ধন হয়েচে। এ সওয়ায় বিস্তর অন্তঃশিলে সরঞ্জমও প্রস্তুত আছে। আবশ্যক হলে দেখা দেবে!

সহরে ঢি ঢি হয়ে গ্যাছে, আজ রাত্তিরে অমুক জায়গায় বারোইয়ারি পুজোয় হাফ আকড়াই হবে। কি ইয়ারগোচের স্কুল বয়, কি বাহাতুরে ইনভেলিড, সকলেই হাফ আখড়াই শুনতে পাগল! বাজার গরম হয়ে উঠলো। ধোপারা বিলক্ষণ রোজগার কত্তে লাগলো! কোঁচান ধুতি, ধোপদস্ত কামিজ ও ডুরে শান্তিপুরে উড়ূনীর এক রাত্তিরের ভাড়া আট আনা চড়ে উঠলো। চার পুরুষে পাঁচপুরুষে ক্রেপ্ ও নেটের চাদরেরা অকর্ম্মণ্য হয়ে নবাবি আমলে সিন্দুক আশ্রয় করে ছিলেন, আজ ভলন্টিয়র হয়ে মাথায় উঠলেন। কালো ফিতের ঘুনসি ও চাবির সিকলি হঠাৎবাবুর মত স্বস্থান পরিত্যাগ করে,

ঘড়ির চেনের অফিসিএটিং হলো—জুতোরা বেশ্যার মত নানা লোকের সেবা কত্তে লাগলো।

বারোইয়ারি তলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো—এক দিকে কাটগড়া ঘেরা মাটির সং—অন্য দিকে নানা রকম পোসাক পরা কাটগড়ার ধারে ও মধ্যে জ্যান্ত সং। বড় মানুষরা ট্যাসলওয়ালা টুপি, চাপকান, পেটি ও ইষ্টিকে চালচিত্রের অসুর হতেও বেয়াড়া দেখাচ্চেন। প্রধান অধ্যক্ষ বীরকৃষ্ণ বাবু লক্কাই লাটুর (লাটিম) মত ঘুরে বেড়াচ্চেন, দু কস দিয়ে পাঁজির ছবির রক্তদন্তী রাক্ষসীর মত পানের পিক্ গড়িয়ে পড়চে—চাকর, হরকরা, সরকার, ক্যাবাণী ও ম্যানেজারদের নিশ্বেস ফ্যালবার অবকাশ নাই।

ঢং ঢং করে গির্জ্জের ঘড়িতে রাত্তির দুটো বেজে গ্যালো। ধোপাপাড়ার দল ভরপুর নেসায় ভোঁ হয়ে টল্‌তে টল্‌তে আসরে নাব্‌লেন। অনেকে আখ্‌ড়া ঘরে (সাজ ঘরে) শুয়ে পড়্‌লেন। বাঙ্গালির স্বভাবই এই, পরের জিনিস পাতে পড়্‌লে শীগ্‌গির হাত বন্ধ হয় না (পেট্‌ সেটি বোঝে না বড় দুঃখের বিষয়।) ভেড় ঘন্টা ঢোল, বেহালা, ফ্লুট, মোচোং ও সেতারের রং ও সাজ বাজ্‌লো—গোঁড়ারা দু শ বাহবা ও বেশ দিলেন—শেষে একটি ঠাকুরণ বিষয় গেয়ে (আমরা গানটি বুজ্‌তে অনেক চেষ্টা কল্লেম্‌ কিন্তু কোন মতে কৃতকার্য্য হতে পাল্লেম না) উঠে গ্যালে চকের দল আসরে নাবলেন।

চকের দলেরাও ঐরকম করে গেয়ে শোভাস্তরী! সাবাস! ও বাহবা! নিয়ে উঠে গ্যালেন—এক ঘণ্টার জন্য মজ্‌লিস খালি রইলো, চায়না কোট-ক্রেপের' লেটের ও চুরে ফুলদার ট্যাড়চা চাদরেরা - পিঁপড়ের ভাঙ্গা সারের মত ছড়িয়ে

পড়্লেন। পানের দোকান শূন্য হয়ে গ্যালো। ভুঁরোট তামাক ও চরসের ধুঁয়ায় এমনি অন্ধকার হয়ে উঠ্‌লো যে সেবারে "প্রোক্লেমেসনের উপলক্ষে বাজিতে" বা কি ধোঁ হয়ে ছিলো! বড় বড় রিভিউয়ের তোপে তত ধোঁ জন্মে না। আদ ঘণ্টা প্রতিমে খানি দেখা যায় নি ও পরস্পর চিনে নিতেও কষ্ট বোধ হয়েছিলো।

ক্রমে হঠাৎ বাবুর টাকার মত, বসন্তের কুযাসার মত ও শরতের মেঘের মত ধোঁ দেখতে দেখ্‌তে পরিষ্কার হয়ে গ্যালো। দর্শকেরা সুস্থির হয়ে দাঁড়ালেন, ধোপাপুকুরের দল আসোর নিয়ে বিরহ ধল্লেন। আদ ঘণ্টা বিরহ গেয়ে আসোর হতে দল বল সমেত আবার উঠে গেলেন। চক বাজারেরা নাব্‌লেন ও ধোপাপুকুরের দলের বিরহের উতোর দিলেন গোঁড়ারা রিভিউয়ের সোল্‌জারদের মত দল বেঁধে দু থাক হলো। মধ্যস্থরা গানের চোতা হাতে করে বিবেচনা কত্তে আরম্ভ কল্লেন—এক দলে মিত্তির খুড়ো আর এক দলে দাদা-ঠাকুর বাঁদন্দার।

বিরহের পর চাপা কাঁচা খেঁউড়, তাতেই হার জিতের বন্দোবস্ত, বিচারও শেষ (মধুরেণ সমাপয়েৎ) মারামারীও বাকি থাক্‌বে না।

তোপ্‌ পড়ে গিয়েচে, পূর্ব্বদিক ফরসা হয়েচে, ফুরফুরে হাওয়া উঠেচে—ধোপাপুকুরের দলেরা আসোর নিয়ে খেউড় ধল্লেন, গোঁড়াদের "সাবাস"! "বাহবা"! "শোভাস্তরী"! "জিতা রাও"। দিতে দিতে গলা চিরে গেলো; এরই তামাসা দেখ্‌তে যেন সূর্য্যদেব তাড়াতাড়ি উদয় হলেন! বাঙ্গালীরা আজো এমন কুৎসিত আমোদে মত্ত হন বলেই যেন—চাঁদ ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে লজ্জিত হলেন! কুমু-

দিনী। মাতা হেঁট কল্লেন। পাখীরা ছি। ছি! করে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো! পদ্মিনী পাঁকের মধ্যে থেকে হাস্‌তে লাগ্‌লো! খোপাপুকুরের দল আমোর নিয়ে খেঁউড় গাইলেন সুতরাং চকের দলকে তার উত্তর দিতে হবে। খোপাপুকুরওয়ালারা দেড় ঘন্টা প্রাণ পণে চেঁচিয়ে খেঁউড়টি গেয়ে থাম্‌লে চকের দলেরা নাবলেন, সাজ বাজ্‌তে লাগলো, ওদিকে আখ্‌ডাঘরে খেঁউড়ের উতোর প্রস্তুত হচ্চে—চকের দলেরা তেজের সহিত উতোর গাইলেন! গোঁড়ারা গরম হয়ে "আমাদের জিত!" "আমাদের জিত!" করে চ্যাঁচা চেঁচি কত্তে লাগলেন—(হাতাহাতীও বাকি রইলো না) এ দিকে মধ্যস্থরা ও চকের দলের জিত সাব্যস্ত কল্লেন। হুও! হো! হো। হুররে ও হাত তালিতে খোপাপুকুরের দলেরা মাটির চেয়েও অধম হয়ে গ্যালেন—নেসার খোয়ারি—রাত জাগবার ক্লেশ ও হারের লজ্জায়—মুকুয্যেদের ছোট বাবু ও দুচার ধরতা দোয়ার একেবারে এলিয়ে পড়লেন।

চকের দলেরা ঢোল বেঁধে নিশেন তুলে গাইতে গাইতে ঘরে চল্লেন—কারু শুধু পা—মোজা পায়; জুতো কোথায়, তার খোজ নাই। গোঁড়ারা আমোদ কত্তে কত্তে পেছু পেছু চল্লেন—ব্যালা দশটা বেজে গ্যালো, দর্শকরা হাফ আকড়াইর মজা ভরপুর লুটে বাড়িতে এসে স্নত ঠাণ্ডাই, জোলাপ ও ডাক্তারের যোগাড়্‌ দেখ্‌তে লাগলেন। ভাড়া ও চেয়ে নেওয়া চায়নাকোট, ধুতি, চাদর, জামা ও জুতোরা কাজ সেরে আপনার মনিব বাড়ি ফিরে গ্যালো।

আজ রবিবার। বারোইয়ারি তলায় পাঁচালি ও যাত্রা। রাত্রি দশটার পর অধ্যক্ষেরা এসে জম্‌লেন; এখনো অনেকের "চোঁয়া ঢেকুর" "মাতা ধরা" "গা মাটি মাটি" সারেনি।

সারেনি। পাঁচালি আরম্ভ হয়েছে—প্রথম দল গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী, দ্বিতীয় দল মহীরাবণের পালা ধরেচেন, পাঁচালি ছোট কেতার হাফ আকড়াই, কেবল ছড়া কাটানো বেশীর ভাগ, সুতরাং রাত্তির একটার মধ্যে পাঁচালি শেষ হয়ে গ্যালো।

যাত্রা। যাত্রার অধিকারীর বয়স ৭৬ বৎসর, বাব্‌রি চুল উল্‌কী ও কাণে মাকড়ি। অধিকারী দূতী সেজে গুটি বারো বুড়ো বুড়ো ছেলে সখী সাজিয়ে আসোরে নাবলেন। প্রথমে কৃষ্ণ খোলের সঙ্গে নাচ্‌লেন, তার পর বাসদেব ও মণিগোঁসাই গান করে গ্যালেন। সকেই সখী ও দূতী প্রাণপণে ভোর-পর্য্যন্ত "কাল জল খাবো না।" "কাল মেঘ দেখবো না।" (সামিয়ানা থাটাইয়ে দিমু) "কাল কাপড় পরবো না" ইত্যাদি কথা বার্ত্তায় ও "নবীন বিদেশিনীর" গানে লোকের মনোরঞ্জন কল্লেন। থাল, গাড়ু, ঘড়া, ছেঁড়া কাপড়, পুরাণ বনাত ও সালের গাদী হয়ে গ্যালো। টাকা, আধুলী, সিকি ও পয়সা পর্য্যন্ত প্যালা পেলেন। মধ্যে মধ্যে "বাবা দে আমার বিয়ে" ও "আমার নাম সুন্দুরে জেলে, ধরি মাছ বাউতি জালে" প্রভৃতি রকমওয়ারি সংএরও অভাব ছিল না। ব্যালা আটার সময় যাত্রা ভাংলো, এক জন বাবু মাতাল পাত্র টেনে বিলক্ষণ পেঁকে যাত্রা শুন্‌ছিলেন, যাত্রা ভেঙ্গে যাওয়াতে গলায় কাপড় দিয়ে প্রতিমে প্রণাম কত্তে গ্যালেন (প্রতিমে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি) কিন্তু প্রতিমার সিংগি হাতীকে কামড়াচ্চে দেখে বাবু মহাত্মার বড়ই রাগ হলো ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে করুণা স্বরে—

"তারিণী গো মা কেন হাতীর উপর এত আড়ী।
মানুষ মেলে টেড়্‌ড়া পেতে তোমায় যেতে হতো হরিণবাড়ি।

সুরঁকি কুটে সারা হতে, তোমার মকুট যেতো গড়া গড়ি।
পুঁলিসের বিচারে শেষে সঁপতো তোমায় গ্রানযুড়ি।
সিঙ্গি মামা টের্‌টা পেত্তেন ছুটতে হতো উকীল বাড়ি" ॥
গান গেয়ে প্রণাম করে চলে গ্যালেন।

সহরের ইতর মাতালদের (মাতালের বড় ইতর বিশেষ নাই, মাতাল হলে কি রাজা বাহাদুর, কি প্যালার বাপ গোবরা প্রায় এক মূর্ত্তিই ধরে থাকেন) ঘরে ধরে রাখ্‌বার লোক নাই বলেই আমরা নর্দ্দামায়, রাস্তায়, খানায়, গারদে ও মদের দোকানে মাতলামি কত্তে দেখ্‌তে পাই। সহরে বড় মানুষ মাতালও কম নাই, শুদ্ধ ঘরে ধরে পুরে রাখবার লোক আছে বলেই তাঁরা বেরিয়ে মাতলামি কত্তে পান না। এঁদের মধ্যে অনেকে এমন মাতলামি করে থাকেন যে, অন্তরীক্ষ থেকে দেখ্‌লে পেটের ভেতর হাত পা সেঁধিয়ে যায় ও বাঙ্গালী বড় মানুষদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হয়। ছোট লোক মাতালের ভাগ্যে—চারি আনা জরিবানা,—একরাত্তির গারোদে বা—পাহারাওলাদের ঝোলায় শোয়ার হয়ে যাওয়া ও জমাদারের দুই এক কোঁৎকা মাত্র, কিন্তু বাঙ্গালী বড় মানুষ মাতালদের সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। পাকি হয়ে উড়্‌তে গিয়ে ছাত থেকে পড়ে মরা—বাবার প্রতিষ্ঠিত পুকুরে ডোবা, প্রতিমের নকল সিঙ্গি ভেঙ্গে ফেলে, আসল সিঙ্গি হয়ে বসা, ঢাকিকে মার সঙ্গে বিসর্জ্জন দেওয়া, ক্যান্‌টন্‌মেন্ট ফোর্ট, রেলওয়ে এষ্টেসন্ ও অব্‌সনে মদ খেয়ে মাতলামী করে চালান হওয়া। এ সওয়ায় করুণা, গান, বক্‌সিসও বক্তৃতার বেহদ্দ ব্যাপার।

একবার সহরের শামবাজার অঞ্চলের এক বনিদী বড় মানুষের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছিলো বাড়ির মেজো

বাবু পাঁচো ইয়ার নিয়ে যাত্রা শুনতে বসেচেন, সামনে মালিনী ও বিদে "মদন আগুন জ্বলচে দ্বিগুণ কল্লে কি গুণ ঐ বিদেশী" গান করে মুটো মুটো প্যালা পাচ্চে—বছর ষোল বয়সের দুটো (ইড্‌ব্রেড) ছোকরা সখী সেজে ঘুরে ঘুরে খেমটা নাচ্চে। মজলিসে রূপোর গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি চলচে—বাড়ীর টিক্‌টিকী ও সালগ্রাম ঠাকুর পর্য্যন্ত নেশায় চুবচুবে ও ভো! ক্রমে মিলনের মন্ত্রণা, বিদ্যার গর্ভ, রাণীর তিরস্কার, চোরধরা ও মালিনীর যন্ত্রণার পালা এসে পড়লো, কোটাল মালিনীকে বেঁধে মারতে আরম্ভ কল্লে—মালিনী বাবু-দের "দোহাই" দিয়ে কেঁদে বাড়ী সরগরম করে তুল্লে—বাবুর চমকা ভেঙ্গে গ্যালো; দেখলেন কোটাল মালিনীকে মাচ্চে, মালিনী বাবুর দোহাই দিচ্চে অথচ পার পাচ্চে না। এতে বাবু বড় রাগত হলেন "কোন্ বেটার সাধ্যি মালিনীকে আমার কাছে থেকে নিয়ে যায়" এই বলে সামনের রূপোর গেলাসটি কোটালের রগ তোগে ছুড়ে মাল্লেন—গেলাসটী কোটালের রগে লাগবামাত্র কোটাল "বাপ" বলে অমনি ঘুরে পড়লো চারি দিক থেকে লোকেরা হাঁ। হাঁ। করে এসে কোটালকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গ্যালো—মুকে জলের ছীটে মারা হলো ও অন্য অন্য নানা তদ্বির হলো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না—কোটালের সেই এক ঘাতেই পঞ্চত্ব পেলেন।

আর একবার ঠন্‌ঠনের "র" ঘোষজা বাবুর বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছিল, বাবু মদ খেয়ে পেকে মজলিসে আড় হয়ে শুয়ে নাক ডাকিয়ে যাত্রা শুনছিলেন। সমস্ত রাত বেহুঁসেই কেটে গ্যালো, শেষে ভোর ভোর সময়ে দক্ষিণ মশানে কোটালের হঙ্গামাতে বাবুর নিদ্রা ভঙ্গ হলো—কিন্তু

আসোরে কেষ্টোকে না দেখে বাবু বিরক্ত হয়ে " কেষ্ট ল্যাও কেষ্ট ল্যাও" বলে খেপে উঠ্লেন। অন্য অন্য লোকে অনেক বোজালেন যে, "ধর্ম্ম অবতার' বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কেষ্ট নাই" কিন্তু বাবু কিছুতেই বুজলেন না (কৃষ্ট তাঁবে—নিতান্ত নির্দ্দয় হয়ে দেখা দিলেন না বিবেচনায়) শেষে ভেউ ভেউ কবে কাঁদতে লাগ্লেন।

আর এক বার এক গোস্বামী এক মাতাল বাবুব কাছে বড় নাকাল হয়েছিলেন্‌ সেটীও না বলে থাকা গেল না। পূর্ব্বে এই সহবে বেণেটোলায় দ্বিপ্চাঁদ গোস্বামীব অনেক গুলি বড় মানুষ শিষ্য ছিল। বাব্‌সিমলের বোস বাবুরা প্রভুব প্রধান শিষ্য ছিলেন। এক দিন আমতাব বামহরি বাবু বোস্জা বাবুবে এক পত্র লিখ্লেন যে, " ভেক নিতে তাঁর বড ইচ্ছা, কিন্তু গুটি কতক প্রশ্ন আছে, সেগুলি যত দিন পূরণ না হচ্ছে, ততদিন শাক্তই থাক্‌বেন। " বে স্জা মহাশয় পবম বৈষ্ণব, রামহবি বাবুব পত্র পেয়ে বড় খুসি হলেন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপদেশ ও প্রশ্ন পূবণ করবাব জন্যে নদের চাঁদ গোস্বামী মহাশয়কে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

রামহরি বাবুব সোণাগাজীতে বাসা। দু চাব ইযার ও গাইয়ে বাজিয়ে কাছে থাকে। সন্ধ্যার পব বেড়াতে বেবোন-- সকালে বাড়ী আসেন মদও বিলক্ষণ চলে, দু চার নিমগোচের দাঙ্গাব দরুণ পুলিসেও দুই এক মোচলেকা হয়ে গিয়েচে। সন্ধ্যাব পর সোণাগাজীর বড জাঁক, প্রতি ঘরে ধুনোর ধোঁ, শাঁকের শব্দ ও গঙ্গাজলের ছড়াব দরুণ হিন্দুধর্ম্ম যেন মূর্ত্তিমন্ত হযে সোণাগাজী পবিত্র কবেন। নদের চাঁদ গোস্বামী বোস্ বাবুর পত্র নিয়ে সন্ধ্যার পর সোণাগাজী ঢুক্‌লেন। গোস্বামীব শরীরটি প্রকাণ্ড, মাথা নেড়া, মধ্যে তরমুজের বোঁটাব মত

চৈতনফক্কা। সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপা,নাকে তিলক ও অদৃষ্টে (কপাল) এক থ্যাবড়া চন্দন, হঠাৎ বোধ হয় যেন কাগে হেগে দিয়েচে। গোস্বামীর কলকেতায় জন্ম, কিন্তু কখন সোণাগাজীতে ঢোকেন নাই (সহরের অনেক বেশ্যা সিমলের মা গোঁসায়ের জুবিস্‌ডিক্‌সনের ভেতর) গোস্বামী অনেক কষ্টে রামহরি বাবুর বাসায় উপস্থিত হলেন।

রামহরি বাবু কুটী থেকে এসে পাত্র টেনে গোলাপি রকম নেসায় তব্‌ হয়ে বসেছিলেন। এক মোসাহেব বাঁয়াব সঙ্গতে "অব্‌ হজবত জাতে লণ্ডন কো" গাচ্চেন, আর এক জন মাতায় চাদর দিয়ে বাইয়ানা নাচের উজ্জুগ কচ্চেন; এমন সময় বোস বাবুর পত্র নিয়ে গোস্বামী মশাই উপস্থিত হলেন। অমুন আমোদের সময় একটা ব্রকদ গোঁসাইকে দেখ্‌লে কার না রাগ হয়? সকলেই মনে মনে বড় ব্যাজার হয়ে উঠ্‌লেন, বোসজার অনুরোধেই কেবল গোস্বামী সে যাত্রা প্রহার পরিত্রাণ পান।

রামহরি বাবু বোসজার পত্র পড়ে গোস্বামী মহাশয়কে আদর করে বসালেন। রামা বামুনের হুঁকোর জল ফিরিয়ে তামাক দিলে। (হুঁকোটি বাস্তবিক খাঁ সাহেবের) মোসাহে-বদের সঙ্গে চোক্‌টেপাটেপী হয়ে গ্যালো। এক জন দৌড়ে কাছের দরজীর দোকান থেকে হয়ে এলেন, এদিকে গাওনা ও ইয়ারকি কিছু সময়ের জন্য পোষ্টপন্‌ হলো—শাস্ত্রীয় তর্ক হবার উজ্জুগ হতে লাগ্‌লো। গোস্বামী মহাশয় তামাক খেয়ে হুঁকো রেখে নানা প্রকার শিষ্টাচারী কল্লেন, রামহরি বাবুও তাতে বিলক্ষণ ভদ্রতা করেছিলেন।

রামহরি বাবু গোস্বামীকে বল্লেন, প্রভু! বষ্টুম তন্ত্রের কটি বিষয়ে আমার বড় সন্দেহ আছে, আপনাকে মীমাংসা

করে দিতে হবে, প্রথম " কেষ্টর সঙ্গে রাধিকার মামী-সম্পর্ক, তবে ক্যামন করে কেষ্ট রাধাবে গ্রহণ কল্লেন?"

দ্বিতীয়, "এক জন মানুষ (ভাল দেবতাই হলো) যে ষোল শত স্ত্রীর মনোরথ পূর্ণ করেন, এবা কি কথা? "

তৃতীয়, " শুনেচি কেষ্ট দোলের সময় মেড়া পুড়িয়ে খেয়েছিলেন, তবে আমাদের মটন চাপ্ খেতে দোষ কি? আর বষ্ণুমদের মদ খেতে বিধি আছে, দেখুন বলরাম দিন রাত মদ খেতেন, কৃষ্ণও বিলক্ষণ মাতাল ছিলেন।" প্রশ্ন শুনেই গোঁস্বামীর পিলে চম্‌কে গ্যালো, পালাবার পথ দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, এদিকে বাবুর দলে মুচ্‌কে হাসি, ইসারা ও রূপোর গেলাসেদাওয়াই চল্‌তেলাগ্‌লো। গোস্বামী মনের মত উত্তর দিতে পারলেন না বলে এক জন মোসাহেব বলে উঠ্‌লো "হুজুর। কালীই বড়, দেখুন–কালীতে ও কেষ্টতে কপুরুষের অন্তর, কালীর ছেলে কার্ত্তিক—তার বাহন ময়ূরের যে ল্যাজ—তাই কেষ্টোর মাতার উপর, সুতরাং কালীই বড়। একথায় হাঁসির তুফান উঠ্‌লো। গোস্বামী নিজ স্বভাবগুণে গোঁয়ারতিমোয় গরম হয়ে পিটটানের পথ দেখ্‌বেন কি এমন সময় এক জন মোসাহেব গোস্বামীর গায়ে টলে পড়ে তিলক ও টিপ জিব দিয়ে চেটে ফেল্লে, আর এক জন "কি কর"! " কি কর"। বলে টিকিটি কেটে নিলেন। গোস্বামী ক্রমে শ্রাদ্ধ গড়ায় দেখে—জুতো ও হরিনামের থলি ফেলে চোঁচা দৌড়ে রাস্তায় এসে হাঁপ ছাড়লেন। রামহরি বাবু ও মোসাহেবদের খুসির সীমা রইলো না–অনেক বড় মানুষে এই রকম আমোদ বড় ভাল বাসেন ও অনেক স্থানে প্রায়ই এই রূপ ঘটনা হয়।

কলকেতা সহরে প্রতিদিন নতুন নতুন মাতলামি দেখা

যায়; সকল গুলি সৃষ্টি ছাড়া ও অদ্ভুত! চোরবাগানে দনু-কর্ণ মিত্তির বাবুর বাপ, ন্যাট ডাইব মনকিসন্ কোম্পানির বাডিব মুচ্ছুদ্দি ছিলেন, এ সওয়ায চোটা ও কোম্পানির কাগজেরও ব্যাবসা কত্তেন। দনু বাবু কালেজে পডেন, এক জামিন্ পাস কবেচেন, লেক্‌চাব শোনেন ও মধ্যে মধ্যে ইং-রাজি কাগজে আরটিকেল লেখেন। সহবেব বাঙ্গালী বড মানুষের ছেলেদের মধ্যে প্রায় অনেকে বিবেচনায় গাধার বেহদ্দ ও এমনি সূক্ষ্মবুদ্ধি যে নেই বল্লেও বলা যায়, লেখা পড়া সিক্‌তে আদবে ইচ্ছা নাই, প্রাণ কেবল ইয়ারকির দিকে দৌডোয, স্কুল যাওয়া কেবল বাপ মার ভয়ে অসুদ গেলা গোছ। সুতবাং একজামিন্ পাস কব্‌বাব পূর্ব্বে দনুকর্ণ বাবু চাব ছেলের বাপ হয়েছিলেন ও প্রথম মেয়েটিব বিবাহ পর্য্যন্ত হয়ে গিছলো। দনু বাবুব দু চার স্কুল ফ্রেণ্ড সর্ব্বদা আস্‌-তেন যেতেন, কখন কখন লুকিযে চুরিয়ে—চবসটা, মাজমের বরপীখানা, সিদ্ধিটে আস্‌টাও চল্‌তো—ইচ্ছা খানা এক আদ্‌দিন সেরিটে, স্যামপিন্‌টারও আস্বাদ নেওয়া হয়, কিন্তু কর্ত্তা স্বকলমে রোজগার কবে বড মানুষ হয়েছেন, সুতবাং সকল দিকে চোক রাখেন ও ছেলেদের উপরেও সর্ব্বদা তাইঁস করে থাকেন, সেই দবদবাতেই। ব্যাঘাত পড়েছিল।

সমবভেকেসনে কালেজ বন্দ হয়েচে—স্কুলমাষ্টারেবা লোকের বাগানে বাগানে মাচ্‌ ধরে ও বাজার করে ব্যাড়া-চ্ছেন। পণ্ডিতরা দেশে গিয়ে লাঙ্গল ধরে চাস্‌বাস্ আরম্ভ করেচেন (ইংরাজি স্কুলেব পণ্ডিত প্রায় ঐ গোছেবি দেখা যায়) দনু বাবু সন্ধ্যার পর দুই চার স্কুল ফ্রেণ্ড নিয়ে পডবার ঘরে বসে আছেন, এমন সময় কালেজের প্যারি বাবু চাদরের ভিতর এক বোতল ব্রাণ্ডি ও একটা সেরি নিয়ে অতি সন্ত-

পর্ণে ঘরের ভিতর ঢুকলেন। প্যারী বাবু ঘরে ঢোকবামাত্রই চার দিকের দোর, জানলা বন্দ হয়ে গ্যাল – প্রথমে বোতলটি অতি সাবধানে খুলে (বেরালে চুরি করে দুদ্ খাবার মত করে) অত্যন্ত সাবধানে চলতে লাগলো – ক্রমে ব্রাণ্ডি অন্তর্দ্ধান হলেন – এ দিকে বাবুদের মেজাজও গরম হয়ে উঠলো, দোর, জানলা খুলে দেওয়া হলো, চেঁচিয়ে হাসি ও গরবা চলতে লাগলো, শেষে সেরিও সমীপস্থ হলেন, সুতরাং ইংরাজি ইস্পিচ ও টেবিল চাপড়ানো চল্লো, – ভয় লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গ্যাল। এ দিকে দনু বাবুর বাপ চণ্ডীমণ্ডপে বসে মালা ফিরোচ্ছিলেন, ছেলেদের ঘরের দিকে হঠাৎ চীৎকার ও রৈ রৈ শুনে গিয়ে দেখলেন বাবুরা মদ খেয়ে মত্ত হয়ে চীৎকার ও হৈ হৈ কচ্চেন, সুতরাং বড়ই ব্যাজার হয়ে উঠলেন ও দনু বাবুকে যাচ্ছে তাই বলে গাল মন্দ দিতে লাগলেন। কর্ত্তার গালাগালে এক জন ফেণ্ড বড়ই চটে উঠলেন ও দনু তার সঙ্গে তেড়ে গিয়ে কর্ত্তাকে একটা ঘুসি মাল্লেন, কর্ত্তার বয়স অধিক হয়েছিলো, বিশেষত ঘুসোটি ইয়ংবেঙ্গালি (বাঁদুরের বাড়া) ঘুসি খেয়ে একেবারে ঘুরে পড়লেন, বাড়ির অন্য অন্য পরিবারেরা হাঁ। হাঁ! করে এসে পড়লো, গিন্নী বাড়ির ভেতর থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলেন ও বাবুকে যথোচিত তিরস্কার কত্তে লাগলেন। তিরস্কার, কান্না ও গোলযোগের অবকাশে, ফেণ্ডরা পুলিসের ভয়ে সকলেই চম্পট দিলেন। এ দিকে বাবুর করুণা উপস্থিত হলো ও মার কাছে গিয়ে বল্লেন, "মা বিদ্দেসাগর বেঁচে থাক্। তোমার ভয় কি। ও ওলড ফুল মরে যাক্ না কেন, ওকে আমরা চাইনি, এবারে মা এমন বাবা এনে দেবো যে তুমি, বাবা ও আমি একত্রে তিন জনে বসে হেলথ করবো, ও ওলড ফুল

মরে যাক্, আমি কোয়াইট রিফরমড বাবা চাই।”

রামকালী মুখোপাধ্যায় বাবু সুপ্রিমকোর্টের মিস্তুয়ার্স, থিফ্ রোগ এণ্ড পিকৃপকেট উকীল সাহেবদের আফিসের খাতাঞ্জী। আফিসের ফের্তা রাধাবাজার হয়ে আসচেন ও দুধারি দোকানও ফাক্ যাচ্চে না—পাগড়িটে এলিয়ে পড়েছে, ধুতি খুলে হুতুলি কুতুলি পাকিয়ে গেছে, পাও বিলক্ষণ টল্‌চে, ক্রমে যোড়াসাঁকোর হাঁড়িহাটায় এসে একেবারে এড়িয়ে পড়্লেন, পা যেন খোঁটা হযে গেডে গ্যাল, শেষে বিলক্ষণ হবু চবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠাকুর বাবুদের বাড়িব এক জন চাকর সেই সময মদ খেয়ে টল্‌তে টল্‌তে যাচ্ছিল। রাম বাবু তাকে দেখে “আরে ব্যাটা মাতাল” বলে টলে সরে দাঁডালেন। চাকব মাতাল থেমে জিজ্ঞাসা কল্লে “তুই শালা কে বে আমায় মাতাল বলি!” রাম বাবু বল্লেন আমি রাম। চাকর বল্লে ‘ আমি তবে রাবণ” রাম বাবু—“ তবে যুদ্ধং দেহি” বলে যেমন তাবে মাত্তে যাবেন, অমনি নেঁশার ঝোকে ধুপুস করে পড়ে গেলেন। চাকর মাতাল তাঁর বুকের উপব চড়ে বস্‌লো। থানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সেই সময় রোঁদ ফিরে যাচ্ছিলেন, চাকর মাতাল কিছু ঠিকে ছিল; পুলিসের সার্জ্জন দেখে তাঁবে ছেড়ে দিয়ে পালাবার উদ্‌যোগ কল্লে রাম বাবুও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দেখেছিলেন, এখন রাবণকে পালাতে দেখে ঘৃণা প্রকাশ করে বল্লেন “ছি বাবা” “এখন রামের হনুমান্‌কে দেখে ভয়ে পালালে! ছি”

রবিবারটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে গ্যালো, আজ সোমবার—শেষ পূজোর আমোদ, চোহেল ও ফর্‌রার শেষ, আজ বাই, খ্যামটা, কবি ও কেত্তন।

বাইনাচের মজ্‌লিস চূড়োন্ত সাজানো হয়েচে, গোপাল

মল্লিকের ছেলের ও রাজা বেজেন্দরেব কুকুরের বের মজলিস এর কাছে কোথায লাগে? চক্ বাজাবেব প্যালানাথ বাবু বাই মহেলর ডাইবেক্‌টরী, সুতরাং বাই ও খ্যাম্‌টা নাচের সমুদায ভার তাঁকেই দেওযা হয়েছিলো। সহবের নন্নী, মুন্নী, মুন্নী, খন্নী, ও সন্নী প্রভৃতি ডিক্রী, মেডেল ও সাব্‌টফিকেট-ওয়ালা বড বড বাইযেরা ও গোলাপ, শাম, বিদু, খুদু, মণি ও চুণী প্রভৃতি খ্যাম্‌টাওয়ালিরা নিজ নিজ তোবডা তুবড়ি সঙ্গে কবে আসতে লাগ্‌লেন—প্যালানাথ বাবু সকলকে মা গোঁসা-ইযেব মত সমাদরে রিসিভ্ কচ্চেন—তাঁদেরও গরবে মাটীতে পা পড়চে না।

প্যালানাথ বাবুব হীবেব ওয়াচ গাবডে ঝোলান আধুলিব মত মেকাবী হণ্টীংএব কাঁটা নটা পেবিযেচে। মজ্‌লিসে বাতীব আলো শবদেব জ্যোংস্নাকেও ঠাট্টা কচ্চে, সারঙ্গেব কোঁয়া কোঁয়া ও তবলা মন্দিবেব রুনু ঝুনু তালে "আবে সাঁইষা মোবাবে তেবি মেবো জানিবে" গানেব সঙ্গে এক তায়ফা মজলিস্ বেখেছে। ছোট ছোট "ট্যাসল" "হামা-মা" ও "তাজিবা এ কোণ থেকে ও কোণ এ চৌকি থেকে ও চৌকি" করে ব্যাডাচেন (অধ্যক্ষদেব ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও মেযেবা) এমন সময় এক খানা চেবেট গুড্ গুড কবে বাবো-ইয়ারি তলায "গড্ সেভ্ দি কুইন" লেখা গেটের কাছে থাম্‌লো। প্যালানাথ বাবু দৌডে গ্যালেন— গাডি থেকে জরি ও কিংখাপ মোড়া জরির জুতো শুদ্ধ একটা দশ মুনী তেলের কুপো ও এক কুটে মোসাহেব নাব্‌লেন, কুপোব গলায় শিকলের মত মোটা চেন ও আঙ্গুলে আঠারটা করে ছত্রিশটা আংটি—

প্যালানাথ বাবুর এক জন মোসাহেব "বড বাজাবের

পচ্চ, বাবু তুলোর ও পিস্ গুটের দালাল বিস্তব টাকা [illegible]বস্ লোক" বলে চেঁচিয়ে উঠ্লেন, পচ্চ, বাবু মজ্লিসে ঢুকে মজ্লিসের বড় প্রশংসা কল্লেন, প্যালানাথ বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন, উভয়ে কোলাকুলী হলো, শেষ পচ্চ, বাবু প্রতিমে ও মাতাল মাতাল সংএদের ভক্তি ভরে প্রণাম কল্লেন (যথা কেষ্ট বলরাম হনুমান প্রভৃতি) ও বাইজীকে সেলাম করে দুখানি আমেরিকান চৌকী জুড়ে বস্লেন, দুটি হাত, এক কুড়ি পানের দোনা, চাবির থোলো ও রুমালের জন্য আপা: তত কিছুক্ষণের জন্য আর দুখানি চৌকী ইজারা নেওয়া হলো, কুটে মোসাহেব পচ্চ, বাবুর পেছন দিকে বস্লেন, সুতরাং তাঁরে আর কে দেখ্তে পায় বড় মানুষের কাছে থাকলে লোকে যে "পর্ব্বতের আড়ালে আছো" বলে থাকে, তাঁর ভাগ্যে তাই ঠিক্ ঘট্লো।

পচ্চ, বাবুর চেহারা দেখে বাই আড়ে আড়ে চেয়ে হাঁস্ছে, প্যালানাথ বাবু আতোর, পান, গোলাব ও তোব্‌রা দিয়ে খাতির কচ্চেন, এমন সময় গেটের দিকে গোল উঠ্লো—প্যা- লানাথ বাবুর মোসাহেব হীরেলাল রাজা অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুরকে নিযে মজ্লিসে এলেন।

রাজা বাহাদুরের গিলটী করা গালা ভরা আশা সকলের নজর পড়ে এমন জায়গায় দাঁড়ালো। অঞ্জনারঞ্জন দেববাহাদুর গৌরবর্ণ দোহারা—মাথায় খিড়কীদার পাগ্ড়ী—জোড়া পরা— পায়ে জরির লপেটা জুতো, বদ্মাইসের বাদ্সা। ও ন্যাকার সদ্দার। বাই, রাজা দেখে কাচ্ বাগে সরে এসে নাচ্তে লাগ্লো "পূজোর সময় পরবস্তি হই যেন" বলেই তবল্‌জী ও শারীঙ্গেরা বড় রকমের সেলাম বাজালে বাজে লোকেরা সং ও বাই ফেলে কোন অপরূপ জানোয়ারের মত রাজা

বাহাদুরকে এক দৃষ্টে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

ক্রমে রাত্তিরের সঙ্গে লোকের ভিড় বাড়্‌তে লাগ্‌লো, সহরের অনেক বড় মানুষ রকম রকম পোসাক পরে একত্র হলেন, নাচের মজ্‌লিস্ বন বন কত্তে লাগ্‌লো; বীরকৃষ্ণ দাঁর আনন্দের সীমা নাই, নাচের মজ্‌লিসের কেতা ও শোভা দেখে আপনা আপনি কৃতার্থ হলেন, তাঁর বাপের শ্রাদ্ধতে বামুন খাইয়েও এমন সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

ক্রমে আকাশের তাবার মত মাথালো মাথালো বড় মানুষ মজ্‌লিস থেকে খস্‌লেন, বুড়োরা সরে গ্যালেন, ইয়ার গোচের ফচকে বাবুরা ভাল হয়ে বসলেন, বাইরা বিদেয় হলো— খ্যামটা আসরে নাবলেন।

খ্যামটা বড় চমৎকার নাচ। সহরের বড় মানুষ বাবুরা প্রায় ফি রবিবারে বাগানে দেখে থাকেন। অনেকে ছেলে পুলে, ভাগ্‌নে ও জামাই সঙ্গে নিয়ে, একত্রে বসে—খ্যামটার অনুপম রসাস্বাদনে রত হন। কোন কোন বাবুরা স্ত্রীলোক-দের উলঙ্গ করে খ্যামটা নাচান—কোন খানে কিস না দিলে প্যালা পায় না—কোথাও বল্‌বার যো নয়।

বারোইয়ারি তলায় খ্যামটা আবস্ত হলো, যাত্রার যশো-দার মত চেহারা দুজন খ্যামটাওয়ালি ঘুরে কোমর নেড়ে নাচ্‌তে লাগলো, খ্যামটাওয়ালারা পেছন থেকে "ফনির মাথার মণি চুরি কল্লি, বুঝি বিদেশে বিঘোরে পরাণ হারালি" গাচ্চে, খ্যামটাওয়ালিরা ক্রমে নিমন্ত্রেদের সকলের মুখের কাছে এগিয়ে অগ্‌গরদানি ভিকিরির মত প্যালা আদায় করে তবে ছাড়লেন! রাত্তির দুটোর মধ্যেই খ্যামটা বন্দ হলো—খ্যামটাওয়ালিরা অধ্যক্ষ মহলে যাওয়া আসা কত্তে লাগলেন, বারোইয়ারি তলা পবিত্র হয়ে গ্যালো।

কবি। রাজা নবকৃষ্ণ কবির বড পেট্রন ছিলেন। ইংলণ্ডের কুইন এলিজেবেথের আমলে যেমন বড বড় কবি ও গ্রন্থকর্ত্তা জন্মান, তেমনি তাঁর আমলেও সেই রকম রাম বসু, হরু, নিলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর ও জগা প্রভৃতি বড় বড কবিওয়ালা জন্মায়। তিনিই কবি গাওনার মান বাড়ান, তাঁর অনুরোধে ও দ্যাখা দেখি অনেক বড় মানুষ কবিতে মাতলেন। বাগবাজারের পক্ষীর দল এই সময় জন্ম গ্রহণ করে। শিবচন্দ্র ঠাকুর (পক্ষীর দলের সৃষ্টিকর্ত্তা) নবকৃষ্ণর এক জন ইয়ার ছিলেন। শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাগবাজারের বিফরমেসনে রামমোহন রায়ের সমতুল্য লোক—তিনি বাগবাজারেদের উডতে শেখান। সুতরাং কিছু দিন—বাগবাজারেরা সহরের টেক্কা হয়ে পড়েন। তাঁদের এক খানি পব্লিক আটচালা ছিলো, সেই খানে এসে পাকি হতেন, বুলি ঝাড়তেন ও উডতেন – এ সওয়ায় বোস পাডার ভেতরেও দু চার গাঁজার আড্ডা ছিলো। এখন আর পক্ষীর দল নাই, গুখুরি ও ঝকমারির দলও অন্তর্দ্ধান হয়ে গেছে, পাকিরা বুড়ো হয়ে মরে গেছেন, দু একটা আদ্‌মরা বুড়ো গোছের পক্ষী এখনও দেখা যায়, দল ভাঙ্গা ও টাকার খাঁকতিতে মন মরা হয়ে পড়েচে সুতরাং সন্ধ্যার পর ঝুমুর শুনে থাকেন। আড্ডাটি মিউনিসিপাল কমিসনরেরা উঠিয়ে দেছেন, অ্যাখন কেবল তার রুইনমাত্র পড়ে আছে। পূর্ব্বের বড় মানুষেরা এখনকার বড মানুষদের মত ব্রিটিস্‌ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, এড্রেস, মিটিং ও ছাপাখানা নিয়ে বিব্রত ছিলেন না, প্রায় সকলেরই একটি একটি রাঁড ছিল, (এখনও অনেকের আছে) বেলা দুপুরের পর উঠতেন, আহ্নিকের আডম্বরটাও বড ছিলো – দু তিন ঘন্টার কম আহ্নিক শেষ হতো না, তেল মাখতেও ঝাড়া চার ঘন্টা

লাগ্‌তো — চাকরের তেল্‌ মাখানীর শব্দে ভূমিকম্পো হতো — বাবু উলঙ্গ হয়ে তেল্‌ মাখ্‌তে বস্‌তেন, সেই সময় বিষয় কর্ম্ম দেখা, কাগজ পত্রে সই ও মোহর চলতো, আচাবার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্যদেব অস্ত যেতেন। এদের মধ্যে জমিদারেরা রাত্তির দুটো পর্য্যন্ত কাছারি কত্তেন, কেঁউ অমনি গাওনা বাজ্‌না জুড়ে দিতেন। দলাদলির তর্ক কত্তেন ও মোসাহেবদের খোসামুদিতে ফুলে উঠ্‌তেন — গাইয়ে বাঁজিয়ে হলেই বাবুর বড় প্রিয় হতো, বাপান্ত কল্লেও বক্‌সিস্‌ পেতো, কিন্তু ভদ্দর লোক বাড়ি ঢুক্‌তে পেতো না; তার বেলা ল্যাঙ্গা তরওয়ালের পাহারা, আদব কায়দা। কোন কোন বাবু সমস্ত দিন ঘুমুতেন — সন্ধ্যার পর উঠে কাজ কর্ম্ম কত্তেন — দিন বাং ছিল ও রাত্‌ দিন হতো। রামমোহন রায়, গুপিমোহন দেব, গুপিমোহন ঠাকুর, দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও জয়কৃষ্ণ সিংহের আমোল অবধি এই সকল প্রথা ক্রমে ক্রমে অন্তর্দ্ধান হতে আরম্ভ হলো, (বাঙ্গালীর প্রথম খবরের কাগজ) সমাচার চন্দ্রিকা প্রকাশ হতে আরম্ভ হলো। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হলো। তার বিপক্ষে ধর্ম্মসভা বস্‌লো, রাজা রাজনারায়ণ কায়স্থের পইতে দিতে উদ্যোগ কল্লেন। সতীদাহ উঠে গ্যালো। হিন্দুকালেজ প্রতিষ্ঠিত হলো। হেয়ার সাহেব প্রকাশ হল্লেন — ক্রমে সংকর্ম্মে বাঙ্গালিদের চোক্‌ ফুটে উঠলো!

এদিকে বারোইয়ারি তলায় জমীদারী কবি আরম্ভ হলো, ভাল্‌ কোর জগা ও নিমতে রাম! ঢোলে "মহিম্নস্তব" "গঙ্গা-বন্দনা" ও "ভেটকিমাছের তিন খানা কাঁটা" "অগ্‌গরদ্বীপের গোপীনাথ" "যাবি তো যা যা ছুটে ছুটে যা" প্রভৃতি বোল্‌ বাজাতে লাগ্‌লো, কবিওয়ালা বিষমের ঘরে (পঞ্চমের চার গুণ উঁচু) গান ধল্লেন—

চিতেন।

" বড় বারে বারে এসো ঘরে মকদ্দমা করে কাঁকৃ।
এই বারে, গেরে, তোমার কল্লে সুর্পণখার নাক্॥

আস্তাই।

ক্যামন মুখ পেলে, কম্বলে শুলে, ব্রহ্মত্তর, দেবত্তর বড় নিতে জোর করে।

এখন জারী গ্যাল ভুর ভাংলো তোমার আস্তো জুলম্ চলবে না!

পেনেলকোডের আইনগুণে মুখুজ্যের পোর ভাংলো জাঁক॥
যে আইনির দফারফা বদ মাইসি হলো খাক্॥

মোহাড়া।

কুইনের খাসে, দেশে, প্রজার দুঃখ রবে না॥
মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ মুস্ড়ে গিয়েচেন।
কংশ ধ্বংশকারী লেটোর, জেলায় এসেচেন।
এখন গুমি গেরেপ্তারি লাঠি দাঙ্গা ফোর্জ চল্বে না॥

জমিদারী কবি শুনে সহুরেরা খুসি হলেন, দু চার পাড়াগেঁয়ে রায় চৌধুরী, মুন্‌সি ও রায় বাবুরা মাতা হেঁট্ কল্লেন, হুজুরী আমমোক্তাবরা চোকরাঙ্গিয়ে উঠলো, কবিওয়ালরা ঢোলের তালে নাচ্তে লাগ্‌লো!

ক্যাপেল্লরের গাড়ী সার বেঁধে বেরিয়েচে। ম্যাথরেরা ময়লার গাড়ী ঠেলে বকসেনের ঘাটে চলেচে। বাউলেরা ললিত রাগে খরতাল ওখঞ্জনির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের শ হস্র নাম ও

" ঝুলিতে মালা রেখে, জপলে আর হবে কি।
কেবল কাঠের মালার ঠক্ঠকী, সব ফাঁকি।"

লোকের দুয়ারে দুয়ারে গান করে বেড়াচ্চে। কলু ভায়া

খানি জুড়ে দিয়েচেন। ধোপাবা কাপড় নিয়ে চলেচে। বোঝাই করা গরুর গাড়ি কোঁ কোঁ শব্দে রাস্তা যুড়ে যাচ্চে—ক্রমে ফরসা হয়ে এলো। বাবোইয়ারি তলায় কবি বন্দ হয়ে গ্যালো, ইয়ার গোচেব অধ্যক্ষ ও দর্শকেরা বিদেয় হলেন, বুড়ো ও আধ বুড়োরা কেত্তনের নামে এলিয়ে পড়্লেন, দেশের গোঁসাই, গোঁড়া, বৈরাগী ও বষ্টব একত্র হলো—সিম্লের শাম ও বাগ্বাজারের নিস্তারিণীব কেত্তন।

সিম্লের শাম উত্তম কিত্তুনী—বয়স্ অল্প—দেখ্তে মন্দ নয়—গলাখানি যেন কাঁসি খন খন কচ্চে। কেত্তন আবম্ভ হলো—কিত্তুনী "তাথইযা তাথইয়া নাচত ফিরত গোপাল ননি চুরী করি খাঞীছে, আরে,আবে ননি চুবী করি খাঞীছে তাথইয়া" গান আরম্ভ কল্লে, সকলে মোহিত হয়ে পড়্লেন। চার দিক্ থেকে হরিবোল ধ্বনি হতে লাগ্লো, খুলিরে হাঁটু গেড়ে বসে সজোরে খোল বাজাতে লাগ্লো। কিত্তুনী কখন হাঁটু গেড়ে কখন দাঁড়িয়ে মধু বিষ্টি কত্তে লাগলেন—হবি প্রেমে এক জন গোঁসাইএর দশা লাগলো, গোঁড়ারা তাঁকে কোলে কবে নাচ্তে লাগলো। আর যেখানে তিনি পড়েছিলেন জিব দিয়ে সেই খানের ধুলো চাট্তে লাগ্লো।

হিন্দু ধর্ম্মের বাপের পুণ্যে ফাকি দে খাবাব যত ফিকিব আছে, গোঁসাইগিরি সকলের টেক্কা। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখন একটা বোগা দুর্ব্বল গোঁসাই দেখ্তে পাইনি। গোঁসাই বল্লেই একটা বিকটাকার ধূম্রলোচন হবে ছেলে বেলা অবধি সকলেরই এই চিরপরিচিত সংস্কার। গোঁসাইদের যেরূপ বিয়ারিং পোষ্টে আয়েস ও আহার বিহার চলে, বড বড বাবুদের পয়সা খরচ করেও সেরূপ জুটে ওঠবার যো নাই। গোঁসাইরা স্বয়ং কেষ্ট ভগবান্ বলেই অনেক দুর্ল্লভ বস্ত অক্লেশে

ঘরে বসে পান ও কালিয়দমন পুতনাবধ গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি কটা বাক্সে কাজ ছাড়া বস্ত্র হরণ, মানভঞ্জন ব্রজবিহার প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের গোছালো গোছালো লীলে গুলি করে থাকেন। পেট ভরে মাংপো ও ক্ষীর লোসেন ও রকমারি শিষ্য দেখে চৈতন্য চরিতামৃতের মতে।

" যিনি গুরু তিনি কৃষ্ণ না ভাবিও আন্।
গুরু তুষ্টে কৃষ্ণ তুষ্ট জানিবা প্রমাণ।।
প্রেমাবাধ্যা রাধাসমা তুমিলো যুবতি।
রাখলো গুরুর মান যা হয় যুকতি।। "

—প্রভৃতি উপদেশ দিয়ে থাকেন। এ সওয়ায় গোঁসাইরা অগুর-টেকরে (মুদ্দফরাস্) কাজও করে থাকেন—পাঁচ সিকে পেলে মন্তরও দেন, মড়াও ফেলেন ও বেওরারিস বেওয়া মলে এঁরা তার উত্তরাধিকারী হয়েরসেন। একবার মেদিনীপুরে এক বৃকোদ গোঁসাই বড় জব্দ হয়েছিলেন! এখানে সে উপ-কথাটিও বলা আবশ্যক—

পূর্ব্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে বৈষ্ণব তন্ত্রের গুরুপ্রসাদী প্রথা প্রচলিত ছিল—নতুন বিবাহ হলে গুরুসেবা না করে স্বামি—সহবাস করবার অনুমতি ছিল না। বেতালপুরের রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী পাড়াগাঁ অঞ্চলে এক জন বিশিষ্ট লোক। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে পাঁচ বিঘা আওলাৎ ঘেরা ভদ্রাসন বাড়ী, সকল ঘর গুলি পাকা, কেবল চণ্ডীমণ্ডপ ও দেউড়ীর সাম্নের বৈঠ-কখানা উলু দিয়ে ছাওয়া। বাড়ির সামনে দুটী শিবের মন্দির, একটি সান বাঁধানো পুষ্করিণী, তাতে মাছও বিলক্ষণ ছিলো। ক্রিয়ে কর্ম্মে চক্রবর্ত্তীকে মাছের জন্যে ভাব্‌তে হতো্‌ না"। এ সওয়ায় ২০০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী, চাসের জন্য পাঁচ খানা লাঙ্গল, পাঁচ জন রাখাল চাকর, পাঁচ জোড়া বলদ, নিয়ত

নিযুক্ত ছিলো। চক্রবর্ত্তীর উঠোনে দুটী বড় বড় ধানের মরাই ছিলো। গ্রামস্থ ভদ্র লোক মাত্রেই চক্রবর্ত্তীকে বিলক্ষণ মান্য কত্তেন ও তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে এসে পাশা খেল্‌তেন। চক্রবর্ত্তীর ছেলে পুলে কিছুই ছিল না, কেবল এক কন্যা মাত্র, সহরের ব্রকভানু চাটুর্য্যের ছেলে, হরহরি চাটুর্য্যের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়, বিয়ের সময় বর কনের বয়স্ ১০।৫ বছুরের বেশী ছিলো না, সুতরাং জামাই নিয়ে যাওয়া কি মেয়ে আনা কিছু দিনের জন্য বন্ধ ছিলো। কেবল পাল পার্ব্বণে, পিটে সংক্রান্তি ও ষষ্ঠির বাটায় তত্ত্ব তাবাস্ চল্‌তো।

ক্রমে হরহরি বাবু কালেজ্ ছাড়্‌লেন, এ দিকে বয়স্ও কুড়ি একুস্ হলো, সুতরাং চক্রবর্ত্তী জামাই নে যাবার জন্য স্বয়ং সহরে এসে ব্রকভানু বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্লেন। ব্রক-ভানু বাবু চক্রবর্ত্তীকে কয় দিন বিলক্ষণ আদরে বাড়িতে রাখ্‌লেন, শেষে উত্তম দিন দেখে হরহরিরে সঙ্গে দিয়ে পা-ঠালেন। এক জন দরওয়ান, এক জন সরকার ও এক জন চাকর হরহরি বাবুর সঙ্গে গ্যালো।

জামাই বাবু তিন চার দিনে বেতালপুরে পৌছিলেন। গাঁয়ে সোর পড়ে গ্যালো চক্রবর্ত্তীর সহরে জামাই এসেছে, গাঁয়ের মেয়েরা কাজকর্ম্ম ফেলে ছুটোছুটি জামাই দেখ্‌তে এলো। ছোঁড়ায়া সহুরে লোক প্রায় দ্যাখে নি ; সুতরাং পালে পালে এসে হরহরি বাবুরে ঘিরে বস্‌লো-চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমণ্ডপ লোকে রৈ রৈ কত্তে লাগ্‌লো ; এক দিকে আশ্ পাস্ থেকে মেয়েরা উঁকী মাচ্চে ; এক পাশে কতক গুলো গোডিমওয়ালা ছেলে ন্যাংটা দাঁড়িয়ে রয়েচে , উঠানে বাজে লোক ধরে না। শেষে জামাই বাবুকে জল যোগ কববার জন্য বাড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়া হলো। পূর্ব্বে জল যোগের যোগাড়

করা হয়েচে—পীড়েঁর নীচে চার দিকে চারটি সুপুরি দেওয়া হয়েছিলো, জামাই বাবু যেমন পীড়েঁয় পা দিয়ে বস্‌তে যাবেন অমনি পীড়ে গড়িয়ে গ্যালো, জামাই বাবু ধুপ্ করে পড়ে গ্যালেন—শালী শেলোজ মহলে হাসির গর্‌রা পড়্‌লো (জলযোগের সকল জিনিস গুলিই ঠাট্টাপোরা) মাটির কালো জাম, ময়দা ও চেলের গুঁড়ির সন্দেশ, কাটের আক ও বিচালির জলের চিনির পানা, জলের গেলাসে ঢাকুনি দেওয়া আরসুলো মাকোসা, পানের বাটায় ছুঁচো ও ইদুঁর পোরা। জামাই বাবু অতিকষ্টে ঠাট্টার যন্ত্রণা সহ্য করে বাইরে এলেন। সমবয়সী দু চার শালা সম্পর্কের জুটে গ্যালো, সহরের গল্প, পাড়াগাঁর তামাসা ও রঙ্গেই দিনটি কেটে গ্যালো।

রজনী উপস্থিত—সন্ধে হয়ে গিয়েচে—রাখালরা বাঁশী বাজাতে বাজাতে গরুর পাল নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্চে। এক একটি পরম সুন্দরী স্ত্রীলোক কলসী কাঁকে করে নদীতে জল নিতে আস্‌চে—লম্পট-শিরোমণি কুমুদরঞ্জন যেন তাদের দেখবার জন্যই বাঁশঝাড়ের ও তাল গাছের পাশ থেকে উঁকি মাচ্চেন। ঝিঁ ঝিঁ পোকা ও উইচিংড়িরা প্রাণপণে ডাকচে। ভাম্, খটাস ও ভোঁদোড়রা শিবের ভাঙ্গা মন্দির ও পড়ো বাড়িতে ঘুরে ব্যাড়াচ্চে। চামচিকে ও বাদুড়রা খাবার চেষ্টায় বেরিয়েচে—এমন সময় এক দল শিয়াল ডেকে উঠ্‌লো এক প্রহর রাত্তির হয়ে গ্যালো। ছেলেরা জামাই বাবুরে বাড়ির ভেতর নিয়ে গ্যালো, পুনরায় নানা রকম ঠাট্টা ও আদল খেয়ে—জামাই বাবু নির্দ্দিষ্ট ঘরে শুতে গ্যালেন।

বিবাহের পর পুনর্ব্বিবাহের সময়ও জামাই বাবু শ্বশুরালয়ে যান নাই, সুতরাং পাঁচ বৎসরের সময় বিবাহকালে যা স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিলো, তখন দুই জনেই বালক বালিকা

ছিলেন, সুতরাং হবহরি বাবুর নিদ্রে হবার বিষয় কি। আজ স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হবে, স্ত্রী মান করে থাক্‌লে তিনি কলেজী এজুকেশন ও ব্রহ্মজ্ঞান মাথায় তুলে পায়ে ধরে মান ভাঙ্গবেন এবং এর পর যাতে স্ত্রী লেখা পড়া শিকে ও চির হৃদয়তোষিকা হন, তার বিশেষ তদ্বিব কত্তে হবে। বাঙ্গালির স্ত্রীরা কি দ্বিতীযা "মিস্‌ ষ্টৌ, মিস্‌ টমসন ও মিসেস বব্‌ করলি ও লেডি লিটন, বুলুয়ার লিটন" হতে পাবে না? বিলিতি স্ত্রী হুতে ববং এরা অনেক অংশে বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মশীলা—তবে ক্যান বড়ী দিয়ে, পুতুল খেলে, ঝকড়া ও হিংসায় কাল কাটায়? সীতা, সাবিত্রী, সতী, সত্যভামা, শকুন্তলা, কৃষ্ণাও তো এই এক খনির মণি? তবে এঁরা যে কয়লা হয়ে চির-কাল ফব্‌নেসে বদ্ধ হয়ে পোড়েন ও পোড়ান সে কেবল বাপ মা ও ভাতাব বর্গের চেষ্টা ও তদ্বিরেব ক্রটিমাত্র। বাঙ্গালি সমাজেব এমনি এক চমৎকার রহস্য যে, প্রায় কোন বংশেই স্ত্রী পুরুষ উভয়ে কৃতবিদ্য দেখা যায় না বিদ্দেসাগরেব স্ত্রীব কয় তো বর্ণপবিচয় হয় নাই, গঙ্গাজলেব ছড়া—সাকবিদেব মাদুলি—ও বালসিব চর্ম্মামেত্তো নিয়েই ব্যতিব্যস্ত"! এ ভিন্ন জামাই বাবুব মনে নানা রকম খেয়াল উঠ্‌লো, ক্রমে সেই সব ভাব্‌তে ভাব্‌তে ও পথের ক্লেশে অঘোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌লেন। শেষে বেলা এক প্রহরের সময় মেয়েদেব ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গ্যালো—দেখেন যে ব্যালা হয়ে গিয়েচে—তিনি একলা বিছানায় শুয়ে আছেন।

এ দিকে চক্রবর্ত্তীর বাড়িব গিন্নিরা পবস্পর বলাবলি কত্তে লাগ্‌লেন যে "তাইতো গা জামাই এসেচেন, মেয়েও ষেটের কোলে বছর পোনেরো হলো, এখন প্রভুকে খবর দেওয়া আবশ্যক" সুতরাং চক্রবর্ত্তী পাঁজি দেখে উত্তম দিন স্থির

করে প্রভুর বাড়ি খবব দিলে—প্রভু, তূরী খন্তী ও'খোল নিয়ে উপস্থিত হলেন। গুরুপ্রসাদির আয়োজন হঁতে লাগ্‌লো!

হবহবি বাবু গুরুপ্রসাদিব কিছুমাত্র জানতেন না, গোঁসাই দলবল নিয়ে উপস্থিত, বাড়িব সকলে শশব্যস্ত, স্ত্রী নতুন কাপড় ও সর্ব্বালঙ্কাবে ভূষিত হয়ে ব্যাড়াচ্চে; তিনি এসে অবধি যুবতী স্ত্রীর সহবাসে বঞ্চিত হয়ে রয়েচেন। সুতবাং এতে নিতান্ত সন্দিগ্ধ হবে এক জন ছেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন "ওহে আজ বাড়িতে কিসেব ধুম?" ছোকরা বল্লে "জামাই বাবু তা জান না, আজ আমাদের —গুরুপ্রসাদি হবে।"

"আমাদেব গুরুপ্রসাদি হবে" শুনে হবহরি বাবু একেবাবে. তেলেবেগুনে জ্বলে গ্যালেন ও কি প্রকাবে গুরুপ্রসাদি হতে স্ত্রী পবিত্রাণ পান, তাবি তদ্বিবে ব্যস্ত বইলেন।

কর্ত্তব্য কর্ম্মেব অনুষ্ঠান কত্তে সাধুবা কোন বাধাই মানেন না বলেই যেন দিনমণি কমলিনীর মনোব্যাথায় উপেক্ষা কবে অস্ত গ্যালেন। সন্ধ্যাবধূ শাঁক, ঘণ্টা ও ঝিঁ ঝিঁ পোকাব মঙ্গল শব্দেব সঙ্গে স্বামীব অপেক্ষা কত্তে লাগ্‌লেন। প্রিয়সখী প্রদোষ দূতীপদে প্রতিষ্ঠিত হযে নিশানাথকে সম্বাদ দিতে গ্যালেন। নববধূব বাসরে আমোদ কব্‌বার জন্য তাবাদল একে একে উদয় হলেন, কুমুদিনী স্বচ্ছ সবোববে ফুট্‌লেন— হৃদয়রঞ্জনকে পবকীয় রসাস্বাদনে গমনোদ্যত দেখেও তাঁর মনে কিছুমাত্র বিবাগ হয নাই - কাবণ চন্দ্রেব সহস্র কুমুদিনী আছে কিন্তু কুমুদিনীব একমাত্র তিনিই অনন্যগতি। এদিকে নিশানাথ উদয় হলেন—শেযালবা যেন স্তব পাঠ কত্তে লাগ্‌লো—ফুলগাছেবা ফুলদল উপহাব দিতে লাগ্‌লো দেখে আহ্লাদে প্রকৃতি সতী হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

চক্রবর্ত্তীর বাড়ির ভিতর বড় ধূম! গোস্বামী ববের মত সজ্জা করে জামাই বাবুর শোবার ঘরে গিয়ে শুলেন, হরহরি বাবুর স্ত্রী নানালঙ্কার পরে ঘরে ঢুক্‌লেন, মেয়েরা ঘরের কপাট ঠেলে দিয়ে ফাঁক থেকে আড়ি পেতে উঁকি মাত্তে লাগ্‌লো।

হরহরি বাবু ছোড়ার কাছে শুনে একগাছি রুল নিয়ে গোস্বামীর ঘরে শোবার পূর্ব্বেই খাটের নীচে লুকিয়ে ছিলেন; এক্ষণে দেখলেন যে স্ত্রী ঘরে ঢুকে গোস্বামীকে একটি প্রণাম করে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগ্‌লে, প্রভু খাটে থেকে উঠে স্ত্রীর হাত ধরে অনেক বুঝিয়ে শেষে বিছানায় নিয়ে গ্যালেন, কন্যাটি কি করে। "বংশপরম্পরানুগত ধর্ম্মের অন্যথা কল্লে মহাপাপ" এটি চিত্তগত আছে, সুতরাং আর কোন আপত্তি কল্লে না—শুড শুড করে প্রভুর বিছানায় গিয়ে শুলো প্রভু কন্যার গায়ে হাত দিয়ে বল্লেন বল " আমি রাধা তুমি শাম" কন্যাটিও অনুমতি মত " আমি রাধা তুমি শাম" তিন বার বলেচে এমন সময় হরহরি বাবু আর থাকতে পাল্লেন না, খাটের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে এই " কাঁদে বাড়ি বলরাম" বলে গোস্বামীকে রুল সই কত্তে লাগ্‌লেন; ঘরের বাইরে ন্যাড়া বষ্টুমরা খোল খত্তাল নিয়ে ছিলো—প্রভু প্রসাদিকৃত্য সেরে ভিতর থেকে হরিবোল দিলে খোল খত্তাল বাজাবে; গোস্বামীর রুল সইয়ের চীৎকারে তারা হরিধ্বনি ভেবে দেদার খোল বাজাতে লাগ্‌লো, মেয়েরা উলু দিতে লাগ্‌লো, কাঁশোর ঘন্টা শাঁকের শব্দে হুলস্থূল পড়ে গ্যালো হরহরি বাবু হঠাৎ দরজা খুলে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে, একেবারে থানার দারোগার কাছে গিয়ে সমস্ত কথা ভেঙ্গে বল্লেন, দারোগা ভদ্দরলোক ছিলেন (অতি কম প্যাওয়া যায়) তাঁরে অভয় দিয়ে সে দিন যথা সমাদরে বাসায় রেখে তার

পর দিন বরকন্দাজ মোতাযেন দিযে বাড়ি পাঠিযে দিলেন। এ দিকে সকলের তাক লেগে গ্যালো “ যা ইনি ক্যামন করে ঘবে ছিলেন।” শেষে সকলে ঘরে গিয়ে দ্যাখে যে, গোস্বামীর দাঁতে কপাটি লেগে গ্যাচে, অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে আচেন, বিছানায় রক্তের নদী বচ্চে। সেই অবধি গুরুপ্রসাদি উঠে গ্যালো, লোকের চৈতন্য হলো, প্রভুরাও ভয় পেলেন। বর্ত্তমানে যে যে গ্রামে গুরুপ্রসাদি চলিত আছে, প্রভুরা আর স্বয়ং যান না, অনুমতিতেই কাজ নির্ব্বাহ হয়।

আর এক বার এক সহরে গোঁসাই এক বেণের বাড়ী কেষ্টলীলা কবে জব্দ হযেছিলেন, সেটিও এই বেলা বলে নিই। রামনাথ সেন ও শামনাথ সেন দুই ভাই, সহরে চার পাঁচটা হৌসের মুচ্ছুদ্দি, দিন কতক বাবুদের বড় জলজলা হয়ে উঠেছিলো—চোকুড়ী, ভেঁপু, মোসাহেব ও রাঁড়ের ছড়াছড়ি। উমেদার, বেকার রেকমেণ্ড চিঠীওয়ালা লোকে বৈঠকখানা থৈ থৈ কত্তো; বাবুরা নিয়ত বাগান, চোহেল ও আমোদেই মত্ত থাক্‌তেন, আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধু বান্ধবেই বাবুদের কাজ কর্ম্ম দেখ্‌তেন। এক দিন রবিবার বাবুরা বাগানে গিয়েচেন এই অবকাশে বাড়ীর প্রভু,—খুন্তী, খোল ও ভেঁপু নিয়ে উপস্থিত, বাড়ীর ভেতরে খপর গ্যালো। প্রভুকে সমাদরে বাড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়া হলো, সকল মেয়েরা একত্র হলেন চৈতন্য চরিতামৃত ও ভাগবতের মতে বেছে বেছে গোছালো গোছালো লীলে আরম্ভ কল্লেন। ক্রমে লীলা শেষ করে গোস্বামী বাড়ী ফিরে যান—এমন সময় ছোট বাবু এসে পড়লেন। ছোট বাবুর কিছু সাহেবী মেজাজ, প্রভুকে দেখেই তেলে বেগুনে জ্বলে গেলেন ও অনেক কষ্টে আন্তরিক ভাব গোপন করে জিজ্ঞাসা কল্লেন কেমন প্রভু! ভাগবতের মতে লীলে দ্যাখান

হলো ?” প্রভু ভয়ে আম্‌তা আম্‌তা গোছের আজ্ঞা হাঁ করে সেরে দিলেন। ছোট বাবুর কাছে এক জন মুখোড় গোছের কায়স্থ মোসাহেব ছিলো, সে বল্লে, হুজুর! গোঁসাই সকল রকম লীলে করে চল্লেন, কিন্তু গোবর্দ্ধন ধারণটা হয় নি, অনুমতি করেন তো প্রভুকে গোবর্দ্ধন ধারণটাও করে দেওয়া যায়, সেটা বাকী থাকে কেন? ছোট বাবু এতে সম্মত হলেন, শেষে দরওয়ানদের হুকুম দেওয়া হলো—দরজার পাশে একখান দশ বার মোণ পাথর পড়ে ছিলো, জন কতকে ধরে এনে গোস্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে, পাথরের চাপানে গোস্বামীর কোমর ভেঙ্গে গ্যালো। সেই অবধি প্রভুরা ত্যামন্ ত্যামন্ স্থলে লীলা কত্তে আর স্বয়ং জান না—প্রয়োজন হলে রকমারি শিষ্যারা স্বয়ং প্রভুর বাড়ী পাল্‌কী চড়ে উপস্থিত হন।

এ দিকে বারোইয়ারি তলায় কেত্তন বন্ধ হয়ে গ্যাল, কেত্তনের শেষে এক জন বাউল সুর করে এই গানটি গাইলে।

বাউলের সুর।

আজব সহর কল্‌কেতা।
রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা।
হেতা ঘুটে পোড়ে গোবর হাঁসে বলিহারি ঐক্যতা,
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদ্‌মাইসির ফাঁদ পাতা।
পুঁটে তেলির আশা ছড়ি, শুড়ি সোণার বেনের কড়ি,
খ্যামটা খান্‌কির খাসা বাড়ি, ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা।
হদ্দ হেরি হিন্দুয়ানি, ভিতর ভাঙ্গা ভড়ং খানি,
পথে হেগে চোক্‌রাঙ্গানি, লুকোচুরির ফেরগাঁতা।
গিল্‌টি কাজে পালিস করা, রাঙ্গা টাকায় তামা ভরা,
হুতোম দাসে স্বরূপ ভাসে, তফাৎ থাকাই সার কথা।

গানটি শুনে সকলেই খুসি হলেন; বাউলে চার আনার পয়সা বক্‌সিস পেলে; অনেকে আদর করে গানটি শিকে নও লিখে নিলেন।

বারোইয়ারি পূজো শেষ হলো, প্রতিমে খারি আট দিন রাখা হলো, তার পর বিসর্জ্জন করবার আয়োজন হতে লাগ্‌লো। আমমোক্তার কানাইধন বাবু পুলিস হতে পাস করে আন্‌লেন। চার দল ইংরেজি বাজনা, সাজা তুরুক-সোয়ার, নিশেন ধরা ফিরিঙ্গি, আশা শোটা, ঘড়ি ও পঞ্চাশটা ঢাক একত্র হলো। বাহাদুরী কাট তোলা চাকা একত্র করে গাড়ির মত করে তাতেই প্রতিমে তোলা হলো, অধ্যক্ষেরা প্রতিমের সঙ্গে সঙ্গে চল্লেন, দু পাশে সঙেরা শার বেঁদে চল্লো। চিৎপুরের বড় রাস্তা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, বাঁড়েরা ছাতের ও বারাণ্ডার উপোর থেকে রূপো বাঁদান হুকোয় তামাক খেতে খেতে তামাসা দেখ্‌তে লাগ্‌লো, রাস্তার লোকেরা হাঁ করে চল্‌তি ও দাঁড়ানো প্রতিমে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। হাটখোলা থেকে যোড়াসাঁকো ও মেছো বাজার পর্য্যন্ত ঘোরা হলো, শেষে গঙ্গাতীরে নিয়ে বিসর্জ্জন করা হয়। অনেক পরিশ্রমে যে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিলো, আজ তারি শ্রাদ্ধ ফুরুলো। বীরকৃষ্ণ দাঁ ও আর আর অধ্যক্ষেরা অত্যন্ত বিষণ্ণ বদনে বাড়ি ফিরে গ্যালেন। বাবুদের ভিজে কাপড় থাক্‌লে অনেকেই বিবেচনা কত্তো যে বাবুরা মড়া পুড়িয়ে এলেন!

বারোইয়ারি পূজোর সম্বৎসরের মধ্যেই বীরকৃষ্ণ দাঁর বাজার দেনা চেগে উঠ্‌লো, গদি ও আড়ত উঠে গ্যাল, শেষে ইনশালভেন্ট নিয়ে ফরেশডাঙ্গায় গিয়ে বাস করেন, কিছু দিন বাদে হঠাৎ ঘর চাপা পড়ে মরে গ্যালেন! আমমোক্তার

কানাইধন দত্তজা সুপ্রিমকোর্টে জাল সাক্ষী দেওয়া অপরাধে সরবার্টপিল সাহেবের বিচারে চোদ্দবছবের জন্য ট্রান্সপোর্ট হলেন, তাঁর পরিবারেরা কিছু কাল অত্যন্ত দুঃখে বাল কাটিয়ে শেষে মুড়িমুড়কির দোকান করে দিনপাত কত্তে লাগ্‌লো। মুড়িঘাটা লেনের হজুর কোন বিশেষ কারণে বারইয়ারি পূজোর মধ্যেই কাশী গ্যালেন। প্যালানাথ বাবু এক দিন কতকগুলি বাই ও মেয়ে মানুষ নিয়ে বোটে করে কোম্পানির বাগানে ব্যাড়াতে যাচ্ছিলেন, পথে আচম্‌কা একটা বড ঝড উঠ্‌লো, মাজিবে অনেক চেষ্টা কল্লে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, শেষে বোটখানি একেবারে একটা চড়ার উপব উল্‌টে পড়ে চুরমাব হয়ে ডুবে গ্যালো। বাবু বড মানুষের ছেলে, কখন সাঁতার দেন নাই, সুতরাং জলেব টানে কোথায় যে গিয়ে পড্‌লেন, তার অদ্যাপি নির্ণয় হয নাই। মুকুয্যেদেব ছোট বাবু ক্রমে ভারি গাঁজাখোব হয়ে পড্‌লেন, অনবরত গাঁজা টেনে তাঁর যক্ষ্মাকাশ জন্মালো, আরাম হবার জন্যে তারকেশ্বরের দাড়ি রাখ্‌লেন, বাল্‌সীব চরণামৃত খেলেন, সার্ফবিদের মাদুলি ধাবণ কল্লেন কিন্তু কিছুতে কিছু হলো না, শেষে বিবাগী হয়ে কোথায় যে বেরিয়ে গ্যাছেন, আজও তাঁর ঠিকেনা হয় নাই। প্রধান দোয়ার গবারাম গাওনা ছেড়ে পৈতৃক পেশা গিল্‌টী অবলম্বন করে কিছু কাল সংসার চালাচ্ছিলেন, গত পূজোর সময় পক্ষাঘাত রোগে মবেচেন। পচ্চু বাবু অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুর ও আব আব অধ্যক্ষ ও দোয়ারেরা এখনও বেঁচে আচেন, তাঁদের যা হবে, তা এর পবে বক্তব্য।

হুজুক।

সাধারণে কথায় বলেন " হুনবেচীন " ও " হুজুগে বাঙ্গাল " কিন্তু হুতোম বলেন " হুজুকে কল্‌কেতা। " হেতা নিত্য নতুন নতুন হুজুক, সকল গুলিই সৃষ্টি ছাড়া ও আজগুব। কোন কাজ কর্ম্ম না থাক্‌লে " জ্যাটাকে গঙ্গাযাত্রা " দিতে হয়, সুতরাং দিবা রাত্র হুঁকো হাতে করে থেকে গল্প করে তাস ও বড়ে টিপে রাতকর্ম্ম কত্তে কত্তে নিকর্ম্মা লোকেরা যে আজগুব, হুজুক্ তুল্‌বে, তার বড় বিচিত্র নয়। পাঠক! যত দিন বাঙ্গালীর বেটর অকুপেসন না হচ্চে, যত দিন সামাজিক নিয়ম ও বাঙ্গালির বর্ত্তমান গার্হস্থ প্রণালীর রিফরমেসন না হচ্চে, তত দিন এই মহান্ দোষের মুলোচ্ছেদের উপায় নাই। ধর্ম্মনীতিতে যাঁরা শিক্ষা পান নাই, তাঁরা মিথ্যার যাথার্থ অর্থ জানেন না, সুতরাং অক্লেশে আটপৌরে ধুতির মত ব্যবহার কত্তে লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হন না।

ছেলেধরা।

আমরা ভূমিষ্ঠ হয়েই শুনলেম, সহরে ছেলে ধরার বড় প্রাদুর্ভাব। কাবুলি মেওয়া ওলারা ঘুরে ঘুরে ছেলে ধরে কাবুলে নিয়ে যায়, সেথায় নানাবিধ মেওয়া ফলের বিস্তর বাগান আছে, ছেলেটাকে তারি একটা বাগানের ভেতর ছেড়ে দ্যায়, সে অনবরত পেটপুরে মেওয়া খেয়ে খেয়ে যখন একেবারে ফ্‌লে ওঠে—বং দুদে আল্‌তার মত হয়, অ্যামন কি, টুকি

মাজে' রক্ত বেরোয়, তখন এক কড়া ঘি চড়িয়ে ছেলেটাকে ঐ কড়ার উপর উপরপানে পা করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়; ক্রমে কড়ার ঘি টগ্ বগিয়ে ফুটে উঠলে ছেলের মুখ দিয়ে রক্ত বেরুতে আরম্ভ হয় ও সেই রক্ত টোসা টোসা ঘিয়ের কড়ার উপর পড়ে; ক্রমে ছেলের সমুদায় রক্ত বেরিয়ে এলে নানাবিধ মেওয়া ও মিছ্‌রির কোড়ন দিয়ে কড়াটি নাবান হয়। নবাব ও বড় বড় মোসলমানেরা তাই খান। আমরা এই ভয়ানক কথা শুনে অবধি একলা বাড়ির বাহিরে প্রাণান্তেও যেতেম না ও সেই অবধি ন্যেড়েদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা জন্মে গ্যালো।

প্রতাপচাঁদ।

আমরা বড় হলেম, হাতে খড়ি হলো, এক দিন গুরু মহাশয়ের ভয়ে চাকরদের কাছে লুকিয়ে রয়েচি, এমন সময় চাকররা পরস্পর বলাবলি কচ্চে যে, "বৰ্দ্ধমানের রাজা প্রতাপচাঁদ এক বার মরে ছিলেন, কিন্তু আবার ফিরে এসেচেন, বৰ্দ্ধমানের রাজত্ব নেবার জন্য নালিশ করেচেন, সহরের তাবৎ বড় মানুষরা তাঁকে দেখ্‌তে যাচ্চেন—এ বারে পরাণ বাবুর সর্ব্বনাশ; পুষ্যিপুত্তুর বামঙ্গুর হবে।" নতুন জিনিস হলেই ছেলেদের কৌতূহল বাড়িয়ে দ্যায়, শুনে অবধি আমরা অনেকেরই কাছে খুট্‌রে খুট্‌রে রাজা প্রতাপচাঁদের কথা জিজ্ঞাসা কত্তেম, কেউ বল্‌তো "তিনি এক দিন এক রাত জলে ডুবে থাক্‌তে পারেন," কেউ বল্‌তো "তিনি গুলিতেও মরেনি—রাণী বলেচেন, তিনিই রাজা প্রতাপচাঁদ—ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে লক্কে কাণ কেটে গিয়েছিলো, সেই কাটাতেই তাঁর ভগ্নী

চিনে ফেল্লেন।” কেউ বল্লে “তিনি কোন মহাপাপ করে-ছিলেন, তাই যুধিষ্ঠিরদেব মত অজ্ঞাত বাসে গিয়েছিলেন, বাস্তবিক তিনি মরেন নি, অম্বিকা কাল্নায় যখন তাঁরে দাহ কত্তে আনা হয়, তখন তিনি বাক্সের মধ্যে ছিলেন না, শুদ্ধ বাক্স পোড়ান হয়” সহরে বড় হুজুক পড়ে গ্যালো, প্রতাপ-চাঁদের কথাই সর্ব্বত্র আন্দোলন হতে লাগ্‌লো।

কিছু দিন এই রকমে যায়—এক দিন হঠাৎ শুনা গ্যালো, সুপ্রিম-কোর্টের সূক্ষ্ম বিচারে প্রতাপচাঁদ জাল হয়ে পড়ে-চেন। সহরের নানাবিধ লোক, কেউ সুবিধে কেউ কুবিধে—কেউ বল্লে, “তিনি আসল প্রতাপচাঁদ নন”—কেউ বল্লে, “ভাগ্যি দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন, তাই জাল প্রুব হলো। তা নয় হোলে পরাণ বাবু টেরটা পেতেন।” এদিকে প্রতাপ-চাঁদ জাল সাব্যস্ত হয়ে বরানগরে বাস কল্লেন। সেথায় বুজ রুক হন—খানৃকি, ঘুসকি ও গেরস্ত মেয়েদের ম্যালা লেগে গ্যালো, প্রতাপচাঁদ না পারেন, হ্যান কর্ম্মই নাই। ক্রমে চল্‌তি বাজনার মত প্রতাপচাঁদের কথা আর সোনা যায় না প্রতাপচাঁদ পুরোনো হলো আমরা ও পাঠশালে ভর্ত্তি হলেম।

মহাপুরুষ।

পাঠক! পাঠশালা যমালয় হতেও ভয়ানক—পণ্ডিত ও মাষ্টার যেন বাগ বিবেচনা হচ্চে! এক দিন আমরা স্কুলে এক-টার সময়ে ঘোড়া ঘোড়া খেল্‌চি এমন সময় আমাদের জল-তোলা বুড়ো মালী বল্লে যে, “ভূকৈলেসে রাজাদের বাড়ি এক জন মহাপুরুষ এসেচেন, মহাপুরুষ সত্যযুগের মানুষ, গায়ে বড় বড় অশোদ গাছ ও উইয়ের ঢিপী হয়ে গিয়েচে—

চোক্ বুজে ধ্যান কচ্চেন, ধ্যান ভঙ্গ হয়ে চক্ষু খুল্লেই সমুদয় ভস্ম করে দেবেন।" শুনে আমাদের বড় ভয় হলো! ইস্কুলে ছুটি হলে আমরা বাড়িতে এসেও মহাপুরুষের বিষয় ভাবতে লাগলেম; লাটু, ঘুড্ডী, ক্রকেট ও পায়রা পড়ে রইলো—মহাপুরুষ দ্যাখবার ইচ্ছা ক্রমে বলবতী হয়ে উঠলো শেষে আমরা দৌড়ে ঠাকুরমার কাছে গেলুম।

আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা রোজ রাত্তিরে শোবার সময় "বেঙ্গমা—বেঙ্গমী" "পায়রা বাজা" "বাজপুত্তুর পাত্তরের পুত্তুর, সওদাগরের পুত্তুর ও কোটালের পুত্তুর চার বন্ধু" "তালপড়বের খাঁড়া জাগে, ও পক্ষিবাজ ঘোড়া জাগে" ও "সোণার কাটি রূপোর কাটি" প্রভৃতি কত রকম উপকথা কইতেন। কবিকঙ্কণ ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন—আমরা শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌তুম।—হায়! বাল্যকালের সে সুখসময় মরণকালেও স্মরণ থাক্‌বে—অপরিচিত সংসার হৃদয় কমল কুসুম হতেও কোমল বোধ হতো, সকলেই বিশ্বাস ছিলো, ভূত, পেত্নী ও পরমেশ্বরের নামে শরীর লোমাঞ্চ হতো—হৃদয় অনুতাপ ও শোকের নামও জান্‌ত না—অমর বর পেলেও সেই সুকুমার অবস্থা অতিক্রম কত্তে ইচ্ছা হয় না।

আমরা শোবার সময় ঠাকুরমাকে সেই মালির মহাপুরুষের কথা বল্লেম—ঠাকুরমা শুনে খানিক ক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন ও শেষে এক জন চাকরকে পর সকালে মহাপুরুষের পায়ের ধুলো আন্তে বলে দিয়ে মহাপুরুষের বিষয়ে আরো দু এক গল্প বল্লেন,

ঠাকুরমা বল্লেন—বছর আশি হলো (ঠাকুরমার তখন নতুন বিয়ে হয়েচে) আমাদের বারাণসী ঘোষ কাশী যাবার

সময়, পথে জঙ্গলের ভেতর ঐ রকম এক মহাপুরুষ দ্যাখেন। সেই মহাপুরুষও ঐ রকম অচৈতন্য হয়ে ধ্যানে ছিলেন। মাজিরে ধরাধরি করে নৌকোয় তুলে আনে। বারাণসী তাঁকে বড় যত্ন করে নৌকোয় রাখ্‌লেন। তখন ছাপ্‌ঘাটীর মোহানায় জল থাক্‌তো না বলে কাশীর যাত্রীরে বাদাবনের ভেতর দিয়ে আস্‌তেন, সুতরাং বারাণসীকেও বাদা দিয়ে আস্‌তে হলো। এক দিন বাদাবনের ভিতর দিয়ে গুণ টেনে নৌকো যাচ্চে, মাজী ও অন্য অন্য লোকেরা অন্যমনস্ক হয়ে রয়েচে, এমন সময় জলের ধারে ঠিক ঐ রকম আর এক জন মহাপুরুষ নৌকোর গলুয়ের কাছে বসে ধ্যানে ছিলেন,এরি মধ্যে ড্যাঙ্গার মহাপুরুষও হাস্‌তে হাস্‌তে নৌকোর উপর এসে নৌকোর মহাপুরুষের হাত ধরে নিয়ে জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে গ্যালেন, মাজী অন্য অন্য লোকেরা হাঁ করে রইলো। বারাণসী বাদাবন তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন,কিন্তু আর মহাপুরুষদের দেখ্‌তে পেলেন না, এঁরা সব সেকালের মনি ঋষি, কেউ দশ হাজার কেউ বিশ হাজার বৎসর তপিস্যে কচ্চেন, এঁরা মনে কল্লে সব কত্তে পারেন।

আর এক বার ঝিলিপুরের দত্তরা সোঁদর বন আবাদ কত্তে কত্তে ত্রিশ হাত মাটির ভিতরে এক মহাপুরুষ দেখেছিলো, তাঁর গায়ে বড বড় আশোদ গাছের শেকড় জমে গিয়ে ছিলো, আর শরীর শুকিয়ে চ্যালা কাঠের মত হয়ে ছিলো। দত্তরা অনেক পরিশ্রম করে তাঁরে ঝিলিপুরে আনে, মহাপুরুষও প্রায় এক মাস ঝিলিপুরে থাকেন, শেষে এক দিন রাত্তিরে তিনি যে কোথায় চলে গ্যালেন, কেউ তার ঠিকানা কত্তে পাল্লে না।—শুন্‌তে শুন্‌তে আমরা ঘুমিয়ে পড়্‌লেম।

তাঁর পর দিন সকালে রামা চাকর মহাপুরুষের পা্এর ধুলো এনে উপস্থিত কল্লে; ঠাকুরমা একটি বড জয়ঢাকের মত মাদুলিতে সেই ধুলো পূরে আমাদের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন, সুতরাং সেই দিন থেকে আমরা ভূত, প্রেৎনী, শাঁক্‌চূর্ন্নী ও ব্রহ্মদত্তিদের হাত থেকে কথঞ্চিৎ নিস্তার পেলেম!

ক্রমে আমরা পাঠশালা ছাড়্‌লেম—কালেজে ভর্ত্তি হলেম—সহাধ্যায়ী দু চার সমকক্ষ বড় মানুষের ছেলের সঙ্গে আলাপ হলো; এক দিন আমরা একটার সময় গোলদিগীর মাঠে ফড়িং ধরে খ্যালা কবে ব্যাডাচ্চি, এমন সময় আমাদের কেলাসের পণ্ডিত মহাশয় সেই দিকে ব্যাডাতে এলেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রথমে এক বড মানুষের বাড়ীর রাঁদুনী বামুন ছিলেন, এডুকেসন কৌন্সেলের সূক্ষ্ম বিবেচনায় সেন বাবুর সুপারিসে প্রিন্‌সিপালের কৃপায় পণ্ডিত হয়ে পড়েন; পণ্ডিত মহাশয় পান খেতে বড ভাল বাস্‌তেন, সুতরাং সকলেই তাঁকে যথাসাধ্য পান দিয়ে তুষ্টু কত্তে ক্রটি কত্তো না; পণ্ডিত মহাশয় মাটে আস্‌বা মাত্র ছেলেবা পান দিতে আরম্ভ কল্লে, আমরাও এক দোনা মিঠে খিলি উপহার দিলেম, পণ্ডিত মহাশয় মিঠেখিলি পচন্দ কত্তেন, পান পেয়ে আমাদের নাম ধরে বল্লেন, আবে হুতোম। "আর শুনেচো? ভূকৈলেসে রাজাদের বাড়ি যে একটা মহাপুরুষ ধরে এনেছিলো, ডাক্তার সাহেব তার ধ্যান ভঙ্গ কবে দিয়েচেন—প্রথমে রাজারা তার গায়ে গুল্‌ পুড়িয়ে দ্যান, জলে ডুবিয়ে রাখেন; কিন্তু কিছুতেই—ধ্যান ফক্ক হয় নাই। শেষে ডাক্তাব সাহেব এক আরক নিয়ে তার নাকের গোড়ায় ধল্লে তার চেতন হলো; এখন সেই মহাপুরুষ লোকের গাটিপে পয়স

নিচ্চে রাজাদের পাখা টেনে বাতাস কচ্চে বা পাচ্চে, তাঁই খাচ্চে, তার মহাপুরুষত্ব ভুর ভেঙে গ্যাছে!

পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনে আমরা তাক্ হয়ে পড়্লেম, মহাপুরুষের উপর যে ভক্তি টুকু ছিলো—মরিচবিহীন কর্পূরের মত—স্টপর হীন ইথরের মত একেবারে উপে গ্যালো। ঠাকুরমার মাদুলিটি তার পর দিনেই খুলে ফ্যালা হলো, ভূত, শাঁকচুন্নী, পেত্নীদের ভয় আবার বেড়ে উঠ্লো।

লালা রাজাদের বাড়ি দাঙ্গা।

আমরা স্কুলে আর এক কেলাস উঠলেম, রাঁড়ুনি বামুন পণ্ডিতের হাত এড়ানো গ্যালো। এক দিন আমরা পড়া বল্তে না পারায় জল খাবার ছুটির সময় গাধার টুপি মাথায় দিয়ে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কনফাইন্ হয়ে রয়েচি, মাষ্টার মশাই তামাক খাবার ঘরে জল খেতে গ্যাচেন (তাঁর ক্ষিদে বরদাস্ত হয় না কিন্তু ছেলেদের হয়) এক বামুন বাবুদের বাড়ীর ছোট বাবুমুখে শামা পাখির বোল—"বক বকম বক বকম" করে পায়রার ডাক ডেকে ঘুরে ব্যাড়াচ্চেন ও পনি টাট্টু সেজে কদম দ্যাখাচ্চেন, এমন সময় কাশীপুর অঞ্চলের এক জন ছোকরা বল্লে "যে কাল বৈকালে পাকপাড়ার লালা বাবুদের" (শ্রীবিষ্ণু। আজ কাল রাজা) "লালারাজাদের বাড়ি—এক দল গোরা মাতাল হয়ে এসে চার পাঁচ জন দরওয়ানকে বর্বশায বিঁদে গিয়েচে, রাজারা ভয়ে হাসন হোঁসেনের মত একটা পুরোণো পাত্কোর ভেতর লুকিয়ে প্রাণ রক্ষা করেচেন।" (বোধ হয় কেবল গীরগিটের অপ্রতুল ছিল) আর এক জন ছোকরা বলে উঠ্লো "আরে তা নয়,

আমার দাদার কাচে শুনিছি, রাজাদের বাড়ির সামনের একটা কাগ মেরে ছিলো বলে রাজাদের জমাদার সাহেবদের মাস্তে এসে, " আর একজন ছোকরা দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের মুখের কাছে হাত নেড়ে বল্লে, " আরে না হে না, ও সব বাজে কথা! আমারও বাড়ি টালাতে, রাজাদের বাড়ির পেছনে যে সেই বড় পগারটা আছে জান? তারি পাশে যে পচা পুকুর, সেই আমাদের খিড়্‌কি। রাজাদের এক জন আমলার ভাই ঠিক বানরের মত মুখ, তাই দেখে এক জন সাহেব ভেংচে ছিলো, তাতে আমলাও ভেংচোয়, তাতেই সাহেবরা বন্দুক পিস্তল নিয়ে দল বল সমেত এসে গুলি করে; অনেকে অনেক রকম কথা বল্‌চেন, এমন সময় মাষ্টার বাবু তামাক খাবার ঘর থেকে এলেন, ছোট বাবুর পনি টাটুর কদম্‌ ও " রক্ রকম্‌ " বন্দ হয়ে গ্যালো, রাজারা বাঁচ্‌লেন-- ঢং ঢং করে দুটো বাজ্‌লে কেলাস্‌ ব্রসে গ্যালো, আমরাও জল খেতে ছুটি পেলেম। আমরা বাড়ি গিয়ে রাজাদের ব্যাপার অনেকের কাছে আরো ভয়ানক রকম শুন্‌লেম, বাঙ্গালা কাগজ ওয়ালারা " এক দল গোরা বাজনা বাজিয়ে যাইতেছিল, দলের মধ্যে এক জনের জলতৃষ্টা পাইল, রাজাদের বাড়ি যেমন জল খাইতে যাইবে, জমাদার গলা ধাক্কা মারিয়া বাহির করিয়া দ্যায়, তাহাতেসঙ্গের কর্ণেল গুলি করিতে হুকুম দ্যান" প্রভৃতি নানা অজ্‌গুবী কথায় কাগজ পোরাতে লাগ্‌লেন। সহরের পূর্ব্বের বাঙ্গালা খবরের কাগজ বড় চমৎকারছিলো, " অমুক বাবুর মত দাতা কে! " " অমুক বাবুর মার শ্রাদ্ধে ক্রোর টাকা ব্যয় " (বাবু মুচ্ছুদ্দী মাত্র) " অমুক সাতাল জলে ডুবে মরেগেচে " " অমুক বেশ্যার নত খোয়া গিয়েচে, সন্ধান করে দিতে পাল্লে সম্পাদক তার পুরস্কার স্বরূপ

তাবে নিজ সহকারী কব্‌বেন” প্রভৃতি আলত কথাতেই পত্র পূরুতেন, কেউ গাল দিযে পয়সা আদায় কত্তেন, কেউ পয়সাব প্রত্যাশায় প্রশংসা কত্তেন—আজ কালও অনেক কাগজে চোবা গোপ্তান চলে।

শেষে সঠিক শোনা গ্যালো যে, এক জন দবওযানকে এক জন ফিবিঙ্গী শিকাবী বাক্‌বিতণ্ডায ঝকড়া কবে গুলি কবে।

ক্রশ্চানি হুজুক।

পাক্‌পাড়া বাজাদেব হংগামা চুকুতে চুকুতে হুজুক উঠ্‌লো “রণজিৎসিংহেব পুত্র দলিপ—ইস্থমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েচেন, তাঁব সঙ্গে সমুদায সীকেরা ক্রশ্চান হয়েচেন, ও জনকতক ভাট্‌পাড়ার ঠাকুবও ক্রশ্চান হবেন।” ভাট্‌পাড়াব গুরুগুষ্টিবে প্রকৃত হিন্দু, তাঁবা ক্রশ্চান হবেন শুনে অনেকে চম্‌কে উঠ্‌লেন. শেষে ভাট্‌পাড়াব বদলে পাতুবে ঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুবের পুত্র বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন বেবিযে পড়্‌লেন। সমধর্ম্মা কৃষ্ণমোহন কন্যা উচ্ছুগ্‌গু কবে দিলেন, এয়োরও অভাব রইলো না। সহবে যখন যে পড়্‌তা পড়ে, শীগ্‌গিব তাব শেষ হয় না, সেই হিড়ীকে এক জন ইস্কুল মাষ্টার কালীঘেটে হালদার, এক জন বেণে ও কায়স্থও ক্রশ্চান দলে বাড়্‌লো—দুচাব জন বড় বড় ঘবেব মেয়ে মানুষও অন্ধকাব থেকে আলোয এলেন। শেষে অনেকের চাল ফুঁড়ে আলো বেরুতে লাগ্‌লো, কেউ বিষযে বঞ্চিত হলেন, কেউ কেউ অনুতাপ ও দুববস্থাব সেবা কত্তে লাগ্‌লেন। ক্রশ্চানি হুজুক বাস্তাব চল্‌তি লণ্ঠনেব মত প্রথমে আস পাশ আলো

কবে, শেষে অন্ধকার করে চলে গ্যালো। আমরাও ক্রমে বড হয়ে উঠ্‌লেম—স্কুল আর ভাল লাগে না।

মিউটিনি।

পাঠকগণ। এক দিন আমরা মিছে মিছি ঘুরে বেড়াচ্চি, এমন সময় শুন্‌লেম, পশ্চিমের সেপাইরে খেপে উঠেচে, নানা সাহেবকে চাঁই করে ইংরেজদের রাজত্ব নেবে, দিল্লির ন্যেড়ে চীফ আবার "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" হবেন—ভারি বিপদ। সহরে ক্রমে হুল স্থূল পড়ে গ্যালো, চুনোগলী ও কসাইটোলার মেটে ইঁন্‌ক্রুস, পিদ্‌ক্রুস, গমিস, ডিস্‌ প্রভৃতি ফিরিঙ্গিরে খাবার লোভে ভলিন্‌টিয়ার হলেন, মাথালো মাথালো বাড়িতে গোরা পাহারা বস্‌লো, নানা রকম অদ্ভুত হুজুক উঠ্‌তে লাগ্‌লো—আজ দিল্লী গ্যালো,—কাল কানপুর হারানো হলো, ক্রমে পাশা খ্যালার হার কেত্তের মত ইংরেজরা উত্তর পশ্চিমের প্রায় সমুদায় অংশেই বেদখল হলেন—বিবি, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও মেয়েরা মারা গ্যালো, "শ্রীবৃদ্ধিকারী" সাহেবরা (হিঁদুর দেবতা পঞ্চাননের মত) বড ছেলের কিছু কত্তে পাল্লেন না, ছোট ছেলের ঘাড় ভাঙ্গ্‌বার উজ্জুগ পেলেন—সেপাইদের রাগ বাঙ্গালির উপর ঝাড়্‌তে লাগ্‌লেন। লর্ড ক্যানিংকে বাঙ্গালিদের অস্ত্র শস্ত্র (বঁটিও কাটারিমাত্র) কেড়ে নিতে অনুরোধ কল্লেন। বাঙ্গালিরা বড় বড় রাজকর্ম্ম না পায়, তারও তদ্বির হতে লাগ্‌লো, ডাক ঘরের কতকগুলি নেড়ে প্যায়দাদের অন্ন গ্যালো, নীলকরেরা অনরেরী মেজেষ্টর হয়ে মিউটিনি উপলক্ষ করে (চোর

চায় ভাঙ্গা ব্যাড়া) দাদন, গাদন ও শামচাঁদ খ্যালাতে লাগলেন, শামচাঁদ সামান্নি নন, তাঁর কাছে আইন এগুতে পারেন না—সেপাইত্তো কোন ছার। লক্ষ্ণৌএর বাদসাকে কেল্লায় পোরা হলো, গোরারা সময় পেয়ে দু চার বড় বড় ঘরে লুট তরাজ আরম্ভ কল্লে, মার্সাল লা জারি হলো, যে ছাপা যন্ত্রের কল্যাণে হুতোম নির্ভয়ে এত কথা অক্লেশে কইতে পাচ্চেন, যে ছাপা যন্ত্র কি রাজা কি প্রজা কি সেপাই পাহারা—কি খোলার ঘর, সকলকে এক রকম দ্যাখে, ব্রিটিস কুলের সেই চির-পরিচিত ছাপা যন্ত্রের স্বাধীনতা মিউটিনি উপলক্ষে কিছুকাল শিকলী পরলেন। বাঙ্গালিরে ক্রমে বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে সভা করে সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে,—" যদিও এক শ বছর হয়ে গ্যালো, তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাড়া বাঙ্গালিই আছেন—বহু দিন ব্রিটিস সহবাসে, ব্রিটিস শিক্ষায় ও ব্যবহারেও অ্যামেরিকানদের মত হতে পারেন নি। (পারবেন কি না তারও বড় সন্দেহ) তাঁদের বড় মানুষদের মধ্যে অনেকে তুফানের ভয়ে গঙ্গায় নৌকো চড়েন না—রাত্তিরে প্রস্রাব কত্তে উঠতে হলে স্ত্রীর বা চাকর চাকরাণীর হাত ধরে ঘরের বাইরে যান, অস্তরের মধ্যে টেবিল ও পেন্‌নাইফ ব্যবহার করে থাকেন, যাঁরা আপনার ছাওয়া দেখে ভয় পান—তাঁরা যে লড়াই করবেন এ কথা নিতান্ত অসম্ভব।" বলতে কি, কেবল আহার ও গুটিকতক বাছালো বাছালো আচারে তাঁরা ইংরেজদের স্কেচ মাত্র করে নিয়েছেন। যদি গবর্ণমেণ্টের হুকুম হয়, তা হলে সেগুলিও চেয়ে পরা কাপড়ের মত এখনই ফিরিয়ে দ্যান—রায় মহাশয়ের মগ বাবুর্চিকে জবাব দেওয়া হয়—বিলিতি বাবুরা ফিরতি সলাবে বসেন ও গোসক। গীদা

ধবেন: আব বাগাম্বর মিত্র বনাতেব প্যান্টুলন ও বিলিতি বঁদমাইসি থেকে স্বতন্ত্র হন।

ইংরেজরা মাগ, ছেলে ও স্বজাতির শোকে একেবারে মবিযা হয়ে উঠেছিলেন, সুতবাং তাতেও ঠাণ্ডা হলেন না— লার্ড ক্যানিংএর রিকলের জন্যে পার্লিয়ামেন্টে দরখাস্ত কল্লেন, সহরে হুজুকের এক শেষ হয়ে গ্যালো। বিলেত থেকে জাহাজ জাহাজ গোরা আসতে লাগলো – সেই সময় বাজাবে এই গান উঠলো।

গান।

'বিলাত থেকে এল গোরা,
মাথায় পব কুবতি পবা,
পদভবে কাঁপে ধবা,
হাইল্যাণ্ডনিবাসী তাবা।
টানটিয়া টোপিব মান,
হবে এবে খর্ব্বমান,
সুখে দিল্লী দখল হবে,
নানা সাহেব পড়বে ধরা॥

বাঙ্গালিরা ঝোপ বুঝে কোপ ফেলতে বড পটু, খাঁটি হিন্দু (অনেকেই দিনের ব্যালায় খাঁটি হিন্দু) দলে রটিযে দিলে যে, "বিধবাবিবাহের আইন পাস ও বিধবাবিবাহ হওয়াতেই সেপাইরে খেপেচে। গবর্ণমেণ্টে বিধবাবিবাহের আইন তুলে দিয়েচেন – বিদ্যেসাগবেব কর্ম্ম গিয়েচে – প্রথম বিধবাবিবাহ বর শিরীশের ফাঁসি হবে।"

কোথাউ হুজুক উঠলো "দলিপ সিংকে ক্রিশ্চান করাতে, নাগপুরের রাণীদের স্ত্রীধন কেড়ে নেওয়াতে ও লক্ষ্ণৌএর বাদসাই যাওয়াতেই মিউটিনি হলো!"

নানা মুনির নানা মত। কেউ বল্লেন সাহেবরা হিন্দুর ধর্ম্মে হাত দ্যান, তাতেই এই মিউটিনি হয়েচে। তারকেশ্বরের মোহন্তের রক্ষিত রাঁড়—কাশীর বিশ্বেশ্বরের পাণ্ডার স্ত্রী ও কালীঘাটের বড়হালদারের বাড়ির গিন্নীরে স্বপ্নে দেখেচেন, ইংরেজদের রাজত্ব থাকবে না। দুই এক জন ভট্‌চাষ্যি ভবিষ্যৎ পুরাণ খুলে তারই নজির দ্যাখালেন।

ক্রমে সেপাইএর হুজুকের বাড়্তি কমে গ্যালো—আজ—দিল্লী দখল হলো—নানা পালালেন—জং বাহাদুরের সাহায্যে লক্ষ্নৌ পাওয়া হলো' মিউটিনির প্রায় সমুদায় সেপাইরে ফাঁসিতে, তোপেতে ও তলওয়ারের মুখেতে শেষ হলেন—অবশিষ্টেরা ক্যানিংএর পমিসিতে ক্ষমা প্রার্থনা করে বেঁচে গ্যালেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পুরোণো বছরের মত বিদেয় হলেন—কুইন স্বরাজ্য খাস প্রক্লেম কল্লেন, বাজী, তোপ ও আলোর সঙ্গে মায়াবিনী আশা "কুইনের খাসে প্রজার দুঃখ রবে না" ব ডি বাড়ি গেয়ে ব্যাড়াতে লাগ্‌লেন, গর্ভবতীর যত দিন একটা না হয়ে যায়, তত দিন যেমন "ছেলে কি মেয়ে" লোকের মনে সংশয় থাকে, সংসার কুইনের প্রক্লেমেসনে সেইরূপ অবস্থায় স্থাপিত হলো।

মিউটিনির হুজুক শেষ হলো—বাঙ্গালিরা ফাঁশী ছেঁড়া অপরাধীর মত সে যাত্রা প্রাণে প্রাণে মান বাঁচালেন, কারু নিরপরাধে প্রাণদণ্ড হলো, কেউ অপরাধী থেকেও জায়গির পেলেন। অনেক বামুনে কপাল ফলে উঠ্‌লো, "যখন যার কপাল ধরে—"ইত্যাদি কথার সার্থকতা হলো। রোগ, শোক ও বিপদে যেমন লোকে পতিগত স্ত্রীর মূল্য জান্‌তে পারে, সেইরূপ মিউটিনি উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টও বাঙ্গালি শব্দের

কথঞ্চিৎ পদার্থ জানতে অবসর পেলেন, " শ্রীবৃদ্ধিকাবীরা " আশা ও মান ভঙ্গে অন্তরে বিষম জ্বালায় জ্বলতেছিলেন, এক্ষণে পোড়া চক্ষে বাঙ্গালিদেব দেখতে লাগলেন—আমরাও স্কুল ছাড়লেম। আঃ! বাঁচলেম – গায়ে বাতাস লাগলো।

মরাফেরা।

আমরা ছেলে বেলাতেই জ্যাটাব শিবোমণি ছিলেম, স্কুল ছাডাতে জ্যাটামি ভাতের ফ্যানের মতন উতলে উঠলো, (বোধ হয় পাঠকরা এই হুতোম প্যাঁচাব নকশাতেই আমাদের জ্যাটামির দৌউড় বুঝতে পেরে থাকবেন) আমরা প্রলয় জ্যাটা হয়ে উঠলেম – কেউ কেউ আদব করে ' চালাক দাস " বলে ডাকতে লাগলেন।

ছেলে বেলা থেকেই আমাদেব বাঙ্গলা ভাষাব উপব বিলক্ষণ ভক্তি ছিল, শেখবাবও নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল না। আমরা পূর্ব্বেই বলিছি যে আমাদেব বুড়ো ঠাকুরমা ঘুমবার পূর্ব্বে নানা প্রকার উপকথা কইতেন। কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন। আমরাও সেই গুলি মুখস্থ করে স্কুলে, বাড়ীতে ও মার কাছে আওড়াতেম-- মা শুনে বড় খুসি হতেন ও কখন কখন আমাদের উৎসাহ দেবার জন্যে ফিঃ পয়ার, পিছু একটী করে সন্দেশ প্রাইজ দিতেন; অধিক মিষ্টি খেলে তোতলা হতে হয়, ছেলেবেলা আমাদেব এ সংস্কাবও ছিল, সুতরাং কিছু আমরা আপনারা খেতুম, কিছু কাগ ও পায়রাদের জন্যে ছাতে ছড়িয়ে দিতুম, আর আমাদের মুঞ্জুরী বলে দিব্বি একটি শাদা বেরাল ছিল

(আহা কাল সকালে সিটী মরে গ্যাছে – বাচ্চাও নাই।) বাকী সে প্রসাদ পেতো। সংস্কৃত শেখাবার জন্যে আমাদের এক জন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি আমাদের লেখা পড়া সেখাবার জন্যে বড় পরিশ্রম কত্তেন। ক্রমে আমরা চার বছরে মুগ্ধবোধ পার হলেম, মাঘের দুই পাত ও রঘুর তিন পাত পড়েই আমাদের জ্যাটামোর সূত্র হলো; টিকী, ভোঁটা ও বাঙ্গা বনাতওয়ালা টুলো ভট্টাচার্য্য দেখলেই তক্ক কর্ত্তে যাই, ছোড়াগোছের ঐ রকম বেয়াড়া বেশ দেখতে পেলেই তক্কে হারিয়ে টিকী কেটে নিই, কাগজে প্রস্তাব লিখি – পয়ার লিখ্তে চেষ্টা করি ও অন্যের লেখা প্রস্তাব থেকে চুরি করে আপনার বলে অহঙ্কার করি – সংস্কৃত কালেজ থেকে দূরে থেকেও ক্রমে আমরাও ঠিক এক জন সংস্কৃত কালেজের ছোক্‌রা হয়ে পড়্‌লেম; গৌরবলাভেচ্ছা হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্ব্বত থেকেও উঁচু হয়ে উঠ্‌লো – কখন বোধ হতে লাগলো কিছু দিনের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় কালিদাস হবো (ওঃ শ্রীবিষ্ণু কালি দাস বড় লম্পট ছিলেন) তা হওয়া হবে না, তবে ব্রিটেনের বিখ্যাত পণ্ডিত জনসন? (তিনি বড় গরিবের ছেলে ছিলেন, সেটি বড় অসঙ্গত হয়,) রামমোহন রায়? হাঁ এক দিন রামমোহন রায় হওয়া যায়—কিন্তু বিলেতে মত্তে পার্কো না।

ক্রমে কি উপায়ে আমাদের পাঁচ জনে চিন্‌বে, সেই চেষ্টাই বলবতী হলো, তারই সার্থকতার জন্যই যেন আমরা বিদ্যোৎসাহী সাজ্‌লেম—গ্রন্থকার হয়ে পড়্‌লেম—সম্পাদক হতে ইচ্ছা হলো—সভা কল্লেম—ব্রাহ্ম হলেম – তত্ত্ববোধিনী সভায় যাই – বিধবা বিয়ের দলাদলী করি ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র

গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত দলের লোকেদের উপাসনা করি—আন্তরিক ইচ্ছে যে লোকে জানুন যে আমরাও ঐ দলের এক জন ছোট খাট কেষ্ট,বিষ্টুর মধ্যে।

হায় অল্প বয়সে এক এক বার অবিবেচনার দাস হয়ে আমরা যে সকল পাগলামো করেছি, এখন সেইগুলি স্মরণ হলে কান্না ও হাঁসি পায়, আবার এখন যে পাগলামি প্রকাশ কচ্চি, এর জন্য বৃদ্ধ বয়সে অনুতাপ তোলা রইলো। মৃত্যুশ-য্যার পাশে যবে এইগুলির ভয়ানক ছবি দ্যাখা যাবে, ভয়ে ও লজ্জায় শরীর দাহ কত্তে থাকবে, তখন সেই অনন্য আশ্রয় পরমেশ্বর ভিন্ন আর জুড়াবার স্থান পাওয়া যাবে না। বাপ মার কাছে মার খেয়ে ছেলেরা যেমন তাঁদেরই নাম করে "বাবাগো—মাগো" বলে কাঁদে—আমরাও তেমনি সেই ঈশ্বরের আজ্ঞা লংঘন নিবন্ধন বিপদে পড়ে তাঁর নাম ধরেই পাঠক। তোমায় ভেংচুতে ভেংচুতে ও কলা দেখাতে দেখাতে তরে যাব।

প্রলয় গর্ম্মিতে এক দিন আমরা মোটা চাদোর গায়ে দিয়ে ফিলজফর সেজে ব্যাড়াচ্চি, এমন সময় নদে অঞ্চলের এক জন মুহুরি বল্লে যে "আমাদের দেশে হুজুক্ উঠেছে ১৫ই কার্ত্তিক রবিবার দিন দশ বছরের মধ্যের মরা মানু-ষরা যমালয় থেকে ফিরে আস্‌বে"—জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাশের মত সহরের কোন কোন বেণে বাবুরা সিঙ্গিবাহিনী ঠাকুরুণের পালায় যেমন ছোট আদালতের দু চার কয়েদী খালাস করেন, সেই রকম স্বর্গে কোন দেবতা আপনার ছেলের বিবাহ উপলক্ষে যমালয়ের কতকগুলি কয়েদী খালাস কর্ব্বেন, নদের রামশর্ম্মা আচায্যি গুণে বলে-চেন।" আমরা এই অপরূপ হুজুক্ শুনে তাক্ হয়ে রইলেম।

এ দিকে সহরেও ক্রমে গোল উঠ্‌লো "১৫ই কার্ত্তিক মরা ফির্‌বে।" বাঙ্গলা খবরের কাগজওয়ালারা কাগজ পুরাবার জিনিস পেলেন—একটি গেরোর উপর আর একটি গেরো দিলে পূর্ব্বের গেরোটি যেমন আল্‌গা হয়ে যায়, বিধবা বিবাহ প্রচার করাতে সহরের ছোট ছোট বিধবাদের বিদ্যাসাগরের প্রতি যে ভক্তি টুকু জন্মে ছিলো, এই প্রলয় হুজুকে ঋতুগত থর্‌ম-মেটরের পারার মত একেবারে অনেক ডিক্রী নেবে গিয়ে বিলক্ষণ ঢিলে হয়ে পড়্‌লো,

সহরের যে খানে যাই, সেই খানেই মরা ফের্‌বার মিছে হুজুক্‌। আশা, নির্ব্বোধ স্ত্রী ও পুরুষদলের প্রিয়সহচরী হলেন। জোচ্চোর ও বদমাইসেরা সময় পেয়ে গোছাল গোছাল জায়গার মরা ফেরা সেজে যেতে লাগ্‌লো, অনেক গেরেস্তোর ধর্ম্ম নষ্ট হলো—অনেকের টাকা ও গয়না গ্যালো—বাজারে হোস্তেল মাগ্‌গি হয়ে উঠ্‌লো। ক্রমে আষাঢ়ান্ত বেলার সন্ধ্যার মত, শোকাতুরের সময়ের মত ১৫ ই কার্ত্তিক নবাবিচালে এসে পড়্‌লেন। দুর্গোৎসবের সময় সন্ধ্যাপূজোর ঠিক শুভক্ষণের জন্য পৌত্তলিকরা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন—ডাক্তরের জন্য মুমূর্ষু রোগীর আত্মীয়রা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন ও স্কুলবয় ও কুঠিওয়ালারা যেমন ছুটীর দিন প্রতীক্ষা করেন—বিধবা ও পুত্র ভ্রাতাহীন নির্ব্বোধ পরিবারেরা সেই রকম ১৫ ই কার্ত্তিকের অপেক্ষা করেছিলেন। ১৫ ই কার্ত্তিক দিল্লির লাড্ডু হয়ে পড়্‌লেন—যাঁরা পূর্ব্বে বিশ্বাস করেন নি, ১৫ ই কার্ত্তিকের আড়ম্বর ও অনেকের অতুল বিশ্বাস দেখে তাঁরাও দলে মিস্‌লেন। ছেলে ব্যালা আমাদের একটি চিনের খোরগোশ ছিল, আজ বছর আষ্টেক হলো সেটি মরেচে—আমরাও তার ফিরে আসবার

জন্য কচি কচি দূর্ব্বো ঘাস তুলে, বহু কালের ভাঙ্গা পিঁজরে মাটি ঝেড়ে ঝুড়ে তুলো পেড়ে বিছানা টিছানা করে তার অপেক্ষায় রইলেম্।

১৫ ই কার্ত্তিক মরা ফিরবে কথা ছিল, আজ ১৫ ই কার্ত্তিক। অনেকে মরার অপেক্ষায় নিমতলা ও কাশীমিত্রের ঘাটে বসে রইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গ্যালো, রাত্তির দশটা বাজে, মরা ফিরলো না, অনেকে মরার অপেক্ষায় থেকে মড়ার মত হয়ে রাত্তিরে ফিরে এলেন, মরা ফেরার হুজুক থেমে গ্যালো।

আমাদের জ্ঞাতি ও নিন্দুকেরা।

আমরা ক্রমে বিলক্ষণ বড় হযে উঠলেম, দু চার জন আমাদের অবস্থার হিংসে কত্তে লাগ্‌লেন; জ্ঞাতিবর্গের বুকে ঢেঁকী পড়তে লাগ্‌লো – আমাদের বিপদে মুচ্‌কে হাসেন ও আমোদ করেন, তাঁদের এক চোক্ কাণা হয়ে গেলে যদি আমাদের দু চক্ষু কাণা হয, তাতে এক চক্ষু দিতে বিলক্ষণ প্রস্তুত—সতীনের বাটিতে গু গুলে খেতে পার্‌লে তার বাটিটি নষ্ট হয স্বযং না হয় গু গুলেই খেলেন। জ্ঞাতি বাবু ও বিবিদেরও সেই রকম ব্যবহার বেরুতে লাগ্‌লো। লোকের আঁটকুড়ো হয়ে বনে একা থাকা ভাল, তবু আমাদের মতন জ্ঞাতির সঙ্গে এক ঘর ছেলে পুলে নিয়েও বাস করা কিছু নয়। আমাদের জ্ঞাতিরা দুর্য্যোধনের বাবা—তাদের মেয়েরা কৈকয়ী ও শূর্পণখা হতেও সরেস। ক্রমে একদল শত্রু জন্মা-লেন, এক দল ফেওও পাওয়া গ্যালো। যাঁরা শত্রুর দলে মিসলেন, তাঁরা কেবল আমাদের দোষ ধরে নিন্দা কত্তে

আরম্ভ কল্লেন। ফেুওরা সাধ্যমত ডিফেণ্ড কত্তে লাগ্‌লেন, শত্তুরা খাওয়া দাওয়া ও শোয়ার সঙ্গে আমাদের নিন্দে করা সংকল্প করে ছিলেন, সুতরাং কিছুতেই থাম্‌লেন না, আমরাও অনেক সন্ধান করে দেখ্‌লুম যে যদি তাঁদের কোন কালে অপরাধ করে থাকি, তা হলে অবশ্যই আমাদের উপর চট্‌তে পারেন, কিছুই খুঁজে পেলুম না বরং সন্ধানে বেরুলো যে নিন্দুক দলের অনেকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও নাই—লোকের সাধ্যমত উপকার করা যেমন কতক গুলির চিরন্তন ব্রত, সেই রূপ বিনা দোষে নিন্দা করাও সহ-রের কতকগুলি লোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ব্রতের মধ্যে গণ্য—আমরা প্রার্থনা করি, নিন্দুকরা কিছু কাল বেঁচে থাকুন, তা হলেই অনেকে তাঁদের চিনে নেবেন ও বক্তারা যেমন বকে বকে শেষে ক্লান্ত হয়ে আপনিই থামেন, তেমনি এঁরা আপনা আপনি থাম্‌বেন, তবে অনেকের এই পেসা বলেই যা হোক্‌—পেসাদারের কথা নাই।

নানাসাহেব।

মরা ফেরা হুজুক থাম্‌লে কিছু দিন নানা সাহেব দশ বারো বার মরে গ্যালেন, ধরা পড়লেন ও আবার রক্তবী-জের মত বাঁচ্‌লেন। সাত পেয়ে গরু—দরিয়াই ঘোঁড়া—লক্ষ্ণৌএর বাদ্‌সা—শিবকেষ্টো বাঁড়ুয্যে—ওয়েল্‌স সাহেব—নীল বানুরে লঙ্কাকাণ্ডে লংএর মেয়াদ—কুমীর, হাঙ্গর ও নেকড়ে বাগের উৎপাতের মত ইংলিসম্যান ও হরকরা নামক দুখানি নীল কাগজের উৎপাত—ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারক রাম-মোহন রায়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে দলাদলীর ঘোঁট ও শেষে হঠাৎ অবতারের হুজুক বেড়ে উঠ্‌লো।

সাতপেয়ে গরু।

সাতপেয়ে গরু বাজারে ঘর ভাড়া কল্লেন, দর্শনী দুপয়সা রেট হলো, গরু রাখ্‌বার জন্য অনেক গরু একত্র হলেন। বাকি গরুদের ঘন্টা বাজিয়ে ডাকা হতে লাগ্‌লো, কিছু দিনের মধ্যে সাতপেয়ে গরু বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার করে দেশে গ্যালেন।

দরিয়াই ঘোড়া।

দরিয়াই ঘোড়াও ঐ রকমে রোজগার কত্তে লাগ্‌লেন, বেশির মধ্যে বিক্রী হবার জন্য দু চার মাতালো মাতালো থামওলা সেপাই পাহারা ও গোরা কোচম্যান্ (যেখানে অন্দর মহলেও ঘোঁড়ার সর্ব্বদা সমাগম) ওয়ালা বাড়িতে গমনাগমন কল্লেন। কে নেবে? লাক্‌টাকা দর! আমাদের সহরের কোন কোন বড় মানুষের যে ত্রিশ চল্লিশ লাক্‌টাকা দর, পিঁজরেয় পুরে চিড়িয়া খানায় রাখ্‌বারও বিলক্ষণ উপযুক্ত, কিন্তু কৈ! নেবার লোক নাই। এখন কি আর সৌখিন আছে? বাংলা দেশে চিড়িয়াখানার মধ্যে বর্দ্ধমানের তুল্য চিড়িয়াখানা আর কোথাও নাই—সেথায় মায় মহারাজ, তত্ত্ব, রত্ন, লঙ্কার উল্লুক, ভাল্লুক প্রভৃতি নানা রকম আজগুবি কেতার জানোওয়ার আছে, এমন কি এক আদ্‌টির ঘোড়া নাই।

লক্ষ্ণৌএর বাদ্‌সা।

দরিয়াই ঘোড়া কিছু দিন সহরে থেকে শেষে খেতে না পেয়ে দরিয়ায় পালিয়ে গ্যালেন। লক্ষ্ণৌএর বাদসা দরিয়াই ঘোড়াব জায়গায় বসলেন – সহরে হুজুক উঠ্‌লো, "লক্ষ্ণৌ-এর বাদ্‌সা মুচিখোলায় এসে বাস করেচেন, বিলেত যাবেন, বাদ্‌সার বাইয়ানা পোসাক, পায়ে আলতা," কেউ বল্লে "রোগা ছিপ্‌ ছিপে, দিব্বি দেখতে, ঠিক যেন একটি অপ্‌সরা।" কেউ বল্লে "আরে না, বাদসাটা একটা কুঁপোর মত মোটা, ঘাড়ে গদ্দানে, গুণের মধ্যে বেস্‌ গাইতে প্লারে" কেউ বল্লে "আঃ—ও সব বাজে কথা, যে দিন বাদ্‌সা পার হন, সে দিন সেই ইষ্টিমারে আমিও পার হয়েছিলাম, বাদ্‌সা শ্যামবর্ণ, এক হারা, নাকে চস্‌মা, ঠিক্‌ আমাদের মৌলবী সাহেবের মত" লক্ষ্ণৌএর বাদ্‌সা কয়েদ থেকে খালাস হয়ে মুচিখোলায় আসায় দিনকতক সহর বড় গুল্‌জার হয়ে উঠ্‌লো। চোর বদমাইসরাও বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় করে নিলে; দোকানদারদেরও অনেক ভাঙ্গা পুরোণো জিনিস বেধড়ক দামে বিক্রী হয়ে গ্যালো, দুই এক খ্যাম্‌টাওয়ালী বেগম হয়ে গ্যালেন। বাদ্‌সা মুচিখোলার অর্দ্ধেকটা জুড়ে বস্‌লেন। সাপুড়েরা যেমন প্রথমে বড় বড় কেউটে সাপ ধরে হাঁড়ির ভেতোর পুরে রাখে, ক্রমে তেজ মরা হয়ে গ্যালে খ্যালাতে বার করে গবর্ণমেন্টও সেই রকম প্রথমে বাদ্‌সাকে কিছু দিন কেল্লায় পুরে রাখলেন, শেষে বিষ দাঁত ভেঙ্গে তেজের হ্রাস্‌ করে খেল্‌তে ছেড়ে দিলেন। বাদ্‌সা ডম্বরুর তালে খেল্‌তে লাগ্‌লেন, সহরের বান্দর, ভান্দর, সেখ, খাঁ, দাঁ প্রভৃতি ধড়িবাজ পাইকেরা মাল সেজে কাঁদুনী গাইতে লাগলেন—বানর ও ছাগলও জুটে গ্যালো।

লক্ষ্ণৌএর বাদসা জমি নিলেন, দুই এক বড় মানুষ ক্যাপলা

জাল ফেললেন—অনেক প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু শেষে জাল-খানা পর্য্যন্ত উঠ্‌লো না—কেউ বল্লে "কেঁদো মাছ।" কেউ বল্লে "রাগা।" নয় "খোঁটা।"

শিবকৃষ্ট বন্দোপাধ্যায়।

হুজুক রঙ্গে শিবকেষ্টো বাঁড়ুয্যে দ্যাখা দিলেন। বাবু দিন কত বড বাড বেড়ে ছিলেন, আজ একে চাবুক মাবেন, আজ ওকে পাঠান ঠেকিযে জুতো মাবেন, আজ মেড়ুযাবাদী খোট্টা ঠকান, কাল টুপিওয়ালা সাবেব ঠকান—শেষে আপনি ঠক্‌লেন। জালে জড়িযে পডে বাঙ্গালিব কুলে কালী দিয়ে চোদ্দ বৎসবেব জন্য জিঞ্জিব গ্যালেন। কোন কোন সায়েবে পযসার জন্য না কবেন হ্যান কর্ম্মই নাই, সিটি শিবকেষ্টো বাবুব কল্যাণে বেবিযে পড়্‌লো—এক জন "এম, ডি, এফ, আব, সি, এস" প্রভৃতি বত্রিশ অক্ষবেব খেতাব ওয়ালা ডাক্তব ঐ দলে ছিলেন।

ছুঁচোর ছেলে বুঁচো।

আমাদের সহবে বড মানুষদেব মধ্যে অনেকেব অরগুণ নাই বর্‌গুণ আছে। "ভাল কত্তে পার্‌বো না মন্দ কর্ব্বো কি দিবি তা দে।" যে ভাষা কথা আছে, এঁরা তারই সার্থ-কতা কবেচেন—বাবুবা পরের ঝক্‌ড়া টাকা দিয়ে কিনে—"গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়োল" হতে চান—অনেকে আডি তুল্‌তেও এই পেসা আশ্রয় করেচেন। যদি এমন পেসাদার না থাক্‌তো, তা হলে শিবকেষ্টোব কে কি কত্তে

পাত্তো? তিনি কেবল ভাজকে ও ভাইপোকে ঠকিয়ে বিষয়টি আপনি নিতে চেষ্টা করেছিলেন বৈতো নয়। আমাদের কলকেতা সহরের অনেক বড মানুষ যে ভাইয়ের স্ত্রীকে ডাক্তার দিয়ে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেও গায়ে ফুঁদিয়ে গাড়ি ঘোড়া চড়ে ব্যাড়াচ্চেন, কৈ আইন তাঁর কাছে কলকে পায় না কেন? শিবকেষ্টো যেমন জাল করেছিলেন, বোধ হয় সহরের অনেক বড মানুষের ঘরে ও রকম কত পাব পেয়ে গ্যাছে ও নিত্যি কত হচ্চে—সহরের একটি কাশ্মীরী মুখখু বড মানুষ আক্ষেপ করে বলে ছিলেন যে "সহরে আমার মত অনেক ব্যাটাই আছে, কেবল আমিই ধরা পড়েচি" শিবকেষ্টোর বিষয়েও ঠিক্ তাই।

জসটিস্ ওয়েল্স।

শিবকেষ্টোর মকদ্দমার মুখে জস্টিস্ ওয়েল্স নতুম ইংগুণ্ট হন। তাঁর সংস্কার ছিল, বাঙ্গালিদের মধ্যে প্রায় সকলেই মিথ্যাবাদী ও জালবাজ, সুতরাং মকদ্দমা করবার সময় যখন চার পা তুলে বক্তৃতা কত্তেন, তখন প্রায়ই বলতেন "বাঙ্গালীরা মিথ্যাবাদী ও বজ্জাতের জাত্।" এতে বাঙ্গালীরা অবশ্যই বলতে পারেন "শতকরা দশ জন মিথ্যেবাদী বা বজ্জাত হলে যে আশি নব্বই জনও মিথ্যেবাদী হবেন এমন কোন কথা নাই"—চার দিকে অসন্তোষের গুজগাজ পড়ে গ্যাল, বড দলের মোড়োলরা হাতে কাগজ পেলেন "ডেঁই ঘোঁটের" যত মাতালো মাতালো জায়গায় ঘোঁট পড়ে গ্যাল, শেষে অনেক কষ্টে একটি সভা করে সার চার্লস কাষ্ঠ মহাশয়ের নিকট দরখাস্ত করাই এক প্রকার স্থির হলো। কিন্তু

সভা কোথায় হয়? বাঙ্গালিদের তো এক পদও " সাধারণের" স্থল নাই। টাউন হাল্ সাহেবদের, নিমতলার ছাত খোলা হল গবর্মেন্টের, কাশীমিত্তিরের ঘাটে হল নাই; প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাবুর ঘাটের চাঁদনীতে হতে পারে, কিন্তু ঠাকুর বাবুর পাঁচ জন সায়েব সুবোর সঙ্গে আলাপ আছে, সুতরাং তাও পাওয়া কঠিন। শেষে রাজা রাধাকান্তের নবরত্নের নাটমন্দিরই প্রশস্ত সিদ্ধান্ত হলো। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো অমুক দিন রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের নবরত্নের নাটমন্দিরে ওয়েল্স জজের মুখরোগের চিকিৎসা কর্‌বার জন্যে সভা করা হবে। ঔষধ সাগবে রয়েচে!

সহরের অনেক বড মানুষ—তাঁরা যে বাঙ্গালির ছেলে, ইটি স্বীকার কত্তে লজ্জিত হন, বাবু চুণো গলীর আন্ড্রু পিক্রুসের পৌত্তুর বল্লে তাঁরা বড খুসি হন; সুতরাং যাতে বাঙ্গালির শ্রীবৃদ্ধি হয়, মান বাড়ে, সে সকল কাজ থেকে দূরে থাকেন। তদ্বিপরীত, নিয়তই স্বজাতির অমঙ্গল চেষ্টা করে থাকেন। রাজা রাধাকান্তের নাটমন্দির ওয়েল্সের বিপক্ষে বাঙ্গালিরা সভা কর্ব্বেন শুনে তাঁরা বডই দুঃখিত হলেন—খানা খাবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় মনে পড়ে গ্যালো, যাতে ঐ রকম সভা না হয়, কায়মনে তারই চেষ্টা কত্তে লাগ্‌লেন। রাজা বাহাদুরের কাছে সুপারিস্ পড়্‌লো, রাজা বাহাদুর সত্যব্রত, এক বার কথা দিয়েচেন, সুতরাং উঁচুদলের সুপারিস্ হলেও সহসা রাজী হলেন না। সুপারিসওয়ালারা জোয়ারের গুয়ের মত সাগরের প্রবল তরঙ্গে ভেসে চল্লো। নিরূপিত দিনে সভা হলো, সহরের লোক রৈ রৈ করে ভেঙ্গে পড্‌লো, নবরত্নের ভিতরের বিগ্রহ ও নাটমন্দিরের সামনের যোড়হস্ত করা পাথরের গড়ুরেরও আহ্লাদের সীমে রইলো

না। বাঙ্গালিদের যে কথঞ্চিৎ সাহস জন্মেচে, এই সভাতে তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গ্যাল। সুপারিসওয়ালা বাবুরা ওঁ সহরের সোণার বেণে বড় মানুষরা কেবল এই সভায় আসেন নাই—সুপারিসওয়ালাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গ্যাল, বেণে বাবুরা কোন কাজেই মেসেন না, সুতরাং তাঁদের কথাই নাই। ওএল্ স-হুজুকের অনেক অংশে শেষ হলো, দশ লক্ষ লোকে সই করে এক দরখাস্ত কাষ্ঠ সাহেবের কাছে প্রদান কল্লেন, সেই অবধি ওয়েল্ সও ব্রেক হলেন।

টেক্‌চাঁদের পিসী।

টেক চাঁদ ঠাকুরের টেপী পিসী ওয়েল্সের মুখরোগের তরে মিটিং করা হয়েচে শুনে বল্লেন "ওমা আজ কাল সবই ইংরিজি কেতা। আমরা হলে মুড়োমুড়ি, নারকেলমুড়ি ও ঠনৃঠনের নিম্ কীতে দোরস্ত কত্তেম।" নারকেলমুড়ি বড় উত্তম অষুধ, হলোযের বাবা। আমাদের সহরের অনেক বড়মানুষ ও দুই এক জেলার খিরাজ মহারাজা বাহাদুর নিয়তই রোগ-ভোগ করে থাকেন, দারজীলিং, সিম্‌লে, সপাটু, ভাগলপুর ও রাণীগঞ্জে গিয়েও সোদ্‌রাতে পারেন না; আমরা তাঁদের অনুরোধ করি, নারকেলমুড়ি ও ঠনৃঠনের নিমকীটাও ট্রাই করুন। ইমিজিয়েট রিলিফ্!!!

পাদ্রি লং ও নীলদর্পণ।

নীলকরী হ্যাঙ্গাম উঠ্‌লো, শোনা গ্যালো, কৃষ্ণনগর, পাবনা, রাজসাই প্রভৃতি নীলজেলার রেয়োতরা খেপেচে। কে তাদের খ্যাপালে? কি উলুইচণ্ডী? না! শাঁমচাঁদ?

তবে—"মাজিষ্ট্রেট ইডেনের ইস্তাহারে" "ইণ্ডি গো কমিসনে" " হরিশে" "লংএ" "ছোট আদালতে" "কন্ট্রাকৃটবিলে" অবশেষে গ্রাণ্টের বিজাইনমেণ্টে রোগ সারতে পারেন? না! কেবল, শামচাঁদীরা সল্লে!!৷

নীলকর সায়েববা দ্বিতীয় রিভোলিউসন হবে বিবেচনা করে (ঠাকুর ঘরে কে? না আমি কলা খাইনি) গবর্ণমেণ্টে তোপ ও গোরা সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। রেজিমেণ্টকে রেজিমেণ্ট গোরা, গন্, বোট্ ও এসপেসিয়েল্ কমিসনব চল্লো—মফস্বলে জেলে আর নিবপরাধীর জায়গা ধরে না, কাগজে হুল থুল পড়ে গ্যালো ও আল্‌টর ব্রেভ অবতার হয়ে পড্‌লেন।

প্রজার দুববস্থা শুন্‌তে ইণ্ডিগোকমিসন্ বস্‌লো, ভারতবর্ষীয় খুড়ীর চমকা ভেঙ্গে গ্যাল। (খুড়ী একটু আফিন খান) বাঙ্গালির হয়ে ভারতবর্ষীয় খুড়ীর এক জন খুড়ো কমিসনব হলেন। কমিসনে কেঁচো খুঁড্‌তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়্‌লো, সেই সাপেব বিষে নীলদর্পণ জন্মালো; তার দরুণ নীলকর-দুল হন্নে হয়ে উঠ্‌লেন—ছাই গাদা, কচুবন, ফ্যান গোঁজলা ছেড়ে দিয়ে ঠাকুর ঘবে, গিরজেয়, প্যালেসে ও প্রেসে তাগ্ কল্লেন। শেষে ঐ দলের একটা বড় হঙ্গেরিয়ান হাউণ্ড পাদবি লং সায়েবকে কাম্‌ড়ে দিলে।

প্যাযদাবা পর্য্যন্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হয়ে মফস্বলে চল্লেন, তুমুলকাণ্ড বেঁধে উঠ্‌লো। বাদাবুনে বাগ্ (প্ল্যানটারস্ এসোসিয়েসন) বেগতিক দেখে নাম বদ্‌লে (ল্যাণ্ডহোল্‌ডর্‌স এসোসিয়েসন) তুল্‌সী বনে ঢুকলেন। হরিশ মলেন। লংএর মেয়াদ হলো। ওয়েল্‌স ধমক খেলেন। গ্রাণ্ট রিজাইন দিলেন—তবু হুজুক মিট্‌লো না। প্রকৃত বাঁদুরে হ্যাঙ্গামে

বাজারে নানা রকম গান উঠলো, চাসার ছেলেরা লাঙ্গল ধরে মুলো ও মুড়ি খেতে খেতে

গান।

সুর " হাঃ শালার গরু . তাল, " টিট কিরী ও ল্যাজমলা। "

উঠ্‌লো সে সুখ, ঘট্‌লো অসুখ মনে, এত দিনে।
মহারাণীর পুণ্যে মোরা, ছিলাম সুখে এই স্থানে॥
উঠ্‌লো খামার ভিটে ধান, গ্যাল মানী লোকের মান,
হ্যানো সোণার বাংলা খান, পোড়ালে নীল হনুমানে॥

গাইতে লাগ্‌লো। নীলকরেরা এর উত্তরে ক্যাটল্‌ট্রেস্‌পস্‌ বিল পাস করে, কেউ কোন কোন ছোট আদালতের উকীল জজেদের স্যামপীন্‌ খাইয়ে ও ঘরঘাঁসা করে, কেউ বা খাজনা বাড়িয়ে, খেউড়ে জিতে কথঞ্চিৎ গায়ের জ্বালা নিবারণ কল্লেন।

নীলবানুরে লঙ্কাকাণ্ডের পালা শেষ হয়ে গ্যালো, মোড়োলেরা জিরেন পেলেন, ভারতবর্ষীয় খুড়ি এক মৌতাত চড়িয়ে আরাম কত্তে লাগলেন। কোন কোন আশাসোটাওয়ালা খেতাবী খুড়ো, অনরেবী চৌকিদারী, তথা ছেলে পুলের আসেসরী ও ডেপুটী মেজেষ্টরীর জন্য সাদা দেবতার উদ্দেশে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হলেন। তথাস্তু॥

শামচাঁদের অসহ্য টর্‌চরে ভূত পালায়, প্রজারা খেপে উঠ্‌বে কোন্‌ কথা। মিউটিনী ও ব্লাক অ্যাক্টের সম্পর্কে তো "শ্রীবৃদ্ধিকারীরা" চটেই ছিলেন, নীলবানুরে হ্যাঙ্গামে সেইটি বদ্ধমূল হয়ে পড়্‌লো। বড় ঘরে সতীন হলে, বড় বৌ ও ছোট বৌকে তুষ্ট কত্তে কর্ত্তা ও গিন্নির য্যামন হাড় ভাজা ভাজা হয়ে

যায়, " শ্রীবৃদ্ধিকারী" হুইপিং ক্লাস্ ও নেটিভ্ কমিউনিটিকে তুষ্ট কত্তে গিয়ে ইণ্ডিয়া ও বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টও সেই রকম অবস্থায় পড়লেন।

রমাপ্রসাদ রায়।

হুতোমের পাঠক! আমরা আপনাদের পূর্ব্বেই বলে এসেচি যে, " সময় কারও হাতধরা নয়, সময় নদীর জলের ন্যায়, বেশ্যার যৌবনের ন্যায়, জীবের পরমায়ুর ন্যায়; কারুই অপেক্ষা করে না।" দেখ্তে দেখ্তে আমরা বড় হচ্চি, দেখতে দেখ্তে বছর ফিরে যাচ্চে, কিন্তু আমাদের প্রায় মনে পড়ে না যে " কোন্ দিন যে মত্তে হবে তার স্থিরতা নাই।" বরং যত বয়স হচ্চে, ততই জীবিতাশা বলবতী হচ্চে, শরীর তোয়াজে রাখ্চি, আরসি ধরে শোণ নুটির মত পাকা গোঁপে কলপ দিচ্চি, সীমলের কালাপেড়ের বেহদ্দ বাহারে বঞ্চিত হতে প্রাণ কেঁদে উঠ্চে! শরীর ত্রিভঙ্গ হয়ে গিযেচে, চষ্মা ভিন্ন দেখ্তে পাইনে, কিন্তু আশা ও তৃষ্ণা তেমনি রয়েচে, বরং ক্রমে বাড়্চে বই কম্চে না। এমন কি অমর বর পেয়ে—প্রকৃতির সঙ্গে চিরজীবী হলেও মনের সাধ মেটে কি না সন্দেহ। প্রচণ্ড রৌদ্রক্লান্ত পথিক অভীষ্ট প্রদেশে শীঘ্র পৌঁছিবার জন্য এক মনে হন্ হন্ করে চলেচেন, এমন সময় হঠাৎ যদি একটা গেঁড়ি ভাঙ্গা কেউটে রাস্তায় শুয়ে আছে দেখতে পান, তা হলে তিনি যামন চম্‌কে ওঠেন, এই সংসারে আমরাও কখন কখন মহাবিপদে ঐ রকম অবস্থায় পড়ে থাকি, তখন এই দগ্ধ হৃদয়ের চৈতন্য হয়! উল্লিখিত পথিকের হাতে সে সময় এক গাছা মোটা লাঠি থাক্‌লে তিনি যামন সাপ্‌টাকে মেরে পুনরায় চল্‌তে আরম্ভ করেন, আম-

রাও মহাবিপদে প্রিয় বন্ধুদের পরামর্শ ও সাহায্যে তরে যেতে পারি; কিন্তু যে হতভাগ্যের এ জগতে বন্ধু বলে আহ্বান কর্‌বার এক জনও নাই, বিপৎপাতে তার কি দুর্দ্দশাই না হয়! তখন তার এ জগতে ঈশ্বরই একমাত্র অনন্যগতি হয়ে পড়েন। ধর্ম্মের এমনি বিশুদ্ধ জ্যোতি—এমনি গম্ভীর ভাব, যে তাব প্রভাপ্রভাবে ভয়ে তমোগুণ, নাস্তিকতা ও বজ্জাতী সবে পলায়—চারি দিকে স্বর্গীয় বিশুদ্ধ প্রেমের স্রোত বইতে থাকে—তখন বিপদসাগর জননীর স্নেহময় কোল হতেও কোমল বোধ হয়। হায়! সেই ধন্য, যে নিজ বিপদ সময়ে এই বিমল আনন্দ উপভোগ কর্‌বার অবসর পেয়ে আপনা আপনি ধন্য ও চরিতার্থ হয়েচে। কারণ প্রবল আঘাতে একবার পাষাণের মর্ম্ম ভেদ কত্তে পাল্লে চিরকালেও মিলিয়ে যায় না।

ক্রমে আমরাও বড় হয়ে উঠলেম—ছলনা কুআশায় আবৃত, আশার পরিসর শূন্য, সংসার সাগরের ভয়ানক শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌লো। এক দিন আমরা কতকগুলি সমবয়সী একত্র হয়ে একটা সামান্য বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক কচ্চি, এমন সময় আমাদের দলের এক জন বলে উঠলেন "আরে আর শুনেচ? রমাপ্রসাদ বাবুর মার সপিণ্ডীকরণের বড় ধুম! এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ, সহরের সমস্ত দলে, উদিকে কাশী কর্ণাট পর্য্যন্ত পত্র দেওয়া হবে" ক্রমে আমরা অনেকের মুখেই শ্রাদ্ধের নানা রকম হুজুক শুন্‌তে লাগলেম। রমাপ্রসাদ বাবুর বাপ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক, তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টি, মার সপিণ্ডীকরণে পৌত্তলিকতার দাস হয়ে শ্রাদ্ধ কর্‌বেন শুনে কার না কৌতুহল বাড়ে! সুতরাং আমরা শ্রাদ্ধের আনুপূর্ব্বিক নক্‌সা নিতে লাগলেম।

ক্রমে সপিণ্ডনের দিন সঙ্ক্ষেপ হয়ে আসতে লাগলো। ক্রিযে বাড়ীতে স্যাকরা বসে গ্যাল—ফলাবে বামুনরা অ্যাপ্রিন্‌টিস নিতে লাগলেন— ংস্কৃত কালেজের ফলাবের প্রোফেসর রকমারী ফলাবের লেক্‌চর দিতে আরম্ভ কল্লেন— বৈদিক ছাত্রেরা ভলমনস নোট লিখে ফেল্লেন— এ দিকে চতুস্পাঠিওয়ালা ভট্টাচার্য্যরা চলিত ও অৰ্দ্ধ পত্র পেতে লাগলেন; অনাহুত চতুস্পাঠিহীন ভট্টাচার্য্যরা সুপারিস, ও নগদ অৰ্দ্ধ বিদায়ের জন্য রমাপ্রসাদ বাবুর বাড়ি নিমতলা ও কাশীমিত্তিরের ঘাট হতেও বাড়িয়ে তুল্লেন—সেথায় বা কটা শকুনি আছে! এঁদের মধ্যে অনেকের চতুস্পাঠীতে সংবৎসর ষাঁড হাগে, সরস্বতী পূজার সময় ব্রাহ্মণী ও কোলের মেয়েটি বঙ্গ দেশীয় ছাত্র সাজেন, শোলার পদ্ম ও রাংতার সাজওয়ালা ক্ষুদে ক্ষুদে মেটে সরস্বতীর অধিষ্ঠান হয়, জানিত ভদ্দর লোকদের নেলিয়ে দিয়ে কিছু পটে।

ভট্‌চায্যি মশাইদের ছেলে ব্যালা যে কদিন আসল সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ তার পর এজন্মে আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না, কেবল সংবচ্ছর অন্তর এক দিন মেটে সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, সেও কেবল যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যের জন্য।

পাঠকগণ! এই যে উৰ্দ্দি ও তকমাওয়ালা বিদ্যালঙ্কার, ন্যায়লঙ্কার বিদ্যাভূষণ ও বিদ্যাবাচস্পতিদের দেখ্‌চেন, এঁরা বড় ফ্যালা যান না। এঁরা পয়সা পেলে না করেন হ্যান কৰ্ম্মই নাই! সংস্কৃত ভাষা এই মহাপুরুষদের হাতে পড়েই ভেবে ভেবে মিলিয়ে যাচ্চেন। পয়সা দিলে বানর্‌ ওয়ালা নিজ বানরকে নাচায়, পোসাক পরায়, ছাগলের উপর দাঁড় করায়; কিন্তু এঁরা পয়সা পেলে নিজে বানর পর্য্যন্ত সেজে নাচেন!

যত ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম এই দলের ভিতর থেকে বেরোবে, দায়মালী জেল তন্ন তন্ন কল্লেও তত পাবে না।

আগামী কল্য সপিণ্ডন। আজ্ কাল্ সহরের দলপতি দলে অনেকেই কুলপানা চক্করের দলে পড়েচেন, নামটা ঢাকের মত, কিন্তু ভেতরটা ফাঁক!—রমাপ্রসাদ বাবু সদরের প্রধান উকীল, সাহেব সুবোদের বাবুর প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ, তাতে আরও কত কি হয়ে পড়বেন, সুতরাং রমাপ্রসাদ বাবু দলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পত্র দিলে ফিরিয়ে দেওয়াটাও ভাল হয় না, কিন্তু রমাপ্রসাদ বাবু ও * * *" প্রভৃতি নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক চল্‌তে লাগলো। দুই এক টাট্‌কা দলপতিরা (জোর কল্‌মে, মান অপমানের ভয় নাই) রমাপ্রসাদ বাবুর তোয়াক্কা না রেখে আপন দলে আপন প্রোক্লেমেসন দিলেন, প্রোক্লেমেসন, দলস্থ ভট্টাচার্য্য দলে বিতরণ হতে লাগলো, অনেকে দু নৌকোয় পা দিয়ে বিষম বিপদে পড়্‌লেন—শান্‌কীর ইয়ারেরা "বারে বার মুরগী তুমি" দলে ছিলেন, চিরকাল মুখ পুঁচে চলেচে, এইবার মহাবিপদে পড়তে হলো সুতরাং মিত্তির খুড়ো লিভ্ নিয়ে হাওয়া খেতে যান। চাটুয্যে শয্যাগত হয়ে পড়েন। দলপতির প্রোক্লেমেসন জুরির শমন ও সফিনৈ হতেও ভয়ানক হয়ে পড়্‌লো, সে এই——

" শ্রীশ্রীহরি—

শরণং

অসেস শাস্ত্ররত্নাকর পাবববপরম পূজনীয—

শ্রীল

ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ———

শ্রীচরণেষু

ধর্ম্ম———

সেবক শ্রী* চন্দর দাস ঘোষ

সাষ্টাঙ্গে শত শহস্র প্রণীপাত পুরসব নিবেদনং কার্য্যণঞ্চাগে শ্রীশ্রীভট্টাচার্য্য মহাশযদিগে আশীর্ব্বাদে এ সেবকের প্রাণ গতীক কুসল পরে যে হেতুক ৺ রামমোহন বায়েব পুত্ত্র বাবু বমাপ্রশাদ বায় স্বীয মাতা ঠাকুবাণীর একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে মহাসমারোহ করিতেছেন এই দলেব বিখ্যাত কুলীন ও আমাব ভগ্নীপতি বাবু ধিনিকৃষ্ট মিত্রজা মজকুব শম্যক্ প্রতীয়মাণ হইয়া জানিয়াছেন যে উক্ত রায় বাবু সহরের সমস্ত দলেই পত্র দিবেন স্নতবাং এ দলেও পত্র পাঠাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা কিন্ত আমাদের শ্রীশ্রী৺ সভাব দলের অনুগত দলের সহিত রায় মজকুরের আহাব ব্যাভার চলিত নাই স্নতরাং তিনি পত্র পাঠাইলেও আপনারা তথায় সভাস্থ হইবেন না।

শ্রী * চন্দর দাস ঘোষ।

সম্মতঃ সাং—সুড়ীঘাটা।

শ্রীহবীস্বর শর্ম্মাঃ ন্যায়লঙ্কাবোপাধীকঃ

বাব্যঃ সভাপণ্ডীতঃ "

প্রক্লেমেসন্ পেয়ে ভট্‌চায্যি ও ফলারেবা ডুব্ মাল্লেন; কেউ কেউ ফল্‌গু নদীর মত অন্তঃশীলে বইতে লাগলেন,

ডুবে জল খ্যেলে শিবের বাবার সাধ্যি নাই যে, টের পান;
তবুও অনেক জায়গায় চৌকী, থানা ও পাহারা বসে গ্যাল,
কিছুতেই কিছু কত্তে পাল্লেন না, টাকার খোসবো প্যাজ
রুসুনের গন্ধ ঢেকে তুল্লে— শ্রাদ্ধ সভা পবিত্র হয়ে উঠলো,
বাগবাজারের মদনমোহন ও শ্রীপাট খড়দর শ্যামসুন্দর
পর্য্যন্ত ব্রজের রসে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। শ্রাদ্ধের দিন
সকাল ব্যালা রমাপ্রসাদ বাবুর বাড়ি লোকারণ্য হয়ে গ্যাল,
গাড়িবারাণ্ডা থেকে বাবুর্চ্চীখানা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের
ঠেল ধরলো, এমন কি শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রায় জগন্নাথের চাঁদমুখ
দ্যেখতেও এত লোকারণ্য হয় না।

সপিণ্ডনের দিন সকালে রমাপ্রসাদ বাবু বারাণসী গরদের জোড় পরে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আধার হয়ে পড়লেন। ব্যালার সঙ্গে সভার জনতা বাড়তে লাগলো, এক দিকে রাজভাটেরা স্তব করে বল্লালের গুণগরিমা ও আদিসুরের গুণ কীর্ত্তন কত্তে লাগলো, এক দিকে ভট্টাচার্য্যদের তর্ক লেগে গ্যালো, দুদশ জন ভেতরমুখো কুলীন দলপতিরা ভয় ও লজ্জায় সোন্নার হয়ে সভাস্থ হতে লাগলেন, দল দল কেত্তন আরম্ভ হলো, খোলের চাটিতে ও হরিবোলের শব্দে ডাইনিং রুমের কাঁচের গ্ল্যাস ও ডিসেরা যেন ভয়ে কাঁপতে লাগলো— বৈমাত্র ভাই ধুম করে মার শ্রাদ্ধ কচ্চেন দেখে জ্ঞাতিত্ব নিবন্ধন হিংসাতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম কাঁদতে লাগলেন দেখে— অ্যামবিসন হাঁসতে লাগলেন।

ক্রমে মালাচন্দন ও দানসামগ্রী উচ্ছুগ্গু হলে সভা ভঙ্গ হলো। কলকেতার ব্রাহ্মণ ভোজন দেখতে বেশ,—হুজুররা আঁতুড়ের ক্ষুদে মেয়েটিকেও বাড়িতে রেখে ফলার কত্তে আসেন না,—যার যে কটি ছেলেপুলে আছে, ফলারের দিন

সে গুলি সব বেবোবে—এক এক জন ফলাবমুখো বামুনকে ক্রিয়ে বাড়িতে ঢুক্‌তে দেখ্‌লে হঠাৎ বোধ হয় য্যান গুরুম-শাই পাঠশাল তুলে চলেচেন। কিন্তু বেবোবাব সময বোধ হয় এক একটা সদ্ধাব ধোপা-লুচী-মোণ্ডাব মোট্‌টি একটা গাধায় বইতে পাবে না। ব্রাহ্মণরা সিকি, দুয়ানি ও আদুলী দক্ষিণে পেয়ে বিদেয় হলেন, দই মাখান এঁটো কলাপাত, ভাঙ্গা খুরী ও আঁবেব আঁটীর নীলগিরি হযে গ্যাল। মাঁছিবা ভ্যান ভ্যান কবে উড়তে লাগ্‌লো—কাক ও কুকুবরা টাঁক্‌তে লাগ্‌লো,—সামিয়ানায় হাওয়া বন্ধ হযে গ্যাছে। সুতবাং জল সপ্‌ সপানি ও লুচি মণ্ডা দই ও আঁবেব চপটে এক রকম ভ্যাপ্‌সো গন্ধে বাড়ি মাতিযে তুল্লে—সে গন্ধ ক্রিযে বাড়িব ফেবত লোক ভিন্ন অন্যে হঠাৎ আঁচ্‌তে পার্ব্বেন না।

এ দিকে বৈকালে বাস্তায "কাঙ্গালী জমতে লাগ্‌লো," যত সন্ধ্যা হতে লাগ্‌লো ততই অন্ধকাবেব সঙ্গে কাঙ্গালী বাড়তে লাগ্‌লো—ভাবী দোকানদাব, উড়েবেহাবা, বেও ও গুলিখোবেবা কাঙ্গালীব দলে মিশতে লাগলেন, জনতাব ও। ও। বো! রো! শব্দে বাড়ী প্রতিধ্বনিত হতে লাগ্‌লো; বাত্রিব সাতটাব সময় কাঙ্গালীদেব বিদেয কব্‌বার জন্য প্রতিবাসী ও বড বড উঠানওয়ালা লোকেদেব বাড়ী পোবা হলো; শ্রাদ্ধেব অধ্যক্ষরা থলো থলো সিকি, আদুলী, দুয়ানি ও পয়সা নিয়ে দরজায় দাঁড়ালেন, চল্‌তি মসাল, লণ্ঠন ও "আও!" "আও।" রাস্তায রাস্তায় কাঙ্গালী ডেকে ব্যাড়াতে লাগ্‌লো, রাত্রিব তিনটে পর্য্যন্ত কাঙ্গালী বিদেয হলো। প্রায় ত্রিশ হাজাব "কাঙ্গালী" জমে ছিলো, এব ভিতর অনেকগুলি গর্ব্ভবতী কাঙ্গালিনীও ছিল, তারা বিদে-য়ের সময় প্রসব হয়ে পড়াতে নম্বরে বিস্তব বাড়ে।

কাঙ্গালী বিদেয়ের দিন দলস্থ নবশাখ, কায়স্থ ও বৈদ্য-দের জলপান। ফলারে কেউই ফ্যালা যায় না, বামুন ও রেওদের মধ্যে য্যামন ভুখোড় ফলারে আছে, কায়েত, নব-শাখ্ ও বদ্দিদের মধ্যেও ততোধিক। বরং কতক বিষয়ে এঁদের কাছে সার্টিফিকেটওয়ালা ফলারেরা কল্কে পায় না।

সহরের কারু বাড়ি কোন ক্রিয়ে কর্ম্ম উপস্থিত হলে বাড়ির ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা চাপ্‌কান, পায়জামা, টুপি ও পেটি পরে, হাতে লাল রুমাল ঝুলিয়ে—ঠিক্ যাত্রার নকীব সেজে দলস্থ ও আত্মীয় কুটুম্ব নেমন্তোন্নো কত্তে বেরোন। এর মধ্যে বড় মানুষ বা শাঁসে জলে হলে সঙ্গে পেসাদার নেমন্তন্নে বামুণ থাকে। অনেকের বাড়ির সরকার বা দাদাঠাকুর গোছের পূজরী বামুণেও চলে। নেমন্তন্নে বামুণ বা সরকার বাম-গোছের এক ফর্দ্দ হাতে করে কাণে উডেন্ প্যান্‌সীল গুঁজে পান চিবুতে চিবুতে নেমন্তোন্নো সেরে যান—ছেলেটী কেবল ট্রাকাপির সইয়ের মতন সঙ্গে থাকে।

আজ্‌কাল ইংরাজী কেতার প্রাদুর্ভাবে অনেকে সাপ্টা ফলার বা ভোজে যেতে লাইক্ করেন না। কেউ ছেলে পুলে পাঠিয়ে সারেন, কেউ স্বয়ং বাগানে যাবার সময় ক্রিয়ে বাড়ি হয়ে বেড়িয়ে যান—কিছু আহার কত্তে অনুরোধ কল্লে ভয়ানক রোগের ভাণ করে কাটিয়ে দ্যান, অথচ বাড়িতে এক যোড়া কুম্ভকর্ণের আহার তল পেয়ে যায়—হাতিশালের হাতি ও ঘোঁড়াশালের ঘোঁড়া খেয়েও পেট ভরে না।

পাঠক! আমরা প্রকৃত ফলারদাস। লোহার সঙ্গে চুম্বক পাথরের যে সম্পর্ক, আমাদের সহিত লুচীরও সেইরূপ—তোমার বাড়িতে ফলারটা আসটা জম্‌লে অনুগ্রহ করে আমাদের ভুলো না আমরা মুন্‌কে রঘুর ভাই। ফলারের

নাম শুনে আমরা নরক ও জেলে পর্য্যন্ত যাই! সেবার মৌলুবী হালুম হোঁসেন খাঁ বাহাদুরের ছেলের সুন্নতে ফলার করে এসেচি। হিন্দুধর্ম্ম ছাড়া কাণ্ড বিধবা বিয়েতেও পাত পাতা গিয়েছে। আর কলকেতার ব্রাহ্মসমাজের জন্মতিথি উপলক্ষে ১১ই মাঘ পোপ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দি ফাষ্টের বাড়িতে যে বছর বছর একটা অন্নক্ষেত্তর হয়, তাতেও প্রসাদ পেয়েচি—ভাল কথা! ঐ ব্রাহ্মভোজের দিন ঠাকুরবাবুর মাঠের মত চণ্ডীমণ্ডপে ব্রাহ্ম ধরে না, কিন্তু প্রতি বুধবারে উপাসনার সময় সমাজে কেবল জোন দশ বাবোকে চক্ষু বুজে ঘাড় নাড়তে ও সুর করে সংস্কৃত মস্‌জিয়া পড়তে দেখ্‌তে পাই, বাকিরা কোথায়? তাঁরা বোধ হয়, পোষাকী ব্রাহ্ম। না আমাদের মত বজ্জিব বিড়াল?

এ সওয়ায় আমাদের ফলারের বিস্তর ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট আছে, যদি ইউনিভারসিটিতে বি, এ, ও বি, এলের মত ফলারের ডিগ্রী স্থির হয়, তা হলে আমরা তার প্রথম ক্যান্‌ডিডেট্।

রমাপ্রসাদ বাবুর মার সপিণ্ডনের জলপানে আড়ম্বর বিলক্ষণ হয়েছিল—উপচারও উত্তম রকম আহরণ হয়। সহরের জলপান দেখ্‌তে বড় মন্দ নয়, এক্‌তো মধ্যাহ্ন ভোজন বা জলপান রাত্তির দুই প্রহর পর্য্যন্ত ঠেল মারে, তাতে নানা রকম জানওয়ারের একত্র সমাগম। যাঁরা আহার কত্তে বসেন, সেগুলির পা প্রথম ঘোঁড়ার মত নাল বাঁদান বোধ হবে, ক্রমে সমীচীনরূপে দেখ্‌লে বুজতে পার্ব্বেন যে, কর্ম্মকর্ত্তা ও ফলারের সঙ্গিদের প্রতি এমনি বিশ্বাস যে, জুতো জোড়াটি খুলে খেতে বস্‌তে ভরসা হয় না!

শেষে কায়স্থের ভোজ মহাড়ম্বরে সম্পন্ন হলো। কুলী-

নরা পর্য্যায় মত রুই মাছের মুড়ো ও মুণ্ডী পেলেন—এক একটা আদবুড়ো আফিম খোর কুলীনের মাছের মুড়ো চিবোনো দেখে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা ভয় পেতে লাগ্‌লো। এক এক জনের পাত গো-ভাগাড়কে হারিয়ে দিলে। এই প্রকারে প্রায় পোনের দিন সমারোহের পর রমাপ্রসাদের মার সপিণ্ডনের ধূম চুক্‌লো—হুজুকদারেরা জিরুতে লাগ্‌লেন।

যে সকল মহাপুরুষ দলপতিরা সভাস্থ হন নাই, তাঁরা আপনার আপনার দলে ঘোঁট পাড়িয়ে দিলেন—অনেক ভট্টাচার্য্য বিদেয় নিয়ে ফলার মেরে এসেও শেষে শ্রীশ্রী৺ ধর্ম্মসভার উমেদারের প্রপৌত্তুরদের দলের দলপতির কাছে গঙ্গাজল ছুঁয়ে শালগেরামের সাম্‌নে দিব্বি কত্তে লাগলেন যে তিনি অ্যাদ্দিন সহরে আছেন, কিন্তু রমাপ্রসাদ রায় যে কে, তাও তিনি জানেন না; তিনি শুদ্ধ বাবুই জানেন। আর তাঁর ঠাকুর (স্বর্গীয় তর্কবাচস্পতি খুড়ো) মর্‌বার সময় বলে গিয়েচেন যে "ধর্ম্ম অবতার। আপনার মত লোক আর জগতে নাই!" এ সওয়ায় অনেক শূন্য উপাধিধারী হজুরেরা ধরা পড়্‌লেন, গোবর খ্যেলেন, শ্রীবিষ্ণু স্মরণ কল্লেন ও ভুরু কামালেন।

কল্‌কেতায় প্রথম বিধবা বিবাহের দিন বালী উত্তোরপাড়া অম্বিকে ও রাজপুর অঞ্চলের বিস্তর ভট্টাচায্যিরা সভাস্থ হন—ফলার ও বিদেয় মারেন, তার পর ক্রমে গাঢাকা হতে আরম্ভ হন, অনেক গোবর খান, অনেকে সভাস্থ হয়েও বলেন, আমি সে দিন শয্যাগত ছিলাম।

যত দিন এই মহাপুরুষদের প্রাদুর্ভাব থাক্‌বে, তত দিন বাঙ্গালীর ভদ্রস্থতা নাই, গোঁসাইরা হাড়ি, মুচি ও মুদ্দফরাস নিয়ে বেঁচে আছেন, এই মহাপুরুষরা গোটা কত হতভাগা

গোমূর্খ কায়স্থ ব্রাহ্মণ দলপতির জোরে আজও টিকে আছেন, এঁরা এক এক জন হারামজাদকী ও বজ্জাতীর প্রতিমূর্ত্তি, এ দিকে এমনি সজ্জা গজ্জা করে ব্যাড়ান যে, হঠাৎ কার সাধ্য অন্তরে প্রবেশ করে – হঠাৎ দেখলে বোধ হয় অতি নিরীহ ভদ্র লোক, বাস্তবিক সে কেবল ভড়ং ও ভণ্ডামো।

রসরাজ ও যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

রমাপ্রসাদ-বাবুর মার সপিণ্ডনে সভাস্থ হওয়ায় কোন কোন খানে তুমুল কাণ্ড বেধে উঠলো—বাবা ছেলের সঙ্গে পৃথক্ হলেন। মামী ভাগনেকে ছাঁটলেন—ভাগনে মামীর চির-অন্নপালিত হয়েও চির জন্মের কৃতজ্ঞতায় ছাই দিয়ে বিলক্ষণ বিপক্ষ হয়ে পড়লেন। আমরা যখন ইস্কুলে পড়তুম, তখন সহরের এক বড় মানুষ সোণার বেণেদের বাড়ির শম্ভু বাবু বলে এক জন আমাদের ক্লাসফ্রেণ্ড ছিলেন। একদিন তিনি কথায় কথায় বল্লেন যে “কাল রাত্রে আমি ভাই আমার স্ত্রীকে বর ঠাট্টা করেচি, সে আমায় বল্লে তুমি হনু-মান্, আমি অমনি ফস্ করে বল্লুম তোর শ্বশুর হনুমান্” ভাগনে বাবুও সেই রকম ঠাট্টা আরম্ভ কল্লেন। “রসরাজ” কাগজ পুনরায় বেরুলো; খেঁউড় ও পচালের স্রোত বইতে লাগলো। এরি দেখাদেখি এক জন সংস্কৃত কলেজের কৃত-বিদ্য ছোকরা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও কলেজ এডুকেশন মাথায় তুলে “য্যামন কর্ম্ম তেমনি ফল” নামে “রসরাজের” জুড়ি এক পচাল পোরা কাগজ বার কল্লেন—রসরাজ ও তেমনি ফলে লড়াই বেধে গ্যালো। দুই দলে কৃতাস্ত্র ও সেনা সংগ্রহ করে সমরসাগরে অবতীর্ণ হলেন,—ইস্কুল বয়েরা ভুরি ভুরি

নির্ব্বুদ্ধি দলবল সংগ্রহ করে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ বটনার ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন দলে মিলিত হলেন—দুর্ব্বুদ্ধিপরায়ণ ক্যাবাণী, কুটেল ও বাজে লোকেরা সেই কদর্য্য রস পান কর্‌বার জন্য কাক, কবন্ধ ও শৃগাল শকুনির মত রণস্থল জুড়ে রইলো। রসরাজ ও তেমনি ফলের ভয়ানক সংগ্রাম চলতে লাগ্‌লো—"পীর গোবাচাঁদের ম্যালা" "পরীর জন্ম বিবরণ" "ঘোঁ-ডাভূত" ও "ব্রহ্মদৈত্যের কথোপকথন" প্রভৃতি প্রস্তাব পরি-পূর্ণ রসরাজ প্রতি দিন পাঁচ শ। হাজার। দু হাজার! কাপি নগদ বিক্রী হতে লাগ্‌লো। কিন্তু "ব্রাহ্মধর্ম্ম" মাসে এক-খানাও ধারে বিক্রী হয় কি না সন্দেহ, "তিলোত্তমা" ও "সীতার বনবাসের" খদ্দের নাই। কিছু দিন এই প্রকার লড়াই চল্‌চে, এমন সময় গবর্ণমেণ্ট বাদী হয়ে কদর্য্য প্রস্তাব লিখন অপরাধে রসরাজ সম্পাদকের নামে পুলিসে নালীশ কল্লেন, "যেমন কর্ম্ম" ও পাছে তেম্‌নি ফল পান এই ভয়ে গা ঢাকা দিলেন, "রসরাজের" দোয়ার ও খুলীরে, মূল গায়েনকে মজ্‌লিসে রেখে "চাচা আপন বাঁচা" কথাটি স্মরণ করে মের্দ্দোম ও মন্দিরে ফেলে চম্পট দিলেন। ভাগ্‌নে বাবু (ওর্‌ফে মিত্তির খুড়ো) সফিনের ভয়ে অন্দর মহলের পাই-খানা আশ্রয় কল্লেন—গিরিবর ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন চামর ও নূপুর নিয়ে তিন মাসের জন্য হরিণ বাড়ি ঢুক্‌লেন। "পীর্ গোবাচাঁদের" বাকি গীত সেই খানে গাওয়া হলো। পাতর ভাঙ্গা হাতুড়ীর শব্দ, বেতের পটাং পটাং ও বেড়ীর ঝুমঝুমানি মন্দিরে ও মৃদঙ্গের কাজ কল্লে—কয়েদিরা বাজে লোক সেজে "পীরের গীত" শুনে মোহিত হয়ে বাহবা ও প্যালা দিলে "খ্যেলেন দই রমাকান্ত, বিকারের ব্যালা গোবর্দ্ধন"—যে ভাষা কথা আছে, ভাগ্‌নে বাবু (ওর্‌ফে

মিত্তির খুড়ো) ও রসরাজ সম্পাদকে সেইটিব সার্থকতা হলো। আমরাও ক্রমে বুড়ো হয়ে পড়লেম, চসমা ভিন্ন দেখ্‌তে পাইনে।

বুজ্‌রুকী।

পাঠক। আমাদেব হরিভদ্দর খুড়ো কায়স্ত মুখ্‌খী কুলীন, দেড় শ ছিলিম গাঁজা প্রত্যহ জলযোগ হয়ে থাকে, থাক্‌বার নির্দ্দিষ্ট বাড়ি ঘর নাই, সহবে খানকী মহলে অনেকেব সঙ্গে আলাপ থাকায় শোবার ও খাবাব ভাবনা নাই, ববং আদব করে কেউ "বেয়াই" কেউ "জামাই" বলে ডাক্‌তো। আমাদের খুড়ো ফলাব মাত্রেই পাদ্‌ধূলো দ্যান ও লুচিটে সন্দেশটা বেঁধে আনতেও কসুব কবেন না, এমন কি তাগে পেলে চলন সই জূতো জোড়াটাও ছেড়ে আসেন্ না। বলতে কি আমাদের হরিভদ্দব খুড়ো এক্‌রকম সবলোট্‌ গোছেব ভদ্দব লোক। খুড়ো উপস্থিত হয়েই এ কথা সে কথার পর বল্লেন যে, আর শুনেছ আমাদের সিমলে পাড়ায় এক মহা-পুরুষ সন্ন্যাসী এসেচেন—তিনি সিদ্ধ,—তিনি সোণা তইরি কত্তে পাবেন—লোকেব মনের কথা গুণে বলেন—পারা ভস্ম খাইয়ে সে দিন গঙ্গাতীরে একটা পচা মড়াকে বাঁচিয়েচেন, ভাবি বুজ্‌রুক। কিন্তু আমবা ক বার কটি সন্ন্যাসীব বুজ্‌রুকী ধরেচি, গুটি কত ভূতনাচার ভূত উড়িয়ে দিযেচি, আব আমাদের হাতে একটি জোচ্চোবের জোচ্চুরি বেরিয়ে পড়ে।

যখন হিন্দুধর্ম্ম প্রবল ছিল, লোকে দ্রব্যগুণ, কিমিয়া ভূতত্ত্ব জান্‌তো না, তখনই এই সকলের মান্য ছিল। আজ্‌

কাল ইংরাজি লেখা পড়ার কল্যাণে সে গুড়ে বালি পড়েছে, কিন্তু কলকেতা সহরে না দেখা যায়, এমন জিনিষই নাই, না আসেন, এমন দেবতাই নাই, সুতরাং কখন কখন "সোণা করা" "ছেলে করা" "নিরাহার" "ভূত নাবানো" "চণ্ডু সিদ্ধ" প্রভৃতিরা পেটের দায়ে এসে পড়েন, অনেক জায়গায় বুজরুক দ্যাখান্, শেষ কোথাও না কোথাও ধরা পড়ে বিলক্ষণ শিক্ষা পেয়ে যান।

হোঁসেন খাঁ।

বছর চার পাঁচ হলো, এই সহরে হোসেন খাঁ নামে এক মোছলমান বহু কালের পর ঐ বঙ্গে ভয়ানক আড়ম্বরে দ্যাখা দ্যান—তিনি হজরত জিনিষাই সিদ্ধ। (পাঠক আরব্য উপন্যাসের আলাদিন ও আশ্চর্য্য প্রদীপের কথা স্মরণ করুন)— "যা মনে করেন, সেই জিনিষই জিনি দ্বারা আনাতে পারেন, বাক্‌সের ভেতর থেকে ঘড়ি, আংটি টাকা উড়িয়ে দ্যান, নদীজলে চাবীর থলো ফ্যেলে দিলে জিনির দ্বারা তুলে আনান" প্রভৃতি নানা প্রকার অদ্ভুত কর্ম্ম কত্তে পারেন।

ক্রমে সহরে সকলেই হোসেন খাঁর কথার আন্দোলন কত্তে লাগ্‌লেন—ইংরেজী কেতার বড় দলে হোঁসেন খাঁর খবর হলো। হোঁসেন খাঁ আজ রাজা বাহাদুরের বাগানে বাক্‌সের ভেতর থেকে টাকা উড়িয়ে দিলেন, উইলসনের হোটেল থেকে খাবার উড়িয়ে আন্‌লেন, বোতল বোতল স্যামপিন্, দোনা দোনা গোলাবি খিলি ও দালিম কিস্‌মিস্ প্রভৃতি হরেক রকম খাবার জিনিষ উপস্থিত কল্লেন। কাল—রায় বাহাদুরের বাড়িতে কমলানেবু, বেলফুলের মালা, বরফও

আচাব আনলেন—যাঁরা পবমেশ্বর মানতেন না, তাঁরাও হেঁাসেন খাঁকে মানতে লাগলেন, ভাষায় বলে। "পাথরে পুজিলে পাঁচে পীর হয়ে পড়ে" ক্রমে হেঁাসেন খাঁ বড় বড় কাশ্মীরী উল্লুক ঠকাতে লাগলেন। অনেক জায়গায় খোরাকি ববাদ্দ হলো। বুজরুকী দ্যাখবাব জন্য দেশ দেশান্তর থেকে লোক আসতে লাগলো—হেঁাসেন খাঁর প্রিমিয়ম্ বেড়ে গ্যালো।

জুচ্চুবী চিব কাল চলে না। "দশ দিন চোরেব, এক দিন সেধেব," ক্রমে দুই এক জায়গায় হেঁাসেন খাঁ ধরা পড়তে লাগলেন—কোথাও ঠোনাটা ঠানাটা, কোথাও কাণমলা, শেষ প্রকার বাকি রইলো না। যাঁবা তাঁবে পূর্ব্বে দেবতা নির্ব্বিশেষে আদব কবেছিলেন, তাঁবাও দু এক ঘা দিতে ধাকি রাখলেন না, কিছু দিনেব মধ্যেই জিনি-সিদ্ধ হেঁাসেন খাঁ পৌত্তলিকেব শ্রাদ্ধের দাগা ষাঁড়ের অবস্থায় পড়লেন যাঁরা আদর করে নিয়ে যান, তাঁবাই দাগী কবে বাহিব করে দ্যান, শেষে সবকারী অতিথশালা আশ্রয় কল্লেন—হেঁাসেন খাঁ জেলে গ্যালেন। জিনি পাতাল আশ্রয় কল্লেন।

ভূতনাবানো।

আর এক বাব যে আমবা ভূতনাবানো দেখেছিলেম, সেও বড চমৎকার। আমাদের পাড়ার এক শ্যাকবাদের বাড়িতে এক জনের বড ভয়ানক রোগ হয়; শ্যাকরারা বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন, সুতবাং রোগে চিকিৎসা কত্তে ত্রুটি কল্লে না, ইংবেজি ডাক্তব বদ্দি ও হাকিমের ম্যালা করে ফেল্লে; প্রায় তিন বৎসর ধরে চিকিৎসে হলো, কিন্তু বোগের কেউ কিছুই কত্তে পাল্লে না, রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি হচ্চে দেখে বাড়ির

মেয়ে মহলে – তুলসী দেওয়া – কালীঘাটে সস্তেন – কাল-ভৈরবের স্তব পাঠ – তুক্ – তাক্ – সাফরিদ – নারাণ – বাঁশ-ওড় – বাল্সী – শেওপুর – মুলপুর ও হাজুম পুর প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত জায়গার চন্নামেত্তো ও মাদুলী ধারণ হলো – তারকেশ্বরে হত্যে দিতে লোক গ্যালো – বাড়ির বড় গিন্নী কালীঘাটে বুক চিরে মাথায় ও হাতে ধুনো পোড়াতে গ্যালেন – শেষে এক জন ভূতচালা আনা হয়।

ভূতচালার ভূতের ডাক্তারি পর্য্যন্ত করা আছে। আজ কাল দু এক বাঙ্গালী ডাক্তার মধ্যে মধ্যে পেসেন্টের বাড়ি ভূত সেজে দ্যাখা দ্যান—চাদরের বদলে দড়ি ও পেরেক সহিত মসারি গায়ে কখন বা উলঙ্গ হয়েও আসেন, কেবল মন্ত্রের বদলে চার পাঁচ জন রোজায় ধরা ধরি করে আস্তে হয়। এঁরা কল্‌কেতা মেডিকেল কালেজের এজুকেটেড্ ভূত।

ভূতচালা চণ্ডীমণ্ডপে বাসা পেলেন, ভূত আস্‌বার প্রোগ্রাম স্থির হলো – আজ সন্ধ্যার পরেই ভূত নাব্বেন, পাড়ার দু চার বাড়িতে খবর দেওয়া হলো – ভূত মনের কথা ও রুগীর ঔষধ বলে দেবে। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গ্যাল, কুটিও-য়ালারা ঘরে ফিল্লেন – বাবফট্‌কারা বেরুলেন, বিগ্রহরা উত্ত-রাড়ি কায়েতদের মত (দর্শন মাত্র) সেতল খেলেন, গীর্জ্জের ঘড়িতে ঢং টাং ঢং করে নটা বেজে গ্যালে গুম করে তোপ্ পড়্‌লো। ছেলেরা "ব্যোম্‌কালী কল্‌কেতাওয়ালী" বলে হাত তালী দে উঠ্‌লো—ভূতনাবানো আসরে নাব্‌লেন।

আমাদের প্রতিবাসী, ভূত নাবানোর কথা-প্রমাণ ও বাড়ির গিন্নিদের মুখে শুনে ভূতের আহার জন্য আয়োজন কত্তে ত্রুটি করে নাই; বড় বাজারের সমস্ত উত্তমোত্তম মেঠাই, ক্ষীরের নানা রকম পেয় ও লেহ্যরা পদার্পণ করেন—

বোধ হয়, আমাদের মত প্রকৃত ফলাবের দশ জনে তাঁদের শেষ কত্তে পারে না, বোজা ও তাঁর দুই চ্যেলায় কি কর্ব্বেন! রোজা ঘরে ঢুকে একটা পীড়েয় বসে ঘরেব ভিতরে সকলের পরিচয় নিতে লাগ্লেন—অনেকের আপাদ মস্তক ঠাউরে দেখে নিলেন—দুই এক জন কলেজ বয় ও মোটা মোটা লাটিওয়ালা নিমন্ত্রিতদের প্রতি তাঁর যে বড় ঘৃণা জন্মে ছিলো, তা তাঁর সে সময়ের চাউনিতেই জানা গ্যালো।

রোজার সঙ্গে দুটী চ্যালামাত্র, কিন্তু ঘরে প্রায় জন চাল্লিশ ভূত দ্যাখবার উমেদার উপস্থিত, সুতরাং ভূত প্রথমে আস্তে অস্বীকাব করেছিলেন, তদুপলক্ষে বোজাও "কাল ও কৃশ্চানীর" উপলক্ষে একটু বক্তৃতা কত্তে ভোলেন নাই—শেষে দর্শকদেব প্রগাঢ় ভক্তি ও ঘবেব আলো নিবিয়ে অন্ধকার করবার সম্মতিতে রোজা ভূত আন্তে রাজি হলেন—চ্যালারা খাবাব দাবাব সাজানো থালা ঘেঁশে বস্লেন, দরজায় হুড়কো পড়লো—আলো নিবয়ে দেওয়া হলো, রোজা কোশা কুশী ও আসন নিয়ে শুদ্ধাচাবে ভূত ডাক্তে বসলেন, আমরা ভূতের ভয়ে আড়ষ্ট হযে—বারোইয়ারিব শুদমজাৎ সংগুলির মত অন্ধকাবে বসে রইলেম!

পাঠক! আপনার স্মরণ থাক্তে পাবে, আমবা পূর্ব্বেই বলেচি, যে আমাদেব ঠাকুরমা ভূত ও পেত্নীব ভয় নিবারণেব জন্য একটি ছোট জয় ঢাকের মত মাদুলীতে ভূকৈলেশের মহাপুরুষের পায়ের ধুলো পুবে আমাদেব গলায় ঝুলিয়ে দ্যান—তা সওয়ায় আমাদের গলায় গুটি বাবো রকমারি পদক ও মাদুলী ছিল, দুটি বাগের নক্ ছিল আর কুমীরেব দাঁত, মাছের আঁশ ও গণ্ডারের চাম্ড়াও কোমবেব গোটে সাবধানে রাখা হয়। আর হাতে একখানা বাজুব মত কবজ

ও তাবকেশ্বরের উদ্দেশে সোণার তাগা বাঁধা ছিল। খুব ছেলেব্যালা আমাদের একবার বড় ব্যায়রাম হয়, তাতেই আমাদের পায়ে একটি চোবের সিঁদেব বেড়ী পরিয়ে দেওয়া হয় ও মাথায় পঞ্চানন্দেব একটি জট্ থাকে, জটটি তেল ও ধূলোতে জড়িযে গিয়ে বামছাগলের গলার মুমুড়ীর মত ঝুলতো, কিন্তু আমরা ইস্কুলেব অবস্থাতেই অল্প বয়সে অ্যাম্ বিসনেব দাস হয়ে ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে এক খানা ছাবান্ হেডিংওয়ালা কাগজে নাম সই কবি; তাতেই শুন্‌লেম্ যে আমাদের ব্রাহ্ম হওয়া হলো, সুতবাং তারেই কিছু পূর্ব্বে ইস্কুলেব পণ্ডিতের মুখে মহাপুরুষের দুর্দ্দশা শুনে সে গুলি খুলে ফেলেছিলেম, আজ সেই গুলির আবার স্মরণ হলো, মনে কল্লেম যদি ভূত নাবানো সত্যই হয, তা হলে সেগুলি পোরে আস্‌তে পাল্লে ভূতে কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না—এই বিবেচনা কবে সেই গুলির তত্ত্ব কল্লেম, কিন্তু পাওযা গ্যাল না—সে গুলি আমাদেব পৌত্তুবেব ভাতেব সময একটা চাকব চুরি কবে, চুবিটি ধরবাব জন্য চেষ্টাবও ত্রুটি হয় নি—গিন্নি শনিবাবে একটা সুপুবি, পয়সা ও সওয়া কুন্‌কে চেলের মুদো বাঁদেন, নেঁ্যপীব মা বলে আমাদেব বহু কালের এক বুড়ি দাসী ছিল, সে সেই মুদোটি নে জানের বাড়ি যায়—জান শুণে বলে দ্যায় যে “ চোর বাড়ির লোক, বডকালও নয় বড সুন্দরও নয়, শামবর্ণ মানুষটি একহারা মাজারি গোঁপ, মাথায় টাক্ থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে” জানের গোণাতে আমাদের ও চাকবটিকেই বোজায়, সুতবাং চাকবকেই চোর স্থির করে ছাড়িয়ে দেওয়া যায়, সুতরাং সে মাদুলী গুলি পাওয়া গ্যাল না, বরং ভূত্তের ভয় বেড়ে উঠলো।

ব্রাহ্ম হলেও যে ভূতে ধরবে না এটিরও নিশ্চয় নাই - সে

দিন কল্‌কেতার ব্রাহ্ম সমাজের এক জন ডাইরেকটরের স্ত্রীকে ডাইনে পায় – নানা দেশ দেশান্তর থেকে রোজা আনিয়ে কত ঝাডান ঝোড়ান, সর্‌ষে পড়া, জল পড়া ও লঙ্কা পড়া দিতে, তবে ভাল হয় – অনেক ব্রাহ্মর বাড়িতে ভূত চতুর্দ্দশীর প্রদীপ দিতে দেখা যায়।

এ দিকে রোজা খানিক ক্ষণ ডাক্‌তে ডাকতে ভূতের আসবার পূর্ব্ব লক্ষণ হতে লাগ্‌লো, গোহাড়, ঢিল, ইট ও ছুড়ো হাড়ি বাড়িব চতুর্দ্দিকে পডতে লাগ্‌লো, ঘরের ভেতর গুপ-গুপ-কবে য্যান কে নাচ্চে বোধ হতে লাগলো, খানিক ক্ষণ এই বকম ভূমিকার পব মড়াস কবে একটা শব্দ হলো, ভূতের বস্‌বাব জন্য ঘবেব ভিতর যে পীড়ে খানা বাখা হয়ে ছিলো, শব্দে বোধ হলো সেই খানি চুর্ণীর হয়ে ভেঙ্গে গ্যাল – রোজা সভয়ে বলে উঠ্‌লেন – শ্রীযুৎ এসেচেন।

আমরা ছেলে ব্যালা আমাদের বুড়ো ঠাকুরমার কাছে শুনে ছিলাম যে, ভূতে ও পেত্নীতে খোঁনা কথা কয়, সিটি আমাদের সংস্কার বদ্ধ হযে গিয়েছিলো; আজ তার পবীক্ষা হলো – ভূত পীড়ে ফাটিয়েই খোনা কথা কইতে লাগলেন, প্রথমে এসেই কলেজ বয়েদের দলের দুই এক জনের নাম ধরে ডাক্‌লেন, তাদের নাস্তিক ও ক্রিশ্চান বলে ডাক্ দিলেন, শেষে ভূতত্ব নিবন্ধন ঘাড় ভাঙ্গবার ভয় পর্য্যন্ত দ্যাখাতে ক্রটি করেন নাই; ভূতের খোঁনা কথা ও অপবিচিতের নাম বলাতেই বাড়িব কর্ত্তা বড ভয় পেলেন, জোড হাত করে (অন্ধকারে জোড় হাত দ্যাখা অসম্ভব, কিন্তু ভূত অন্ধকারে দিব্বি দেখ্‌তে পান, সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তা অন্ধকারেও জোড় হস্তে কথা কয়ে ছিলেন এ আমাদের কেবল ভাবে বোধ হলো) ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু ভূত সরমর্ডান্ট ওয়েল্‌সের মত যা ধবেন,

তার সমূলচ্ছেদ না করে ছাড়েন না, সুতরাং ভূতমহাশয়ের ঘাড় ভাঙ্গবার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হলো না, শেষে রোজা ও বুঁড়ো বুড়ো দর্শক ও বাড়িওয়ালার অনেক সাধ্য সাধনার পর ভূত মহোদয় ষষ্টি বাঁটায় আগত নূতন জামাইয়ের মত যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ কর্ত্তে সম্মত হলেন, আমরাও পালাবার পথ আচঁতে লাগলেন।

লুচীর চট্‌কানো ও চিবোনোর চপর চপর ও সাপ্‌টা, ফলারের হাপুর হুপুর শব্দ থামতে প্রায় আদ ঘন্টা লাগলো, শেষে ভূত জলযোগ করে গাঁজা ও তামাক খাচ্চেন, এমন সময় পাশ থেকে ওলাউঠো, রুগীর বমির ভূমিকার মত উকীর শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌লো, ক্রমে উকীর চোটে ভূতের বাক্‌রোধ হয়ে পড়লো – বমি। হুড হুড় করে বমি! গৃহস্থ মনে কল্লেন, ভূত মহাশয় বুঝি বমি কচ্চেন সুতরাং তাডাতাড়ি আলো জ্বালিয়ে আনালেন, শেষে দেখি কি চেলা ও রোজা খোদই বমি কচ্চেন, ভূত সরে গ্যাচেন – আমরা পূর্ব্বে শুনিনে যে গেরস্তর অগোচরে এক জন মেডিকেল কালেজের ছোকরা ভূতের জন্য সংগৃহীত উপচারে টারটারমেটিক্ মিশিয়ে দিয়াছিলেন, রোজা ও চেলারা তাই প্রসাদ পাওয়াতেই তাঁদের এই দুর্দ্দশা সুতরাং ভূতনাবানোর উপর আমাদের যে ভক্তি ছিলো, সে টুকু উপে গ্যাল। সুতরাং শেষে আমরা এই স্থির কল্লেম যে, ইংরাজি ভূতেদের কাছে দিশী ভূত খবরেআসে না।

এ সওয়ায় আমরা আরও দুচার জায়গায় ভূতনাবানো দেখেচি, পাঠকরাও বিস্তর দেখেচেন, সুতরাং সে সকল এখানে উত্থাপন করা অনাবশ্যক, "ভূতনাবানো" ও "হোঁসেন খাঁ" কেবল জুচ্চুরি ও হুজুকের আনুসঙ্গিক বলেই আমরা উল্লেখ করি।

নাক্ কাটা বঙ্ক।

হরিভদ্দর খুড়োর কথা মত—এ সকল প্রলয় জুয়াচুরী জেনেও আমরা এক দিন সন্ধ্যার পর সিমলে পাড়ার বঙ্ক-বেহারি বাবুর বাড়িতে গেলুম, বেহারি বাবু উকীলের বাড়ির হেড্ ক্যারাণী—আপনার বুদ্ধি ও কৌশল বলেই বাড়ি ঘর দোর ও বিষয় আশয় বানিয়ে নিয়েচেন, বারো মাস ঘায়ে ঘোয়ে ফেরেন—যে রকমে হোক্ কিছু আদায় করাই উদ্দেশ্য।

বঙ্কবেহারি বাবু ছেলে ব্যালায় মাতামহের অন্নেই প্রতি-পালিত হন, সুতরাং তাঁর লেখাপড়া ও শারীরিক তদ্বিরে বিলক্ষণ গাফিলী হয়। এক দিন মামার বাড়ি খ্যালা কত্তে কত্তে তিনি পাতকোর ভেতর পড়ে যান—তাতে নাকটি ক্যেটে যায় সুতরাং সেই অবধি সমবয়সীরা আদর করে "নাক্ কাটা বঙ্কবেহারি" বলেই তাঁরে ডাকৃতো, শেষে উকীলবাড়িতেও তিনি ঐ নামে বিখ্যাত হয়ে পড়েন। বঙ্কবেহারি বাবুরা তিন ভাই, ইনি মধ্যম, তাঁর দাদা সেলরদের দালালী কত্তেন, ছোট ভাইয়ের পাইকেরের দোকান ছিল। তিন্ ভাইয়েই কাঁচা পয়সা রোজগার করেন, জীবিকা গুলিও রকমারী বটে, সুতরাং নানাপ্রকার বদমায়েস পাল্লায় থাক্‌বে বড় বিচিত্র নয়—অল্প দিনের মধ্যেই বঙ্কবেহারি বাবুরা সিমলের এক জন বিখ্যাত লোক হয়ে উঠ্‌ছিলেন, হঠাৎ কিছু সঙ্গতি হলে লোকের মেজাজ যে রূপ গরম হয়ে ওঠে, তা পাঠক বুঝ্‌তেই পারেন (বিশেষত আপনাদের মধ্যেও কোন্ না দুই এক জন বঙ্কবেহারি বাবুর অবস্থার লোক না হবেন) ক্রমে বঙ্কবেহারি বাবু ভদ্র লোকের পক্ষে প্রকৃত জোলাপ হয়ে পড়্‌লেন।

হাইকোর্টের অ্যাটর্নীর বাড়িব প্যাষদা ও মালী পর্য্যন্ত আইনবাজ হযে থাকে, সুতবাং বঙ্কবেহাবি বাবু যে ভুখোড় আইনবাজ হবেন তা পূর্ব্বেই জানা গিয়েছিলো—আইন আ-দালতেব পরামর্শ, জাল জালিয়াতেব তালিম, ইকুটিব খোঁচ ও কমন্‌লার প্যাঁচে—বঙ্কবেহাবি বাবু দ্বিতীয় শুভঙ্কব ছিলেন। ভদ্দর লোকমাত্রকেই তাঁব নামে ভয় পেতে হতো, তিনি আকাশে ফাঁদ প্যেতে চাঁদ ধবে দিতেপাবেন, হয়কে নয় করেন, নয়কে হয় কবেন, এমন কি টেকচাঁদ ঠাকুরের ঠক্ চাচাও তাঁর কাচে পরামর্শ নিতেন।

আমরা সন্ধ্যাবপরে বঙ্কবেহাবি বাবুব বাড়িতে পোঁছিলাম আমাদেব বুড়ো রাম ঘোড়াটিব মধ্যে মধ্যে বাতশ্লেষ্মাব জ্বব হয়, সুতবাং আমবা গাডি চড়ে যেতে পাবি নাই, রাস্তা হতে এক জন ঝাঁকা মুটে ডেকে তাব ঝাঁকায বসেই যাই, তাতে গাড়ির চেয়ে কিছু বিলম্ব হতে পারে। কিন্তু ঝাঁকা মুটে অপেক্ষা পাহাবাওয়ালাদেব ঝোলায় যাওয়ায় আবাম আছে—দুঃখেব বিষয এই যে, সেটী সব সময় ঘটে না। পাঠকরা অনুগ্রহ কবে যদি ঐ ঝোলায এক বাব সোযার হন, তা হলে জম্মে আর গাডি পাল্‌কী চড়্‌তে ইচ্ছা হবে না, যাঁরা চড়েচেন, তাঁরাই এব আবাম জানেন –যেন ইস্প্রীং-ওয়ালা কৌচ।

আমরা বঙ্কবেহাবী বাবুব বাডিতে আবও অনেকগুলি ভদ্র লোককে দেখ্‌তে পেলেম, তাঁবাও "সোণাকবাব" বুজরুকী দেখতে সভাস্থ হয়েছিলেন। ক্রমে সকলেব পরস্পব আলাপ ও কথা বার্ত্তা থামলে সন্ন্যাসী যে ঘরে ছিলেন, আমাদেবও সেই ঘরে যাবাব অনুমতি হলো। সে ঘবটী বঙ্ক বাবুব বৈটক-খানাব লাগাও ছিল, সুতবাং আমবা সুদ্ধ পায়েই ঢুক্‌লেম,

ঘরটি চার কোণা সমান, মধ্যে সন্ন্যাসীবাগছাল বিছিয়ে বসেচেন, সামনে একটী তির্‌শূল পোঁতা হয়েচে, পিতলের বাঘের উপর চড়া মহাদেব ও এক বাণলিঙ্গ শিব সামনে শোভা পাচ্চেন, পাশে গাঁজার হুঁকো—সিদ্ধির ঝুলী ও আগুনের মাল্‌সা—সন্ন্যাসীর পেছনে দুজন চ্যালা বসে গাঁজা খাচ্চে, তার কিছু অন্তরে একটা হাপর, জাঁতা, হাতুড়ি ও হামামদিস্তে পড়ে রয়েচে—তারাই সোণা তইরির বাহ্যিক আড়ম্বর।

আমাদের মধ্যে অনেকে সন্ন্যাসীকে দেখে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আধার হয়ে ভূমিষ্ঠ হযে প্রণাম কল্লেন, অনেকে নিমগোছের ঘাড় নোয়ালেন, কেউ কেউ আমাদের মত গুরুমশায়ের পাঠশালের ছেলেদের ন্যায় গণ্ডার এণ্ডায় সায় দিয়ে গোলে হরিবোলে সাল্লেন—শেষে সন্ন্যাসী ঘাড় নেড়ে সকলকেই বসতে বল্লেন।

যে মহাপুরুষদের কৌশলে হিন্দুধর্ম্মের জন্ম হয়, তাঁরাই ধন্য। এই কন্ধকাটা। এই ব্রহ্মদত্তি। এই রক্তদন্তী কালী—এই শেতলা। ছেলেদের কথা দূরে থাকুক বুড়ো মিন্‌সেদেরও ভয় পাইয়ে দ্যায়। সন্ন্যাসী যে রমক সজ্জা গজ্জা করে বসেছিলেন, তাতে মানুন বা নাই মানুন, হিন্দুসন্তান মাত্রকেই সেওবাতে হয়ে ছিলো! হায়। কালের কি মহিমা—সে দিন যার পিতামহ যে পাতরকে ঈশ্বরজ্ঞানে প্রণাম করেচে—মুক্তির অনন্যগতি জেনে ভক্তি করেচে, আজ তার পৌত্তর সেই পাতরের ওপোর পা তুলতে শঙ্কিত হচ্চে না, রে বিশ্বাস? তোর অসাধ্য কর্ম্ম নাই! যার দাস হয়ে এক জনকে প্রাণ সমর্পণ, করা যায়, আবার তারই কথায় তারে চিরশক্র বিবেচনা হয়, এর বাড়া আর আশ্চর্য্য কি। কোন্ ধর্ম্ম সত্য? কিসে ঈশ্বর পাওয়া যায়? তা কে বলতে পারে! সুতরাং

পূর্ব্বে যারা ঘোরনাদী বজ্রে, জলে, মাটি ও পাথরে ঈশ্বর বলে পূজে গ্যাচে, তারা যে নরকে যাবে, আর আমরা কি বুধবারে ঘণ্টা ক্ষ্যাণেকের জন্য চক্ষু বুজে ঘাড় ন্যেড়ে কান্না ও গাওনা শুনে যে স্বর্গে যাব—তারই বা প্রমাণ কি? সহস্র সহস্র বৎসরে শত শত তত্ত্ববিৎ ও প্রকৃতিজ্ঞ জ্ঞানীরা যাঁরে পাবার উপায় অবধারণে অসমর্থ হলো, আমরা যে সামান্য হীনবুদ্ধি হয়ে তাঁর অনুগৃহীত বলে অহঙ্কার ও অভিমান করি, সে কতটা নির্ব্বুদ্ধির কর্ম্ম?—ব্রহ্মজ্ঞানী যেমন পৌত্তলিক, ক্রশ্চান ও মোসলমানদের অপদার্থ ও অসার বলে জানেন, তাঁরাও ব্রাহ্মদের পাগল ও ভণ্ড বলে স্থির করেন। আজ কাল যেখানে যে ধর্ম্মে রাজমুকুট নত হয়, সেখানে সেই ধর্ম্মই প্রবল। কালের অব্যর্থ নিয়মে প্রতিদিন সংসারের যেমন পরিবর্ত্তন হচ্চে, ধর্ম্মসমাজ, রীতি ও নিয়মও অ্যাড়াচ্চে না। যে রামমোহন রায় বেদকে মান্য করে তার সূত্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের শরীর নির্ম্মাণ করেচেন, আজ একশ বছরও হয় নাই, এরই মধ্যে তাঁর শিষ্যরা সেটী অস্বীকার করেন—ক্রমে ক্রশ্চানীর ভড়ং ব্রাহ্মধর্ম্মের অলঙ্কার করে তুলেচেন—আরও কি হয়। এই সকল দেখে শুনেই বুঝি কতকগুলি ভদ্র লোক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। যদি পরমেশ্বরের কিছু মাত্র বিষয় জ্ঞান থাকতো, তা হলে সাদ করে "ঘোড়ার ডিম" ও "আকাশ কুসুমের" দলে গণ্য হতেন না। সুতরাং এক দিন আমারা তাঁরে এক জন কাণ্ডজ্ঞানহীন পাড়াগেঁয়ে জমিদার বলে ডাক্‌লেও ডাক্‌তে পারি।

সন্ন্যাসী আমাদের বস্‌তে বলে অন্য কথা তোল্‌বার উপক্রম কচ্চেন, এমন সময় বঙ্কবেহারী বাবু এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন—সে দিন বঙ্কবেহারী বাবু মাতায় একটি জরীর

কাবুলী তাজ, গাযে লাল গাজেব একটি পিবাহান "বেঁচে থাঁকুক বিদ্দেসাগর চীবজীবী হয়ে" প্যেডে পাস্তিপুরে ধুতি ও ডুব্রে উড়ুনী মাত্র ব্যবহাব কবে ছিলেন, আব হাতে একটি লাল রঙ্গেব রুমাল ছিল তাতে বিং সমেত গুটীকত চাবী ঝুলচে।

বঙ্কবেহারী বাবুব ভূমিকা, মিষ্ট আলাপ, নমস্কাব ও স্যেক হ্যাণ্ড চুকলে পব তাঁব দাদা সন্ন্যাসীকে হিন্দিতে বুজিয়ে বল্লেন যে এই সকল ভদ্দব লোকেবা আপনার বুজরুকী ও ক্যারামত দেখ্‌তে এসেচেন; প্রার্থনা—অবকাশ মত তুই একটা জাহীব কবেন—তাতে সন্ন্যাসীও কিছু কষ্টেব পব বাজী হলেন। ক্রমে বুজরুকীর উপক্রমণিকা আবম্ভ হলো, বঙ্কবেহাবী বাবু প্রোগ্র্যাম স্থিব কল্লেন, কিছুক্ষণ দেখ্‌তে দেখতে প্রথমে ঘটেব উপব হতে একটি জবাফুল তড়াক্ কবে লাফিযে উঠ্‌লো—ঘটেব উপব থেকে জবাফ্‌ল বর্ষাকালেব কডকট্যে ব্যাংঙ্গেব মত থপাস করে লাফিয়ে উঁঠ্‌লো, সন্ন্যাসী তাব দুহাত তফাৎ বসে বয়েচেন—এ দেখ্‌লে হঠাৎ বিস্মিত হতেই হয, সুতবাং ঘরশুদ্ধ লোক ক্ষাণিকক্ষণ অবাক হয়ে বইলেন—সন্ন্যাসীর গম্ভীবতা ও দর্পভবা মুক্‌খানি ততই অহঙ্কাবে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। এমন সময় এক জন চেলা এক বোতল মদ এনে উপস্থিত কল্লে—মদ দুদ হযে যাবে, পাছে ডবল বোতল বা অন্য কোন জিনিস বলে যদি দর্শকেদেব সন্দেহ হয় তার জন্য সন্ন্যাসী একটী নতুন সবায সেই বোতলেব সমুদায় মদ টুকু ঢ্যেলে ফেল্লেন, ঘব মদের গন্ধে তর হয়ে গ্যালো—সকলেবই স্থির বিশ্বাস হলো এ মদ বটে।

সন্ন্যাসী নতুনসবায় মদ ঢেলেই একটি হুহুঙ্কার ছাড়্‌লেন, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা আঁত্‌কে উঠ্‌লো, বুড়োদের বুক গুর্‌ গুর

কত্তে লাগ্‌লো; ক্রমে এক জন চেলা নিকটে এসে জিজ্ঞাসা কল্লে " গুরু! এ কটোরেমে ক্যা হ্যায ?" সন্ন্যাসী, "ঢুঁদ্ হো ব্যেটা!" বলে তাতে এক কুশী জল ফ্যালবামাত্র সরার মদ দুদের মত সাদা হযে গ্যাল—আমবাও দেখে শুনে গাধা বনে গেলুম—এই রকম নানা প্রকার বুজরুকী ও কার্দ্দানীব প্রকাশ হতে হতে বাত্তির এগারোটা বেজে গ্যাল সুতরাং সকলেব সম্মতিতে বঙ্ক বাবুব প্রস্তাবে সে বাত্রের মত বেদ-ব্যাসেব বিশ্রাম হলো, আমবা রাম রকমেব একটা প্রণাম দিয়ে একটি উল্লূক হয়ে বাড়িতে এলেম—একে ক্ষুধাও বিলক্ষণ হয়েছিল, তাতে আমাদেব বাহন ঝাঁকা-মুটেটি যে রাৎ-কানা তা পূর্ব্বে বলে নাই সুতরাং তাব হাত ধরে গুটি গুটি কবে উজোন আদ ক্রোশ পথ ঠেলে তাকে কাঠেব দোকানে পৌঁচে বেখে তবে বাড়ি যাই, দুঃখেব বিষয আবার সে বাত্রে বেরালে আমাদেব খাবাব গুলি সব খেয়ে গিয়েছিলো, দোকান গুলিও বন্দ হযে গ্যাচে সুতবাং ক্ষুধায় ও পথেব কষ্টে আমরা হত ভোম্বা হযে সে বাত্তিব অতিবাহিত কবি।

আমবা পূর্ব্বেই বলে এসেচি " দশ দিন চোবেব এক দিন স্যেদেব" ক্রমে অনেকেই বঙ্ক বাবুব বাডির সন্ন্যাসীর কথা আন্দোলন কত্তে লাগ্‌লেন, শেষে এক দিন আমরা সন্ন্যাসীর জুচ্চুবী ধত্তে স্থিবপ্রতিজ্ঞ হয়ে বঙ্ক বাবুব বাডিতে গেলেম, পূর্ব্ব দিনেব মত জবা ফুল তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠ্‌লো, এমন সময় এক জন মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালা ক্লাশের বাঙ্গাল ছাত্র লাফিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীর হাত ধবে ফেল্লেন, শেষে হুড়ো মুডিতে বেরুলো জবাফুলটি বালুঞ্চি দিয়ে তাঁব নখের সঙ্গে লাগান ছিল।

সংসারের গতিই এই, এক বার অনর্থেব একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র

বেরুলে ক্রমে বহুলী হয়ে পড়ে, বালুঞ্চী বাঁধা জবাফুল ধরা পড়্‌তেই সকলেই একত্র হয়ে সন্ন্যাসীর ভুব্‌ড়া ভুব্‌ডির খানা তল্লাসী কত্তে লাগ্‌লেন, এক জন ঘুর্ত্তে ঘুর্ত্তে ঘরের কোন্ থেকে একটা মরা পাঁটা বাহির কল্লেন। সন্ন্যাসী এক দিন ছাগল কেটে প্রাণ দান দ্যান, সেই কাটা ছাগলটি সরাতে না প্যেরে ঘরের কোণেই (ফোরওযালা মেজে নয়) পুতে রেখে ছিলেন, তাড়াতাড়িতে বেমালুম করে মাটি চাপাতে পারেন নাই, পাঁটার একটি সিং বেরিয়ে ছিলো—সুতরাং এক জনের পায়ে ঠ্যাকাতেই সুসন্ধানে বেরুলো। সন্ন্যাসী আমাদের সাক্ষাতে যে মদকে দুদ্ করে ছিলেন, সে দিন তারও জাক্ ভেঙ্গে গ্যালো, সেই মজলিসের এক জন সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন বল্লেন, যে আমিরিকান বম (মার্কিন আনীস) নামক মদে জল দেবামাত্র সাদা দুদের মত হয়ে যায়। এই রকম ধর পাকড়ের পর বঙ্কবেহারী বাবুও সন্ন্যাসীকে অপ্রস্তুত করে, আমরা রৈ রৈ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেম, হরিভদ্দর খুড়ো সন্ন্যাসীর পেতলের শিবটি ক্রোড়ে নিলেন, সেটি বিক্রী করে নেপালে চরস কেনেন ও তাঁরও সেই দিন থেকে এই রকম বুজরুক সন্ন্যাসীদের ওপর অশ্রদ্ধা হয়।

পূর্ব্বে এই সকল অদৃষ্টচর ব্যাপারের যে রকম প্রাদুর্ভাব ছিল্ এখন তার অংশে আদ্‌গুণও নাই, আমরা সহরে কদিন কটা ঊর্দ্ধ্‌বাহু কটা অবধূত দেখ্‌তে পাই? ক্রমে হিন্দু ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল জুয়াচ্চুরীরও লাঘব হয়ে আস্‌চে, ক্রেতা ও লাভ ভিন্ন কোন ব্যবসাই স্থায়ী হয় না সুতরাং উৎসাহদাতা বিরহেই এই সকল ধর্ম্মানুষঙ্গিক প্রবঞ্চনা উঠে যাবে কিন্তু কলকেতা সহরের এমনি প্রসব ক্ষমতা যে এখনও এমন এক একটি মহাপুরুষের জন্ম দিচ্চেন যে তাঁরা যাতে এই সকল

বদমায়িসী চির দিন থাকে, যাতে হিন্দুধর্ম্মের ভড়ং ও ভাঁওতা-মোর প্রাদুর্ভাব বাড়ে, সহস্র সৎকার্য্য পায়ের নিচে ফ্যালে তাব জন্যই শশব্যস্ত। এক জনরা তিন ভাই ছিল, কিন্তু তিনটিই পাগল, এক দিন বড় ভাই তার মাকে বলে যে "মা। তোমার গর্ভটি দ্বিতীয় পাগলা গারদ" সেই রকম এক দিন আমারাও কলকেতা সহবকে "রত্নগর্ভ" বলেও ডাক্‌তে পাবি—কলকেতাব কি বড মানুষ কি মধ্যাবস্থ এক এক জন এক একটি রত্ন॥ এই দৃষ্টান্তে আমরা বাবু পদ্মলোচকে মজলিসে হাজির কল্লেম।

বাবু পদ্মলোচন দত্ত—
ওরফে
হঠাৎ অবতার।

বাবু পদ্মলোচন ওরফে হঠাৎ অবতাব ১১১২ সালে তাঁর মাতামহ নাউপাড়ামুষুলীব মিত্তিরদের বাড়ি জন্ম গ্রহণ কবেন, নাউপাড়ামুষুলী গ্রামখানি মন্দ নয়, অনেক কায়স্থ ও ও ব্রাহ্মণের বাস আছে, গাঁয়েব জমিদাব মজফফর খাঁ, মোছলমান হয়েও গরু জবাই প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে বিবত ছিলেন। মোল্লা ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই সমান দেখ্‌তেন—মানীব মান রাখ্‌তেন ও লোকেব খাতির ও সেলামালকীর গুণা কত্তেন না, ফাবশীতে তিনি বড় লায়েব ছিলেন, বাঙ্গালা ও উর্দ্দূতে ও তাঁব দখল ছিল, মজফফর খাঁ গাঁয়ের জমিদার ছিলেন বটে কিন্তু ধোপা নাপিত বন্ধ করা, হুঁকা মারা, ঢ্যালা ফ্যালা ও বিয়ে ভাঠির হুকুম হাকাম ও নিষ্পত্তি করার ভার মিত্তির বাবুদের ওপোরই দেওয়া হয়। পূর্ব্বে মিত্তিব বাবুদেব বড়

জল জলাট ছিল, মধ্যে পরিবারের অনেকে মরে যাওয়ায় ভাগা ভাগা ও বহু গুষ্টি নিবন্ধন কিঞ্চিং দৈন্যদশায় পড়তে হয়েছিলো কিন্তু নিঃস্বত্ব হয়েও গ্রামস্থ লোকেদের কাছে মানের কিছু মাত্র ব্যত্যয় হয়নি।

পদ্মলোচনের জন্মদিনটি সামান্য লোকের জন্মদিনের মত অমনি যায় নি, সে দিন—হঠাৎ মেঘাডম্বর করে সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়—একটি সাপ আঁতুড় ঘরের দরজায় সমস্ত রাত্তির বসে ফোঁস ফোঁস করে আর বাড়ির একটি পোসা টিয়ে পাখি হঠাৎ মরে গিয়ে দাঁড়ে ঝুলে থাকে; পদ্মলোচনের পিতামহী এ সকল লক্ষণ শুভ নিমিত্ত বিবেচনা করে বড়ই খুসি হয়ে আপনার পর্‌বার একখানি লাল পেড়ে সাড়ী দাইকে বক্‌সিস্ দ্যান। অভ্যাগত ঢুলি ও বাজন্দরেরাও একটি শিকি আর এক হাঁড়ি নারকেল নাড়ু পেয়েছিলো। ক্রমে মহা আনন্দে আট্‌কৌড়ে সারা হলো, গাঁয়ের ছেলেরা "আটকৌড়ে বাট কৌড়ে ছেলে আছ ভাল, ছেলের বাবার দাড়িতে বসে হাগ" বলে কুলো বাজিয়ে ফুটকড়াই, বাতাসা ও একএক চক্‌চকে পয়সা নিয়ে আনন্দে বিদেয় হলো। গোভাগাড় থেকে একটা মরা গরুর মাথা কুড়িয়ে এনে আঁতুড় ঘরের দরজায় রেখে "দোরষষ্ঠী" বলে হলুদ ও দূর্ব্বো দিয়ে পূজো করা হলো। ক্রমে ১৫ দিন ২০ দিন এক মাস সম্পূর্ণ হলে গাঁয়ের পঞ্চানন্দ তলায় ষষ্ঠীর পূজো দিয়ে আঁতুড় ওঠানো হয়।

ক্রমে পদ্মলোচন তিথিগত চাঁদের মতন বাড়্‌তে লাগ্‌লেন। গুলী দাণ্ডা, কপাটি কপাটি, চোর চোর, তেলী হাত পিছ্‌লে গেলী প্রভৃতি খ্যালায় পদ্মলোচন প্রসিদ্ধ হয়ে পড়্‌লেন। পাঁচ বছরে হাতে খড়ি হলো, গুরু মশায়ের ভয়ে পদ্ম লোচন পুকুর পাড়ে, নলবনে ও বাঁশবাগানে লুকিয়ে থাকেন,

পেট কামড়ানি ও গা বমি বমি প্রভৃতি অন্তঃশিলে রোগেরও অভাব রইলো না ; ক্রমে কিছু দিন এই রকমে যায়, এক দিন পদ্মলোচনের বাপ্ মলেন, তাঁর মা আগুন খেয়ে গ্যালেন, ক্রমে মাতামহ, মামা ও মামাতো ভেয়েরাও একে একে অকালে ও সময়ে মল্লেন সুতরাং মাতামহ মিত্তিরদের ভিটে পুরুষ শূন্য প্রায় হলো ; জমি জমা গুলি জয়কৃষ্ণের মত জমি-দারে কতক গিলে ফেল্লে, কতক খাজনা না দেওয়ায় বিকিয়ে গ্যাল, সুতরাং পদ্মলোচনকে অতি অল্প বয়সে পেটের জন্যে অদৃষ্ট ও হাতযশের ওপোর নির্ভর কত্তে হলো। পদ্মলোচন কলকেতায় এসে এক বাঁসাড়েদের বাঁসায় পেটভাতে ফাই ফরমাস, কাপড় কোচানো ও লুচী ভাজা প্রভৃতি কর্ম্মে ভর্ত্তি হল্লেন,—অবকাশ মত হাতটাও পাকান হবে—বিশেষতঃ কুঠেলবা লেখা পড়া শেখাবেন প্রতিশ্রুত হলেন।

পদ্মলোচন কিছু কাল ঐ নিয়মে বাঁসাড়েবদের মনোরঞ্জন কত্তে লাগ্লেন, ক্রমে দু এক বাবুর অনুগ্রহ প্রাপ্তির প্রত্যা-শায় মাথালো মাথালো জায়গায় উমেদারি আরম্ভ কল্লেন। সহরের যে বড় মানুষের বৈঠকখানায় যাবেন প্রায় সর্ব্বত্রই লোকারণ্য দেখ্তে পাবেন, যদি ভিতরকার খবর ন্যান্ তা হলে পাওনাদার, মহাজন, উঠ্নোওয়ালা, দোকানদার, উমে-দার, আইবুড়ো ও বেকার কুলীনের ছেলে বিস্তর দেখ্তে পাবেন—পদ্মলোচনও সেই ভিড়ের মধ্যে একটী বাড়্লেন, ক্রমে অষ্ট প্রহর ঘণ্টার গড়ুরের মত উমেদারিতে অনবরত এক বৎসর হাঁটা হাঁটি ও হাজরের পর দু চার খানা সই সুপারিস্ও হস্তগত হলো, শেষে এক সদয়হৃদয় মুচ্ছুদ্দী আপনার হউসে একটি ওজোন সরকারী কর্ম্ম দিলেন।

পদ্মলোচন কষ্ট ভোগের একশেষ করেছিলেন, ভদ্র লোকের

ছেলে হয়েও কাপড কোঁচান, লুচী ভাজা, বাজার কর্বা, জল তোলা প্রভৃতি অপকৃষ্ট কাজ স্বীকাব কত্তে হয়ে ছিলো; ক্রমশ লুচী ভাজতে ভাঁজতে ক্রমে লুচী ভাজায় তিনি এমনি তইরি হয়ে উঠ্লেন যে তাঁর মত লুচী অনেক ঘটক ও মেঠাইওয়ালা বামুনেও ভাজতে পাত্তো না। বাসাঁড়েরা খুসি হয়ে তাঁরে "মেকর খেতাব দ্যায়, সুতরাং সেই দিন থেকে তিনি মেকর পদ্মলোচন দত্ত নামে বিখ্যাত হলেন।

ভাষা কথায় বলে "যখন যাব কপাল ধবে————" যখন পড়্তা পড়্তে আবম্ভ হয়, তখন ছাইমুটো ধল্লে সোণা মুটো হয়ে যায়। ক্রমে পদ্মলোচন দত্তের শুভাদৃষ্ট ফল্‌তে আবম্ভ হলো—মুচ্ছুদ্দি অনুগ্রহ করে সিপ্‌সরকারী কর্ম্ম দিলেন। সায়েবরাও দত্তজার চালাকী ও কাজের হুসিয়ারিতে সন্তুষ্ট হতে লাগ্‌লেন—পদ্মলোচন ততই সায়েবদের সন্তুষ্ট কর্‌বার অবসব খুঁজতে লাগ্‌লেন—একমনে সেবা কল্লে ভয়ঙ্কর সাপও সদয় হয়, পুরাণে পাওযা যায় যে তপস্যা করে অনেকে হিন্দুদেব ভূতের মত ভয়ানক দেবতা গুলোকেও প্রসন্ন করেচে। ক্রমে সায়েবরাও পদ্মলোচনের প্রতি সন্তুষ্ট হযে তাঁর ভাল কর্ব্বার চেষ্টায় রইলেন, এক দিন হউসের সদরমেট কর্ম্মে জবাব দিলে—সায়েবরা মুচ্ছুদ্দিকে অনুবোধ করে পদ্মলোচনকে সেই কর্ম্মে ভর্ত্তি কল্লেন।

পদ্মলোচন সিপসরকার হয়েও বাঁসাড়েদের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন নি কিন্তু সদরমেট হয়ে সেখানে থাকা আর ভাল দ্যাখায় না বলেই অন্যত্র একটু জায়গা ভাড়া করে নিয়ে একটি খোলার ঘর প্রস্তুত করে রইলেন। কিন্তু এ অবস্থায় তাঁরে অধিক দিন থাক্‌তে হলো না। তাঁর অদৃষ্ট শীঘ্রই লুচীর ফোসকার মত ফুলে উঠ্‌লো—বের জল পেলে কনেরা

ঝ্যামন ফেঁপে ওটে, তিনিও তেমনি ফাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। ক্রমে মুচ্ছুদ্দির সঙ্গে সায়েবদের বড় একটা বনিবনাও না হওয়ায় মুচ্ছুদ্দি কর্ম্ম ছেড়ে দিলেন সুতরাং সায়েবদের অনুগ্রহধর পদ্মলোচন বিনা টাকায় মুচ্ছুদ্দি হলেন।

টাকায় সকলই করে। পদ্মলোচন মুচ্ছুদ্দি হবামাত্র অবস্থার পরিবর্ত্তন বুজ্‌তে পাল্লেন, তার পর দিন সকালে সেই খোলার ঘর বালাখানাকে ভ্যাংচাতে লাগ্‌লো—উমেদার, দালাল, প্যায়দা, গদিওয়ালা ও পাইকেরে ভরে গ্যাল, কেউ পদ্মলোচন বাবুকে নমস্কার করে হাঁটুগেড়ে জোড়হাত করে কথা কয়, কেউ "আপনার সোণার দোত কলম হোক" "লক্ষপতি হোন" "সম্বৎসবের মধ্যে পুত্তুর সন্তান হোক" "অনুগতের হজুর ভিন্ন গতি নাই" প্রভৃতি কথায় পদ্মলোচনকে তুঁদুলে পাঁউরুটি হতেও ফোলাতে লাগ্‌লেন—ক্রমে দুরবস্থা দুকুরে লোচ্চার মত মুখে কাপড় দিয়ে সুকুলেন—অভিমান ও অহঙ্কারে ভূষিত হয়ে সৌভাগ্যযুবতী বারাঙ্গনা সেজে তাঁরে আলিঙ্গন কল্লেন, হুজুকদারেরা আজ কাল "পদ্মলোচনকে পায় কে" বলে ঢ্যাড্‌রা পিটে দিলেন, প্রতিধ্বনি—রেও বামুন, অগ্রদানী ও গাইয়ে বাজিয়ে স্যেজে এই কথাটি সর্ব্বত্র ঘোষণা করে ব্যাড়াতে লাগ্‌লেন—সহরে ঢিঢি হয়ে গ্যাল – পদ্মলোচন এক জন মস্ত লোক।

কল্‌কেতা সহরে কতকগুলি বেকার "জয়কেতু আছেন" যখন যার নতুন বোলবলাও হয়, তখন তাঁরা সেইখানে মেশেন, তাঁকেই জাতের শ্রেষ্ঠ দেখান ও অনন্য মনে তাঁরই উপাসনা করেন, আবার যদি তাঁর চেয়ে কেউ উঁচু হয়ে পড়েন তবে তাঁরে পরিত্যাগ করে উঁচুর দলে জমেন, আমরা ছ্যেলেব্যালা বুড়ো ঠাকুরমার কাছে ' ছাদন দড়ি ও গোদা

বাড়ির" গল্প শুনেছিলাম, এই মহাপুরুষরা ঠিক সেই ছাঁদন দড়ি গোদা বাড়ি। গল্পে আছে " রাজপুত্তুর জিজ্ঞাসা কল্লেন, ছাঁদনদড়ি গোদা বাড়ি! এখন তুমি কার?" – " না আমি যখন যার তখন তার।" তেমনি হুতোম প্যাঁচা বলেন সহরে জয়কেতুরাও " যখন যার তখন তার" ...

জয়কেতুরা ভদ্র লোকের ছেলে, অনেকে লেখা পড়াও জানেন তবে কেউ কেউ মূর্ত্তিমতী মা। এঁদের অধিকাংশই পৌত্তলিক, কুলীন বামুন, কায়স্থ কুলীন বেকার পেনস্থনে ও ব্রোকই বিস্তর। বহু কালের পর পদ্মলোচন বাবু কলকেতা সহরে বাবু বলে বিখ্যাত হন, প্রায় বিশ্ বৎসর হলো সহরেব " হঠাৎ বাবুব" উপসংহার হয়ে যায় তন্নিবন্ধন " জয়কেতু " মোসাহেব, " ওস্তাদজী" ' ভড্জা" " ঘোষজা" " বোসজা" প্রভৃতি বরাখুরেরা জোয়াবের বিষ্ঠার মত ভেসে ভেসে ব্যাডাচ্ছিলেন, সুতরাং এখন পদ্মলোচনের " তর্পণের কোশায়" জুড়াবার জায়গা পেলেন।

জয়কেতুরা ক্রমে পদ্মলোচনকে ফাঁপিয়ে তুল্লেন, পড়তাও ভাল চল্লো – পদ্মলোচন অ্যাম্বিসনেব দাস হলেন, হিতাহিত বিবেচনা দেনদার বাবুদেব মত গাঢাকা হলেন। পদ্মলোচন প্রকৃত হিন্দুব মুকোস পবে সংসার রঙ্গভূমিতে নাবলেন - ব্রাহ্মণের পার্দ্ধুলো খান – পা চাটেন – দলাদলীর ও হিন্দুধর্ম্মের ঘোঁট করেন – ঠাকরুণ বিষয় ও সখীসম্বাদ গাওনার পক্ষে প্রকৃত ব্লটিংপেপার; পদ্মলোচনের জোরদণ্ড প্রতাপ। বৈঠকখানায় ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপক ধরে না, মিউটিনীর সময় গবর্ণমেণ্ট যেমন দোচোকোব্রত ভলন্টিয়ার জুটিয়ে ছিলেন, পদ্মলোচন বাবু হয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সংগ্রহ কত্তে বাকি রাখলেন না, এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়মের মত

বিবিধ আশ্চর্য্য জীব একত্র কল্লেন – বেশীর ভাগ জ্যান্ত !!!

বাঙ্গালী বদমায়েস ও দুর্ব্বুদ্ধির হাতে টাকা না থাকলে সংসারের কিছু মাত্র ক্ষতি কত্তে পারে না, বদমায়িসী ও টাকা একত্র হলে হাতি পর্য্যন্ত মারা পড়ে সেটি বড় সোজা কথা নয়, শিবকেষ্টো ষাঁড় জো পর্য্যন্ত যাতে মারা যান! পদ্মলোচনও পাঁচ জন কুলোকের পরামর্শে বদমায়িসী আরম্ভ কল্লেন—পৃথিবীর লোকের নিন্দা করা, খোঁটা দেওয়া ও টিটকারি করা তাঁর কাজ হলো. ক্রমে তাতেই তিনি এমনি চোস্ত হয়ে উঠলেন যে, শেষে আপনাকে আপনি অবতার বলে বিবেচনা কত্তে লাগলেন, পারিষদেরা অবতার বলে তাঁরে স্তব কত্তে লাগলো, বাজে লোকে "হঠাৎ" অবতার খেতাব দিলে – দর্শক ভদ্দর লোকেরা এই সকল দেখে শুনে অবাক্ হয়ে – ক্ল্যাপ দিতে লাগলেন !

পদ্মলোচন যথার্থই মনে মনে ঠাউরে ছিলেন যে, তিনি সামান্য মনুষ্য নন, হয় হরি নয় পীর কিম্বা ঈহুদিদের ভাবী মেসায়া – তারই সফল ও সার্থকতার জন্য পদ্মলোচন বুজরুকী পর্য্যন্ত দেখাতে ত্রুটি করেন নাই।

বিলাতি জুজেস্ ক্রাইষ্ট-এক টুকরো রুটিতে এক শ লোক খাইয়ে ছিলেন – কাণা ও খোঁড়া ফুঁয়ে ভাল কত্তেন। হিন্দু মতের কেষ্টও পূতনা বধ, শকট ভঞ্জন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য করে ছিলেন। পদ্মলোচন আপনারে অবতার বলে মানাবার জন্য সহরে হুজুক তুলে দিলেন যে, "তিনি এক দিন বারো-জনের খাবার জিনিষে এক শ লোক খাইয়ে দিলেন, "কাণা খোঁড়ারা সর্ব্বদাই হাতা বেড়ীর ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ যুক্ত পদ্মহস্ত পাবার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন, বুড়ি বুড়ি মাগীরা ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে নিয়ে "হাতবুলানো" পাইয়ে আনে – প্রভৃতি

নানাবিধ বুজরুকী প্রকাশ কত্তে লাগ্‌লেন। এই সকল শুনে চতুষ্পাঠীওয়ালা মহাপুরুষরা মরকের শকুনির মত নাচ্‌তে লাগ্‌লেন—টাকার এমনি প্রতাপ যে, চন্দ্রকে দেখে রত্নাকর সাগরও কেঁপে ওঠেন—অন্যর কি কথা। ময়রার দোকানে যত রকমারি মাছি, বসন্তি বোলতা আর ভোঁড়ুয়ে ভোঁমরা দেখা যায়, বইয়ের দোকানে তার কটা থাকে—সেথায় পদার্থ হীন উই পোকারা—আনসাড়ে আরসুলোর দল, আর দু একটা গোড়িমওয়ালা ফচ্‌কে নেংটী ইঁদুর মাত্র।

হঠাৎ টাকা হলে মেজাজ্ যে রকম গরম হয়, এক দম গাঁজাতেও তত হয় না, "হঠাৎ অবতার" হয়েও পদ্ম-লোচনের আশা নিবৃত্তি হবে তারও সম্ভাবনা কি। কিছু দিনের মধ্যে পদ্মলোচন কলিকাতা সহরের একজন প্রধান হিন্দু হয়ে পড়েন—তিনি হাই তুল্লে হাজার তুড়ি পড়ে—তিনি হাঁচ্‌লে জীব! জীব! জীব! শব্দে ঘর কেঁপে ওঠে। ওরে! ওরে! ওরে! হুজুর ও "যো হুকুমের" হল্লা পড়ে গ্যালো, ক্রমে সহরের বড় দলে খবর হলো যে, কল্‌কেতার ন্যাচর্যাল হিষ্টীর দলে একটি নম্বরে বাড়্‌লো।

ক্রমে পদ্মলোচন নানা উপায়ে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় কত্তে লাগ্‌লেন, অবস্থার উপযুক্ত একটি নতুন বাড়ি কিন্‌লেন, সহরের বড় মানুষ হলে যে সকল জিনিস্ পত্র ও উপাদানের আবশ্যক, সভাস্থ আত্মীয় ও মোসাহেবেরা ক্রমশঃ সেই সকল জিনিস্ সংগ্রহ করে ভাণ্ডার ও উদর পুরে ফেল্লেন, বাবু স্বয়ং পছন্দ করে (আপন চক্ষে সুবর্ণ বর্ষে) একটি রাঁড়ও রাখ্‌লেন।

বেশ্যাবাজীটি আজ কাল এ সহরে বাহাদুরীর কাজ ও বড় মানুষের এলবাত পোসাখের মধ্যে গণ্য, অনেক বড় মানুষ

বহু কাল হলো মরে গ্যাচেন কিন্তু তাঁদের রাঁড়ের বাড়ি গুলি আজও মনিমেন্টের মত তাঁদের স্মরণার্থ রয়েচে—সেই তেতলা কি দোতলা বাড়িটি ভিন্ন তাঁদের জীবনে আর য়্যামন কিছু কাজ হয় নি যা দ্যেখে সাধারণে তাঁরে স্মরণ করে। কল্‌কেতার অনেক প্রকৃত হিন্দু দলপতি ও রাজা রাজড়ারা রাত্তিরে নিজ বিবাহিত স্ত্রীর মুখ দ্যাখেন না, বাড়ির প্রধান আম্‌লা দাওয়ান মুচ্ছুদ্দিরা যেমন হজুরদের হয়ে বিষয় কর্ম্ম দেখেন,—স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তাঁদের উপর আইন মত অর্সায়, সুতরাং তাঁরা ছাড়্‌বেন কেন।—এই ভয়ে কোন কোন বুদ্ধিমান্‌, স্ত্রীকে বাড়ির ভিতরের ঘরে পুরে চাবী বন্ধ করে বাইরের বৈঠকখানায় সারা রাত্রি রাঁড় নিয়ে আমোদ করেন, তোপ্‌ পড়ে গ্যালে ফরসা হবার পূর্ব্বে গাড়ি বা পাল্‌কী করে বিবি সাহেব বিদায় হন—বাবু বাড়ির ভিতরে গিয়া শয়ন করেন—স্ত্রীও চাবী হতে পরিত্রাণ পান। ছোকরা গোছের কোন কোন বাবুরা বাপ্‌ মার ভয়ে আপনার শোবার ঘরে এক জন চাকোর বা বেয়্যারাকে শুতে বলে আপনি বেরিয়ে যান, চাকোর দরজায় খিল দিয়ে ঘরের ম্যেজ্যেয় শুয়ে থাকে, স্ত্রী তুলসী পাতা ব্যবহার করে খাটে শুয়ে থাকেন, মধ্য রাত্তিরে ক্যেটে গ্যেলে বাবু আমোদ লুটে ফ্যেরেন ও বাড়িতে এসে চুপি চুপি শোবার ঘরের দরজায় ঘা মারেন, চাকর উঠে দরজা খুলে দিয়ে বাইরে যায়, বাবু শয়ন করেন—বাড়ির কেউই টের পায় না যে বাবু রাত্তিরে ঘরে থাকেন না। পাঠকগণ! যারা ছেলে ব্যালা থেকে "ধর্ম্ম যে কার নাম তা শুনে নি, হিতাহিত বিবেচনার সঙ্গে যাদের সুদূর সম্পর্ক কতক গুলি হতভাগা মোসাহেবই যাদের হাল্‌; তারা যে এই রকম পশুবৎ কদাচারে রত থাকবে

এ বড় আশ্চর্য্য নয়। কল্‌কেতা সহর এই মহাপুরুষদের জন্য বেঁশ্যাসহর হয়ে পড়েচে, এমন পাড়া নাই যেথায় অন্তত দশ ঘর বেশ্যা নাই, হেথায় প্রতি বৎসর বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্চে বই কম্‌চে না। এমন কি এক জন বড় মানুষের বাড়ির পাশে একটি গৃহস্থের সুন্দরী বউ কি মেয়ে নিয়ে বাস করবার যো নাই, তা হলে দশ দিনেই সেই সুন্দরী টাকা ও সুখের লোভে কুলে জলাঞ্জলি দেবে—যত দিন সুন্দরী বাবুর মনস্কামনা পূর্ণ না কর্ব্বে তত দিন দেখ্‌তে পাবেন বাবু অষ্ট প্রহর বাড়ির ছাদের উপর কি বারাণ্ডাতেই আছেন, কখন হাঁস্‌চেন, কখন টাকার তোড়া নিয়ে ইসারা করে দ্যাখাচ্চেন, এ ভিন্ন মোসাহেবদেরও নিস্তার নাই, তাঁরা যত দিন তাঁরে বাবুর কাছে না আন্‌তে পার্ব্বেন, তত দিন মহাদায়গ্রস্ত হয়ে থাক্‌তে হবে, হয় ত সেকালের নবাবদের মত "জান বাচ্ছা এক গাড" হবার হুকুম হয়েচে। ক্রমে বলে কৌশলে সেই সাধ্বী স্ত্রী বা কুমারীর ধর্ম্ম নষ্ট করে শেষে তাড়িয়ে দেওয়া হবে—তখন বাজারে কশব করাই তার অনন্য গতি হয়ে পড়ে। শুধু এই নয়; সহরের বড় মানুষরা অনেকে এমনি লম্পট যে, স্ত্রী ও রক্ষিত মেয়ে মানুষ ভোগেও সন্তুষ্ট নন, তাতেও সেই নরাধম রাক্ষসদের কাম ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না—শেষে ভগ্নি ভাগ্নি—বউ ও বাড়ির যুবতী মাত্রেই তাঁর ভোগে লাগে—এতে কত সতী আত্মহত্যা করে বিষ খেয়ে এই মহাপাপীদের হাত এড়িয়েচে। আমরা বেস্‌ জানি অনেক বড় মানুষের বাড়ি মাসে একটি করে ভ্রূণহত্যা হয় ও রক্তকম্বলের শিকড়, চিতের ডাল ও করবীর ছালের, হুন তেলের মত উঠ্‌নো বরাদ্দো আছে। যেখানে হিন্দুধর্ম্মের অধিক ভড়ং, যেখানে দলাদলির অধিক ঘোঁট ও ভদ্র লোকের

অধিক কুৎসা, প্রায় সেখানেই ভেতর বাগে উদোম এলো কিন্তু বাইরে পাদে গেরো!

হায়! যাদের জন্ম গ্রহণে বঙ্গভূমিব ছুরবস্থা দূব হবাব প্রত্যাশা কবা যায়, যাবা প্রভূত ধনেব অধিপতি হয়ে স্বজাতিসমাজ ও বঙ্গভূমিব মঙ্গলেব জন্য কায়মনে যত্ন নেবে, না। সেই মহাপুরুষবাই সমস্ত ভযানক দোষ ও মহাপাপেব আকর হয়ে বসে রইলেন, এব বাড়া আর আক্ষেপেব বিষয় কি আছে। আজ এক শ বৎসব অতীত হলো, ইংবেজব্যা এ দেশে এসেচেন, কিন্তু আমাদেব অবস্থাব কি পবিবর্ত্তন হয়েচে? সেই নবাবী আমলেব বড মানুষী কেতা সেই পাকানো কাচা সেই কোচান চাদব, লপেটা জুতো ও বাবরী চুল আজও দ্যাখা যাচ্চে, ববং গৃহস্থ মধ্যস্থ লোকেব মধ্যে পরিবর্ত্তন দ্যাখা যায়, কিন্তু আমাদের হজুবেরা য্যামন তেমনিই রযেচেন! আমাদেব ভবসা ছিলো কেউ হঠাৎ বড় মানুষ হলে বিফাইগু গোছেব বড় মানুষীব নজীব হবে কিন্তু পদ্মলোচনের দৃষ্টান্তে আমাদেব সে আশা সমূল নির্ম্মূল হযে গ্যালো—পদ্মলোচন আবাব ককিন চোবেব ব্যাটা ম্যাকমাবা হযে পড়লেন; কফিন চোব, মবা লোকেব কাপড চোপড় চুরি কত্তো মাত্র কিন্তু তাব উত্তবাধিকারী মরা লোকেব কাপড় চোপড চুবি করে শেষে———বাঁড় রেখে অবধি পদ্মলোচন স্ত্রীর সহবাস পবিত্যাগ কল্লেন, স্ত্রী চবে খেতে লাগলেন, পূর্ব্ব সহবাস বা তাঁব হাত যশে পদ্মলোচনেব গুটি চার ছেলে হয়েছিলো; ক্রমে জ্যেষ্ঠটি বড হয়ে উঠলো সুতবাং তাঁব বিবাহে বিলক্ষণ ধুম্ ধাম হবাব পবামর্শ হতে লাগলো।

ক্রমে বড বাবুর বিয়েব উজ্জুগ হতে লাগলো, ঘটক ও ঘটকীবা বাড়ি বাড়ি মেয়ে দ্যেখতে ব্যাডাতে লাগলেন—

"কুলীনের মেয়ে, দেখ্‌তে পরমা সুন্দরী হবে, দশ টাকা যোত্তর থাক্‌বে" এমনটি শীগ্‌গির যুটে ওটা সোজা কথা নয়; শেষে অনেক বাছা গোছা ও দ্যাখা শোনার পর সহরের আগ্‌ড়োম ভেঁাম সিঙ্গির লেনের আত্মারাম মিত্তিরের পৌত্তুরীরই ফুল ফুট্‌লো। আত্মারাম বাবু খাস হিঁদু কাম্পেনীর কর্ম্মে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় করেছিলেন, আত্মারাম বাবুর সংসারও রাবণের সংসার বল্লে হয়, সাত সাতটি রোজগেরে ব্যাটা, পরীর মত পাঁচ মেয়ে আর গড়ে গুটি চাল্লিশ পৌত্তুর পৌত্তুরী, এসওয়ায় ভাগ্‌নে জামাই কুটুম্ব সাক্ষাৎ বাড়িতে গিজিগিজ করে—সুতরাং সর্ব্বগুণাক্রান্ত আত্মারাম পদ্মলোচনের বেয়াই হবার উপযুক্ত স্থির হলেন:, শুভ লগ্নে মহা আড়ম্বর করে লগ্নপত্রে বিবাহের স্থির হলো, দলস্থ সমুদায় ব্রাহ্মণরা মর্য্যাদা মত পত্রের বিদেয় প্যেলেন, বাজভাট ও ঘটকেরা ধন্যবাদ দিতে চল্লো, বিয়ের ভারী ধুম! সহরে হুজুক উঠ্‌লো পদ্মলোচন বাবুর ছেলের বিয়েয় পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ—গোপাল মল্লিক, ছেলের বিয়েতে খরচ করেছিলেন বটে, কিন্তু অ্যাতো নয়।

দিন আস্‌চে; দেখ্‌তে দেখ্‌তেই এসে পড়ে, ক্রমে বিবাহের দিন ঘুনিয়ে এলো—ক্রিয়ে বাড়িতে নহবত বসে গ্যালো, অধ্যক্ষ ভট্টাচার্য্য ও দলস্থদের ঘোঁঠ বাদান সুরু হলো—ত্রিশ হাজার জোড়া শাল, সোণার লোহা ও ঢাকাই সাড়িওয়ালা দু লক্ষ সামাজিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদলে বিতরণ হলো, বড় মানুষদের বাড়িতেও শাল ও সোণাওয়ালা লোহা, ঢাকাই কাপড়, গ্যাঁদ্‌ড়া কদ্দক্, গোলাব ও আতর এক এক জোড়া শাল, সওগাত পাঠান হলো; কেউ কেউ আদর করে গ্রহণ কল্লেন, কেউ কেউ বলে পাঠালেন যে আমরা ঢুলী বা বাজ-

ন্দরে নই যে শাল নেবো! কিন্তু পদ্মলোচন হঠাৎ অবতার হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের মত আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন সুতরাং সে কথা গ্রাহ্য কল্লেন না। পারিষদ, মোসাহেব ও বিবাহের অধ্যক্ষেরা বলে উঠলেন—ব্যাটার অদৃষ্টে নাই।

এ দিকে বিয়েব বাই নাচ আরম্ভ হলো, কোথাও রুপোর বালা লাল কাপড়ের তকমা ও উর্দ্দী পরা চাকরেবা ঘুরে ব্যাড়াচ্চে, কোথাও অধ্যক্ষবা গড়ের বাজনা আনবার পরামর্শ কচ্চেন—কোথাও ববের সজ্জা তইরিব জন্য দর্জীবা এক মনে কাজ কচ্চে—চাব দিকেই হৈ হৈ ও বৈ বৈ শব্দ—বাবুর দেওয়া শালে সহবেব রাস্তার অর্দ্ধেক লোকেই লালে লাল হয়ে গ্যালো, ঢুলী ও বাজন্দবেবা তো অনেকেব বিয়েতেই পুরাণ শাল পেয়ে থাকে কিন্তু পদ্মলোচনের ছেলের বিয়েয় ভদ্দর লোকও শাল পেয়ে লাল হয়ে গ্যালেন।

১২ ই পৌষ শনিবার বিবাহের লগ্ন স্থির হয়েছিলো, আজ ১২ই পৌষ; আজ বিবাহ। আমবা পূর্ব্বেই বলেচি যে সহরে টি টি হয়ে গিয়েছিল যে "পদ্মলোচনের ছেলের বিয়েয় পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ, সুতরাং বিবাহের দিন বৈকাল হতে রাস্তায় ভয়ানক লোকারণ্য হতে লাগলো, পাহারাওয়ালারা অতি কষ্টে গাড়ি ঘোড়া চলবাব পথ করে দিতে লাগলো। ক্রমে সন্ধ্যার সময় বর বেরুলো—প্রথমে কাগজের ও অব্বরের হাত ঝাড় পাঁপ্তা ওসিঁড়ি ঝাড়, রাস্তার দু পাশে চল্লো, ঐ রেশালার আগে আগে দুটি চলতী নবত ছিল, তার পেছনে গেট—দালান ও কাগজের পাহাড়—পাহাড়ের ওপোর হর পার্ব্বতী, নন্দী, ষাঁড়, ভৃঙ্গী, সাপ ও নানা বকম গাছ—তার পেছনে ঘোড়া পঁছ্খী, হাতীপঁছ্খী ও উঠপঁছ্খী ও ময়ূব পঁঙখী গুলির ওপোরে বারোজন করে দাঁড়ি, মেয়ে ও পুরুষ

সওদাগর সাজা, ও ছুটি করে ঢোল। তার আসে পাশে তক্তানামার ওপোর "মগের নাচ" "ফিরীঙ্গীর নাচ" প্রভৃতি নানা প্রকার সাজা সং। তার পশ্চাৎ এক শ ঢোল, চল্লিশটি জগঝম্প ও ওটি ঝাইটেক্ ঢাক্ মায় রোষোনচৌকী—শানাই ভোড়ং ও ভেঁপু—তার কিছু অন্তরে এক দল নিম-খাসা রকমের চুনোগলির ইংবাজি বাজনা। মধ্যে বাবুর মোসাহেব, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পারিষদ, আত্মীয় ও কুটুম্বরা। সকলেরই এক রকম শাল, মাথায় রুমাল জড়ান, হাতে এক এক গাছি ইষ্টিক; হঠাৎ বোধ হয় যেন এক কোম্পানি ডিজার্মড সেপাই। এই দলের দুই ধারে লাল বনাতের খাস গেলাপ, ও রুপোর ডাণ্ডিতে রেসমের নিসেন ধরা তকমা পরা মুটে ও ক্ষুদে ক্ষুদে ছোঁড়ারা, মধ্যে খোদ বরকর্ত্তা, গুরু, পুরোহিত, বাছালো বাছালো ভুঁড়ে ভুঁড়ে ভট্‌চাযি ও আত্মীয় অন্তরঙ্গরা, এর পেছনে রাঙ্গা মুখো ইংরিজী বাজনা, সাজা সায়েব তুরুক সওযার, বরের ইয়ার বক্স, খাস দরও-য়ানরা, হেড খান্‌সামা ও রুপোর সুখাসন খানীর চার দিকে মায় বাতি বেললণ্ঠন টাঙ্গান, সামনে রুপোর দশ ডেলে বসান ঝাড, দুই পাশে চামর ধরা দুটো ছোঁড়া, শেষে বরের তোরঙ্গ, প্যাটরা বাড়ির পরামাণিক, সোণার দানা গলায় বুড়ি বুড়ি গুটি কত দাসী ও বাজে লোক, তার পেছনে বর্‌যাত্রীর গাড়ির সার—প্রায় সকল গুলির উপর এক এক চাকর ডবল বাতি দেওয়া হাত লণ্ঠন ধরে বসে যাচ্চে।

ব্যাণ্ড, ঢাক, ঢোল ও নাগরার শব্দে লোকের রঙ্গা ও অধ্যক্ষদের মিছিলের চীৎকারে কল্‌কেতা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো, অপর পাড়ার লোকেরা তাড়াতাড়ি ছাতে উঠে মনে কল্লে ওদিকে ভয়ানক আগুন ল্যেগে থাকবে, রাস্তার দুধারের বাড়ির

জানালা ও বারাণ্ডা লোকে পুরে গ্যাল, বেশ্যারা "আহা.দিব্বি ছেলেটি যেন চাঁদ।" বলে প্রশংসা কত্তে লাগ্‌লো, হুতোম-প্যাঁচা অন্তরীক্ষ থেকে নক্‌সা নিতে লাগ্‌লেন—ক্রমে বর, কনেবাড়ি পৌঁছিল। কন্যাকর্ত্তারা আদর ও সম্ভাষণ করে বর যাত্তোরদের অভ্যর্থনা কল্লেন—পাড়ার মৌতাতি বুড়ো ও বওআটে ছোঁড়ারা গ্রামভাঁটির জন্য বরকর্ত্তাকে ঘিরে দাঁড়ালো—বর, সভায় গিয়ে বসলেন, ভাটেরা ছড়া পড়্‌তে লাগ্‌লো, মেয়েরা বারাণ্ডা থেকে উকী মাত্তে লাগ্‌লো, ঘটকরা মিত্তির বাবু ও দত্ত বাবুর কুলজী আউড়ে দিলে; মিত্তির বাবু কুলীন সুতরাং বল্লালী রেজেষ্টরীতে তাঁর বংশাবলি রেজেষ্টরী হয়ে আছে, কেবল দত্ত বাবুর বংশাবলিটি বানিয়ে নিতে হয়।

ক্রমে বরযাত্র ও কন্যাযাত্রেরা সাপ্টা জলপান করে বিদেয় হলেন, বর স্ত্রী আচারের জন্য বাড়ির ভিতর গেলেন, ছাঁদনা তলায় চারটি কলা গাছের মধ্যে আলপনা দিয়ে একটি পীড়ে রাখা হয়েছিল, বর চোরের মত হয়ে সেই খানে দাঁড়ালেন, মেয়েরা দাড়া গুয়া পান, বরণডালা, মঙ্গলের ভাঁড়ওয়ালা কুলো ও পিদ্দিম দিয়ে বরণ কল্লেন, শাঁক বাজানো ও উলু উলুর চোটে বাড়ি সরগরম হয়ে উঠ্‌লো, ক্রমে মায় শাশুড়ী এযোরা সাত বার বরকে প্রদক্ষিণ কল্যেন—শাশুড়ী বরের হাতে মাকু দিয়ে বল্লেন "হাতে দিলাম মাকু একবার ভ্যা কর ত বাপ্‌" বর কলেজ বয় আড়চকে এযোদের পানে তাকাচ্ছিলেন ও মনে মনে লক্কা ভাগ কচ্ছিলেন সুতরাং "মনে মনে কল্লেম" বল্লেন—অমনি সালাজরা কাণ মলে দিলে, সালীরা, গালে ঠোনা মাল্লে; শেষে গুড় চাল তুক তাক্‌ ও অশুদ বিষুদ ফুরুলে, উচ্চুগ্‌গু কর্‌বার জন্য কনেকে দালানে

নিয়ে যাওয়া হলো, শাস্ত্রমত মন্ত্র পড়ে কনে উচ্ছুগ্ গু হলেন, পুরুত ও ভট্টাচার্য্যরা সন্দেশের সরা নিয়ে সল্লেন, বরকে বাসরে নে যাওয়া হলো। বাসরটিতে আমোদের চূড়ান্ত হয়। আমরা তো অ্যাতো বুড়ো হয়েচি তবু এখনও বাসরের আমোদটি মনে পড়লে মুখ দে লাল পড়ে ও আবার বিয়ে কত্তে ইচ্ছে হয়।

ক্রমে বাসরের আমোদের সঙ্গেই কুমুদনাথ অস্ত গেলেন, কমলিনীর হৃদয়রঞ্জন প্রকৃত তেজীয়ান হয়েও যেন তাঁর মান ভঞ্জনের জন্যই কোমল ভাব ধারণ করে উদয় হলেন, কমলিনী কামাতুর নাথের তাদৃশ দুর্দ্দশা দেখেই যেন সরোবরের মধ্যে হাসতে লাগলেন, পাখিরা "ছি ছি কামোন্মত্তদের কিছু মাত্র বাহ্য জ্ঞান থাকে না" বলে চেচিয়ে উঠলো, বায়ু মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাঁসতে লাগলেন—দেখে ক্রোধে সূর্য্যদেব নিজ মূর্ত্তি ধারণ কল্লেন ; তাই দেখে পাখিরা ভয়ে দূরদূরন্তরে পালিয়ে গ্যাল—বিয়ে বাড়ি বাসি বিয়ের উজ্জুগ হতে লাগ্‌লো, হলুদ ও তেল মাখিয়ে বরকে কলাতলায় কনের সঙ্গে নাওয়ান হলো, বরণডালায় বরণ ও কতক কতক তুক্ তাকের পর বর কনের গাটছঁড়া কিছু ক্ষণের পর খুলে দেওয়া হয়।

এদিকে ক্রমে বরযাত্র ও বরের আত্মীয় কুটুম্বরা জুটতে লাগলেন, বৈকালে পুনরায় সেই রকম মহাসমারোহে বর কনেকে বাড়ি নে যাওয়া হলো, বরের মা বর কনেকে বরণ করে ঘরে নিলেন, এক কড়া দুদ দরজার কাছে আগুনের ওপোর বসান ছিলো কোনেকে সেই দুদের কড়াটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো "মা! কি দেখ্‌চো ? বল যে আমার সংসার উত্‌লে পড়্‌চে দেখ্‌ছি" কনেও মনে মনে তাই বল্লেন। এ সওয়ায় পাঁচ গিন্নিতে নানা রকম তুক্ তাক্

কল্লে পর ববকনে জিরুতে পেলেন, বিয়ে বাড়ির কথঞ্চিৎ গোল চুকলো—ঢুলীরা ধোনো মদ খেযে আমোদ কত্তে লাগ্‌লো অধ্যক্ষবা প্রলয় হিন্দু সুতবাং একটা একটা আগা-তোলা দুর্গোমণ্ডা ও অ্যাক ঘটি গঙ্গাজল খেয়ে বিছানায় আড হলেন—বরকোনে আলাদা আলাদা শুলেন—আজ একত্রে শুতে নাই, বে বাড়িব বড়গিন্নীর মতে আজকের রাত—কাল রাত্তির।

শীত কালেব রাত্তিব শিগ্‌গীর যায় না, অ্যাক ঘুম, দুঘুম, আবার প্রস্রাব কবে শুলেও বিলক্ষণ অ্যাক ঘুম হয়; ক্রমে গুড়ুম কবে তোপ পড়ে গ্যালো—প্রাতস্নানে মেয়ে শুলো বক্‌তে বক্‌তে রাস্তা মাথায় কবে যাচ্চে—বুড়ো বুড়ো ভট্‌-চায্যিরা স্নান করে "মহিম্ন পারস্তে" মহিম্ন স্তব আওড়াতে আওড়াতে চলেচেন। এ দিকে পদ্মলোচন বাঁড়ের বাড়ি হতে বাড়ি এলেন, আজ তাঁর নানা কাজ! পদ্মলোচন প্রত্যহ সাত আটাব সময় বেশ্যালয় থেকে উঠে আসেন, কিন্তু আজ কিছু সকালে আসতে হয়েছিল—সহরের অনেক প্রকত হিন্দু বুড়ো বুড়ো দলপতিব অ্যাক অ্যাকটি রাঁড আছে এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলেচি, এদেব মধ্যে কেউ কেউ রাত্তিব দশটাব পর শ্রীমন্দিবে যান, অ্যাকেবারে সকাল ব্যালা প্রাতস্নান করে টিপ তেলক ও ছাপা ক্যেটে, গীতগোবিন্দ ও তসব পরে, হরিনাম কত্তে কত্তে বাড়ি ফেরেন্—হঠাৎ লোকে মনে কত্তে পারে শ্রীযুক্ত গঙ্গাস্নান করে এলেন, কেউ কেউ বাড়িতেই প্রিয়-তমাকে আনান, সমস্ত রাত্তির অতি বাহিত হলে ভোরের সময় বিদেয় দিয়ে স্নান করে পুজো কত্তে বসেন—যেন রাত্তিরের তিনি নন—পদ্মলোচনও সেই চাল ধরে ছিলেন।

ক্রমে আত্মীয় কুটুম্বেরাও এসে জমলেন—মোসাহেবরা

"হুজুর। কলকেতায় অ্যমন বিয়ে হয় নি হবে না" বলে বাবুর ল্যাজ ফোলাতে ল্যাগলেন; ক্রমে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ফুলশয্যার তত্ত্ব এলো, পদ্মলোচন মহাসমাদরে কনের বাড়ির চাকর চাকরানীদের অভ্যর্থনা কল্লেন, প্রত্যেককে একটি করে টাকা ও এক খানি করে কাপড় বিদেয় দিলেন। দলস্থ ও আত্মীয়রা কিছু কিছু করে অংশ পেলেন, ঢাকী ঢুলী ও রোশনাইয়ের লোকেরা বকসিস পেয়েবিদেয় হলো, কোন কোন বাড়ির গিন্নিরা সামিগ্রী পেয়ে হাঁড়ি পুরে পুরে শিকেয় টাঙ্গিয়ে রাখলেন, অধিক অংশ পচে গ্যাল—কতক রোবালে ও ইঁদুরে খেয়ে গ্যাল, তবু পেট ভরে খাওয়া কি কারেও বুক বেঁধে দিতে পাল্লেন না—বড় মানুষদের বাড়ির গিন্নীরা প্রায়ই এই রকম হয়ে থাকেন, ঘরে জিনিস পচে গেলেও লোককে হাতে তুলে দিতে মায়া হয়; শেষে পচে গেলে মহারাণীর খানায় ফ্যেলে দেওয়া হবে সেও ভাল। কোন কোন বাবুরো এ স্বভাবটি আছে—সহরের এক বড় মানুষের বাড়িতে পূজার সময় নবমীর দিন গুটি ষাইটেক্ পাঁঠা বলিদান হয়ে থাকে, পূর্ব্বে পরম্পরায় সে গুলি সেই দিনেই দলস্থ ও আত্মীয়দের বাড়ি বিতরিত হয়ে আস্‌চে, কিন্তু আজ কাল সেই পাঁঠা গুলি নবমীর দিন বলিদান হলেই গুদোমজাত হয়; পূজোর গোল চুকে গেলে পূর্ণিমার পর সেই গুলি—বাড়ি বাড়ি বিতরণ হয়ে থাকে, সুতরাং ছয় সাত দিনের মরা পচা পাঁঠা ক্যামন উপাদেয়, তা পাঠক। আপনিই বিবেচনা করুন। শেষে গ্রহীতাদের সেই পাঁঠা বিদেয় কত্তে ঘর হতে পয়সা বাইর কত্তে হয়। আমরা যে পূর্ব্বে আপনাদের কাচে সহরের সর্দ্দার মূর্খের গল্প করেচি ইনিই তিনি!

এ দিক ক্রমে বিবাহের গোল চুকে গ্যাল, পদ্মলোচন

বিষয় কর্ম্ম কত্তে লাগলেন। তিনি নিত্য নৈমিত্তিক দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারো মাসে ত্যেরো পার্ব্বন কাঁক দিতেন না; ঘেঁটু পুজোতেও চিনির নৈবিদ্দি ও শকের যাত্রা বরাদ্দো ছিলো ও আপনার বাড়িতে যে রকম ধুম করে পুজো আচ্ছা কত্তেন, রক্ষিত মেয়ে মানুষ ও অনুগত দশ বারো জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদেরো তেমনি ধুমে পুজো করাতেন। নিজের ছেলের বিবাহের সময় তিনি আগে চল্লিশ জন আইবুড়ো বংশজের বিবাহ দিয়ে দ্যান। ইংরিজী লেখাপড়ার প্রাদুর্ভাবে, রামমোহন রায়ের জন্ম গ্রহণে ও সত্যের জ্যোতিতে হিন্দু ধর্ম্মের যে কিছু দুরবস্থা দাঁড়িয়ে ছিলো, তিনি কায়মনে পুনরায় তার অপনয়নে কৃতসংকল্প হলেন। কিন্তু তিনি, কি তাঁর ছেলেরা দেশের ভালোর জন্য অ্যাক দিনও উদ্যত হন নি—শুভ কর্ম্মে দান দেওয়া দূরে থাকুক, সে বৎসরের উত্তর পশ্চিমের ভয়ানক দুর্ভিক্ষেও কিছু মাত্র সাহায্য করেন নি, বরং দেশের ভালো করবার জন্য কেউ কোন প্রস্তাব নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হলে তারে ক্রিশ্চান ও নাস্তিক বলে তাড়িয়ে দিতেন—এক শ বেলেল্লা বামুন ও দুই শ মোসাহেব তাঁর অন্নে প্রতিপালিত হতো—তাতেই পদ্মলোচনের বংশ মহান্ পবিত্র বলে সহরে বিখ্যাত হয়। লেখাপড়া শেখা বা তার উৎসাহ দেওয়া পদ্ধতি পদ্মলোচনের বংশে ছিল না, শুদ্ধ নামটা সই কত্তে পাল্লেই বিষয় রক্ষা হবে, এই তাঁদের বংশপরম্পরার স্থির সংস্কার ছিল। সরস্বতী ও সাহিত্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে ঐ বংশের সম্পর্ক রাখতেন না। উনবিংশতি শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্মের জন্য সহরে কোন বড়মানুষ তাঁর মত পরিশ্রম স্বীকার করেন নাই। যে রকম কাল পড়েছে, তাতে আর কেউ যে তাদৃক যত্নবান্ হন, তারো সম্ভাবনা নাই।

তিনি॰যামন হিন্দু ধর্ম্মের বাহ্যিক গোঁড়া ছিলেন, অন্যান্য সৎকর্ম্মেও তাঁর তেমনি বিদ্বেষ ছিল ; বিধবাবিবাহের নাম শুন্‌লে তিনি কাণে হাত দিতেন—ইংরাজী পড়্‌লে পাছে খানা খেয়ে ক্রুশ্চান হযে যায়, এই ভযে তিনি ছেলেগুলিকে ইংবাজি পড়ান নি—অথচ বিদ্দেসাগরের উপোর ভয়ানক বিদ্বেষ নিবন্ধন সংস্কৃত পডানও হযে ওঠে নাই—বিশেষত শূদ্রের সংস্কৃততে অধিকাব নাই এটীও তাঁর জানা ছিলো, সুতবাং পদ্মলোচনেব ছেলেগুলীও " বাপ্‌কা বেটা সেপাইকা ঘোড়া " ব দলেই পড়ে।

কিছু দিন এই বকম অদৃষ্টচব লীলা প্রকাশ কবে আশী বৎসব বয়সে পদ্মলোচন দেহ পবিত্যাগ কল্লেন—মৃত্যুব দশ দিন পূর্ব্বে এক দিন হঠাৎ অবতাবের সর্ব্বাঙ্গ বেদনা করে। সেই বেদনাই ক্রমে বলবতী হযে তাঁবে শয্যাগত কল্লে—তিনি প্রকত হিন্দু, সুতবাং ডাক্তাবী চিকিৎসায় ভাবী দ্বেষ কত্তেন, বিশেষত তাঁর ছোলেব্যালা পর্য্যন্ত সংস্কাব ছিল, ডাব্তরী অষুধ মাত্রেই মদ মেশান, সুতবাং বিখ্যাত বিখ্যাত কবিবাজ মশাইদের দ্বারা নানা প্রকাব চিকিৎসা কবান হয় কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, শেষে আত্মীয়রা কবিবাজ মশাইদেব সঙ্গে পবামর্শ কবে শ্রীশ্রী ৺ ভাগীবথী তটস্থ কল্লেন ; সেখানে তিন রাত্তিব বাস করে মহাসমাবোহে প্রায়শ্চিত্তেব পব সজ্ঞানে রাম ও হরিনাম জপ কত্তে কত্তে প্রাণত্যাগ কবেন।

পাঠক !, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদেব সঙ্গে বহু দূব এসেছেন। যে পদ্মলোচন আপনাদেব সম্মুখে জন্মালেন আবার মলেন, তাঁর শুদ্ধ নিজের চরিত্র আপনারা অবগত হলেন অ্যামন নয়, সহরের বড়মানুষদেব মধ্যে অনেকেই পদ্মলোচনের জুড়িদার, কেউ কেউ দাদা হতেও সবেস ! যে

দেশের বড় লোকের চরিত্র এই রকম ভয়ানক, এই রকম বিষময়, সে দেশের উন্নতির প্রার্থনা করা নিরর্থক। যাঁদের হতে উন্নতি হবে, তাঁরা আজও পশু হতেও অপকৃষ্ট ব্যবহারের সর্ব্বদাই পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাঁরা ইচ্ছা করে আপনা আপনি বিষময় পথের পথিক হন, তাঁরা যে সকল দুষ্কর্ম্ম করেন, তার যথারূপ শাস্তি নরকেও দুষ্প্রাপ্য।

জন্মভূমি-হিতচিকীর্ষুরা আগে এই সকল মহাপুরুষদের চরিত্র সংশোধন কর্‌বার যত্ন পান, তখন দেশের অবস্থায় দৃষ্টি করবেন, নতুবা বঙ্গদেশের যা কিছু উন্নতি প্রার্থনায় যত্ন নেবেন, সকলি নিরর্থক হবে।

আলালের ঘরের দুলাল লেখক—বাবু টেকচাঁদ ঠাকুর বলেন "সহরের মাতাল বহুরূপী" কিন্তু আমরা বলি, সহরের বড় মানুষরা নানারূপী—অ্যাক অ্যাক বাবু অ্যাক্ অ্যাক্ তরো, আমরা চড়কের নক্‌শায় সে গুলির প্রায়ই গড়ে বর্ণন করেছি, এখন ক্রমশ তারি সবিস্তার বর্ণন করা যাবে—তারি প্রথম উঁচুদল খাস হিন্দু, এই হঠাৎ অবতারের নক্‌শাতেই আপনারা সেই উঁচুকেতার খাস হিন্দু দলের চরিত্র জানতে পার্ব্বেন—এই মহাপুরুষেরাই রিফরমেসনের প্রবল প্রতিবাদী, বঙ্গসুখ-সৌভাগ্যের প্রলয় কণ্টক ও সমাজের কীট।

হঠাৎ অবতারের প্রস্তাবে পাঠকদের নিকট আমরাও কথঞ্চিৎ আত্ম পরিচয় দিয়ে নিয়েছি, আমরা ক্রমে আরো যত ঘনিষ্ঠ হবো, ততই রং ও নক্‌সার মাঝে মাঝে সং সেজে আস্‌বো—আপনারা যত পারেন, হাততালি দেবেন ও হাঁসবেন।

মাহেশের স্নানযাত্রা।

গুরুদাস গুঁই, সেক্লড কোম্পানির বাড়ির মেট মিস্তিরি। তিরিশ টাকা মাইনে, এ সওয়ায় দশ টাকা উপরি রোজগারো আছে—গুরুদাসের চাঁপাতলাঞ্চলে একটী খোলার বাড়ি ছিল পরিবারের মধ্যে এক বুড়ো মা বালিকা স্ত্রী ও বিধবা পিসি মাত্র।

গুরুদাস বড় সাখরচে লোক, যা দশ টাকা রোজগার করেন, সকলই খরচ হয়ে যায়, এমন কি, কখন কখন মাস কাবারের পূর্ব্বে গয়না খানা ও জিনিসটে পত্তরটাও বাঁদা পড়ে; বিশেষত শ্রাবণ মাসে ইলিস মাছ ওটবার পূর্ব্বে ঢ্যালা ফ্যালা পার্ব্বণে গুরুদাসের দু মাসের মাইনেই খরচ হয—ভাদ্দর মাসের আরন্দটি বড় ধুমে গ্যাচে, আর পিটে পার্ব্বণেও দশ টাকা খরচ হযে ছিল—ক্রমে স্নানযাত্রা এসে পড়লো স্নানযাত্রাটি পরবের টেক্কা, তাতে আমোদের চূড়ান্ত হয়ে থাকে সুতরাং স্নানযাত্রা উপলক্ষে গুরুদাস বড়ই ব্যাস্ত হয়ে পড়লেন। নাবা খাওয়ারও অবকাশ রইল না; ক্রমে আবো পাঁচ ইয়ার জুটে গ্যাল। স্নানযাত্রায় কি রকম আমোদ হবে, তারি তদ্বির ও পরামর্শ হতে লাগলো, কেবল দুঃখের বিষয়—চাঁপাতলার হলধর বাগ—মতিলাল বিশ্বেস ও হারাধন দাস, গুরুদাসের বুজুম্ ফ্রেণ্ড ছিলেন, কিন্তু কিছু দিন হলো হলধর একটা চুরী মামলায় গেরেপ্তার হয়ে দু বছরের জন্য জেলে গ্যেছেন, মতি বিশ্বেস মদ খেয়ে পাতকোর ভেতর পড়ে গিয়েছিল, তাতেই

তাঁর দুটি পা ভেঙ্গে গিয়েচে,আর হারাধন গোটা কতক টাকা বাজার দেনার জন্য ফবেশ ডাঙ্গায় সবে গ্যাছেন, সুতরাং এবারে তাঁদের বিরহে স্নান যাত্রাটা ফাঁক্ ফাঁক্ লাগলো, কিন্তু তা হলে কি হয—সম্বৎসরের আমোদটি বন্দ করা কোন ক্রমেই হতে পাবে না বলেই নিতান্ত গর্মিতে থেকেও গুরুদাসকে স্নানযাত্রায় যাবাব আয়োজন কত্তে হয়!

এ দিকে পাঁচ ইয়ারেব পরামর্শে সকল রকম জিনিষেব আয়োজন হতে লাগ্লো—গোপাল দৌড়ে গিযে এক খানি বজরা ভাড়া করে এলেন। নবীন আতুরী, আনিস, রম ও গাঁজার ভার নিলেন। ব্রজ ফ্লুরী ও বেগুন ভাজার বায়না দিয়ে এলেন—গোলাবিখিলীব দোনা, মোম বাতি ও মিটে-কড়া তামাক ও আর আর জিনিষ পত্র গুরুদাস স্বয়ং সংগ্রহ করে রাখ্লেন।

পূর্ব্বে স্নানযাত্রার বড় ধুম ছিল — বড বড বাবুরা পিনেস, কলেব জাহাজ, বোট ও বজরা ভাড়া করে মাহেশে যেতেন, গঙ্গায় বাচখ্যালা হতো, স্নানযাত্রার পর রাত্তির ধবে, খ্যামটা ও বাঁইযের হাট ল্যেগে য্যেতো। কিন্তু এখন আব সে আমোদ নাই—সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই—কেবল ছুতর, কাঁশারি, কামার ও গন্ধবেণে মশাইরাই যা বেখেচেন, মধ্যে মধ্যে দু চার ঢাকা অঞ্চলের জমিদারও স্নান-যাত্রার মান রেখে থাকেন, কোন ছোকরা গোছের নতুন বাবুরাও স্নানযাত্রায় আমোদ করেন বটে।

ক্রমে সে দিনটি দেখ্তে দেখ্তে গ্যালো, ভোর না হতে হতেই গুরুদাসেব ইয়ারবা সেজে গুজে তইরি হয়ে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলেন, গোপাল এক জোড় লাল রঙ্গের এষ্টকীং (মোজা) পায়ে দিয়ে ছিলেন, পেন্তলের বড় বড

বোদাম দেওয়া সবুজ রঙ্গের একটী ফতুই ও গুলদার ঢাকাই উড়ুনী তাঁর গায়ে ছিল, আর একটী বিলিতি পেতলের শিল আংটিও আঙ্গুলে পরে ছিলেন—কেবল তাড়াতাড়িতে জুতো জোড়াটি কিন্‌তে পারেন নাই বলেই শুদু পায়ে আসা হয়। নবীনের ফুলদার ঢাকাই খানি বহুকাল ধোপার বাড়ি যায় নি, তাতেই যা একটু ময়লা বোধ হচ্ছিলো, নতুবা তাঁর চার অঙ্গুল চ্যাটালো কালাপেড়ে ধোপদস্ত ধুতিখানি সেই দিন মাত্র পাটভাঙ্গা হয়ে ছিল—মেরজাইটিও বিলক্ষণ, ধোবো ছিল। ব্রজর সম্প্রতি ইয়ার্ডে কর্ম্ম হয়েচে বয়সও অল্প,সুতরাং আজো ভালো কাপড় চোপড় করে উঠতে পারেন নি, কেবল গত বৎসর পূজোর সময় তাঁর আই, ন সিকে দিয়ে যেধুতি চাদর কিনে দ্যায়, তাই পরে এসেছিলেন, সেগুলি আজো কোরা থাকায় তাঁরে দেখতে বড় মন্দ দেখায় নি। আরো তাঁর ধুতি চাদরের সেট নতুন বল্লেই হয—বলতে কি, তিনিতো বেসী দিন পরেন নি, কেবল পুজোর সময় সপ্তমি পূজোর এক দিন পরে গোকুল দাঁয়ের প্রতিমে দেখতে গিয়াছিলেন—ভাসান দেখতে যাবার সময় এক বার পরেন, আর হাটখোলার যে সেই ভারী বারোইয়ারী পুজো হয়, তাতেই এক বার পরে গোপালে উড়ের যাত্রা শুনতে গেছলেন—তা ছাড়া অমনি সিকের উপোর হাড়ির মধ্যে তোলাই ছিল।

ইয়ারেরা আসবা মাত্র গুড়দাস বিছেনা থেকে উঠে দাওয়ায় বসলেন। নবীন, গোপাল ও ব্রজও খুঁটি ঠ্যাসান দিয়ে উপু হয়ে বসলেন। গুরুদাসের মা চকমকী, শোলা, টিকে, ও তামাকের মেটে বাক্সটি বাই করে দিলেন। নবীন চকমকী ঠুকে টিকে ধরিয়ে তামাক সাজলেন। ব্রজ পাতকো তলা থেকে হুকোটি ফিরিয়ে এনে দিলেন সকলেরই এক এক বার

তামাক খাওয়া হলো। গুরুদাস তামাক খেয়ে হাত মুখ ধুতে গ্যালেন ; অ্যামন সময়ে ঝম্ ঝম্ করে অ্যাক পসলা ভারী বৃষ্টি এলো, উঠনের ব্যাংগুলো থপ্ থপ্ করে নাপাতে নাপাতে দাওয়ায় উঠতে লাগ্‌লো ; নবীন গোপাল ও ব্রজ তারি তামাসা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। নবীন, একটী শখের গাওনা জুড়ে দিলেন।

" শখের বেদেনী বলে কে ডাক্‌লে আমারে "

বর্ষাকালের বৃষ্টি মানুষের অবস্থার মত অস্থির। সর্ব্বদাই হচ্চে যাচ্চে তার ঠিকানা নাই—ক্রমে বৃষ্টি থেমে গ্যাল গুরুদাসও হাত মুখ ধুয়ে এসেই মারে খাবার দিতে বল্লেন, ঘরে অ্যামন তইরি খাবার কিছুই ছিল না, কেবল পান্তা ভাত আর তেঁতুল দিয়ে মাছ ছিল, তাঁর মা তাই চারখানি ম্যেটে খোরায় বেড়ে দিলেন, গুরুদাস ও তাঁর ইয়ারেরা তাই বহুমান করে খেলেন।

পূর্ব্বে স্থির হয়েছিল, রাত্তিরের জোয়ারেই যাওয়া হবে, কিন্তু স্নান যাত্রাটি যে রকম আমোদের পরব, তাতে রাত্তিরের জোয়ারে গ্যেলে স্নানযাত্রার দিন ব্যালা দু পুরের পর মাহেশ পৌঁছুতে হয়, সুতরাং দিনের জোয়ারে যাওয়াই স্থির হলো।

এ দিকে গির্জ্জের ঘড়িতে টুং টাং, টুং টাং করে দশটা বেজে গ্যাল, নবীন, ব্রজ, গোপাল ও গুরুদাস খেয়ে দেয়ে, পানতামাক খেয়ে, তোরঙ্গতুরঙ্গি নিয়ে, দুর্গা বলে যাত্রা করে বেরুলেন। তাঁর মা এক খানি পাখা ও দুটি ধামি কিনে আন্‌তে বল্লেন, তাঁর স্ত্রী পূর্ব্বের রাত্তিরে একটি চিত্তির করা হাঁড়ি ঘুনসি ও গুরিয়া পুতুল আন্‌তে বলেছিল, আর তাঁর বিধবা পিসির জন্য একটি খাজা কোয়াওলা ভাল কাঁঠাল, কলা কানাই বাঁশী ও কুলী বেগুণ আন্তে প্রতিশ্রুত হয়ে ছিলেন।

গুরুদাসের পোসাকটিও নিতান্ত মন্দ হয় নি, তিনি এক খানি সরেস গুলদার উড়ুনী গায় দিয়ে ছিলেন, উড়ুনীখানি চল্লিশ টাকার কম নয়—কেবল কাটের কুচো বাঁদবার দরুণ চার পাঁচ জায়গায় একটু একটু খোঁচা গেছলো—তাঁর গায়ে একটি লাল বিলিতি ঢাকা প্যাটনের পিরান তাব ওপর বুলু রঙ্গের একটি হাপ চায়নাকোট—তিনি " বেঁচে থাকুক বিদ্দেসাগর চিরজীবী হয়ে " পেড়ে এক শান্তিপুরে কবমোসে ধুতি পরেছিলেন, জুতো জোড়াটিতেও রূপোর বকলস দেওয়া ছিল।

ক্রমে গুরুদাস ও ইয়ারেরা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে পৌঁছিলেন, সেথায় কেদার, জগ, হরি ও নারাণ তাঁদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল, তখন সকলে একত্র হয়ে বজরায় উঠলেন মাজিরা সুঁটকী মাছ, লঙ্কা ও কড়ায়ের ডাল দিয়ে ভাত খেতে বসে ছিল, জোয়ারো আসে নাই, সুতরাং কিছু ক্ষণ নৌকা খুলে দেওয়া বন্দ রইলো।

কিন্তু পাঁচো ইয়ার নৌকোর ইঠেই আয়েস যুড়ে দিলেন গোপাল সন্তর্পনে জবাবির চৌপলের শোলার ছিপিটি খুলে ফেল্লেন, ব্রজ অ্যাক্ ছিলিম গাঁজা তইরি কত্তে বসলেন—আতুরী ও জবাবিরা চলতে সুরু হলো, ফুলুরি ও বেগুণ ভাজীরা সে কালের সতী স্ত্রীর মত আতুরীদের সহগমন কত্তে লাগলেন—মেজাজ গরম হয়ে উঠলো—এ দিকে নারাণ ও কেদার বাঁয়ার সঙ্গতে—

" হেঁসে খেলে নেওরে যাদু মনের সুখে।
কে কবে, যাবে শিঙ্গে ফুঁকে।
তখন কোথা রবে বাড়ি, কোথা রবে জুড়ি,
তোমার কোথা রবে ঘড়ি, কে দ্যায় ট্যাঁকে।
তখন নুড়ো জ্বেলে দেবে ও চাঁদ মুখে॥ "

গান জুড়ে দিলেন—ব্রজ গাঁজায় দম্ মেরে পাঁজা মুড়িয়েন ...অভিষ্ট, হয়ে জোনাকি পোকা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, গোপাল ও গুরুদাসের ফূর্ত্তি দ্যাখে কে।

এ দিকে সহরেও স্নানযাত্রার যাত্রীদের ভারী ধুম পড়ে গ্যাছে, বুড়ী মাগী, কলাবউয়ের মত আধ হাত ঘোম্‌টা দেওয়া ক্ষুদে ক্ষুদে কনে বউ ও বুকের কাপড় খোলা হাঁকরা ছুঁড়িরা রাস্তা জুড়ে স্নানযাত্রা দেখ্‌তে চলেচে, এমন কি রাস্তায় গাড়ি পালকী চলা ভার, আজ সহরে কেরাঞ্চী গাড়ির ঘোড়ায় কত ভার টান্‌তে পারে, তার বিবেচনা হবে না, গাড়ির ভেতর ও পেছনে কত তাংডাতে পারে, তারি তকরার হচ্চে—এক এক খানি গাড়ির ভেতর দশ জন, ছাতে ছুজন, পেছনে এক জন ও কোচবাক্‌সে দুজন—একুনে পোনের জন, এ সওয়ায় তিনটি করে আঁতুড়ে ছেলে ফাও। গেরস্তর মেয়েরাও বড়ভাই, শ্বশুর, ভাতার, ভাদ্দর বউ ও শাশুড়ীতে একত্র হয়ে গ্যাচেন, জগন্নাথের কল্যাণে মাহেশ আজ দ্বিতীয় বৃন্দাবন—অনেকেই কেষ্ট সাজবেন।

গঙ্গারও আজ চূড়ান্ত বাহার, বোট, বজরা, পিনেস ও কলের জাহাজ গিজ্‌ গিজ্‌ কচ্চে, সকল গুলি থেকেই মাৎলামো রং, হাসি ও ইয়ারকির গর্‌রা উঠচে, কোনটিতে খ্যামটা নাচ হচ্চে, গুটি ত্রিশ মোসাহের মদে ও নেশায় ভোঁ হয়ে রং কচ্চেন, মধ্যে ঢাকাই জালার মত, পেল্লাদে পুতুলের মত ও তেলের কুপোর মত শরীর, দাঁতে মিসি, হাতে ইষ্টিকবচ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তাতে ছোট ছোট ঢোলের মত গুটি দশ মাদুলী ও কোমরে গোট, ফিন্‌ফিনে ধূতি পরা ও পৈতের গোচ্চা গলায়—মৈমনসিং ও ঢাকা অঞ্চলের জমিদার সরকারী দাদা ও পাত্তান কাকাদের সঙ্গে খোকা সেজে

ন্যাকামি কচ্চেন; বয়েস ষাট পেরিয়েচে, অথচ 'রাম' কে 'আঁম' ও 'দাদা' ও 'কাকাকে' 'দাঁদা'! 'কাঁকাঁ' বলেন—এঁরাই কেউ কেউ রঙ্গপুর অঞ্চলে 'বিদ্যোৎসাহী' কব্লান, কিন্তু চক্র করে তান্ত্রিক মতে মদ খান ও ব্যালা চারটে অবধি পুজো করেন অনেকে জন্মাবচ্ছিন্নে সূর্য্যোদয় দেখেচেন কি না সন্দেহ।

কোন পিনেসে এক দল সহুরে নব্য বাবুর দল চলেচেন, ইংরাজী ইস্‌পিচে লিড্‌নি মবের শ্রাদ্ধ হচ্চে, গাওনার সুরে জলও জমে যাচ্চে।

কোন পান্‌সি খানিতে এক জন তিল কাঞ্চুনে নবশাখ বাবু মোসাহেব ও মেয়ে মানুষের অভাবে পিস্‌তুতো ভাই, ভাগনে ও ছোট ভাইটিকে নিয়ে চলেচেন—বাঁয়া নাই, গোলাবি খিলি নাই, অ্যামন কি, একটা থেলো হুঁকোরও অপ্রতুল—তবু এমনি খোস্‌মেজাজ—এমনি সক যে, পান্‌সির পাটাতনের তক্তা বাজিয়ে গুন গুন করে গাইতে গাইতে চলেচেন, যেমন করে হোক কায় ক্লেশে শুদ্ধ হওয়াটা চাই।

এ দিকে আমাদের নায়ক গুরুদাস বাবুর বজরায় মাজিদের খাওয়া দাওয়া হয়েচে, দুপুরের নমাজ পড়েই বজরা খুলে দেবে, অ্যামন সময় গোপাল গুরুদাসকে লক্ষ্য করে বল্লেন "দেখ্‌ ভাই গুরুদাস। আমাদের আমোদের চূড়ান্ত হয়েচে, অ্যাক্‌টার জন্যে বড় ফাঁক ফাঁক দ্যাখাচ্চে; সবই হয়েছে, কেবল মেয়ে মানুষ না হলে তো স্নানযাত্রার আমোদ হয় না, যা বল, যা কও"——অমনি কেদার "ঠিক বলেছো বাপ।" বলে কথার খি ধরে নিলেন; অমনি নারাণ বলে উঠ্‌লেন "বাবা যে নৌকো খানায় তাকাই, সকলি মাল ভরা, কেবল আমরা ব্যাটারাই নিরিমিষ্যি, আমরা যেন বাবার পিণ্ডি দিতে গয়া কাশী যাচ্চি"।

গুরুদাসের মেজাজ আলী হয়ে গ্যাছে, সুতরাং "বাবা, ঠিক বলেছো। আমিও তাই ভাবছিলেম, ভাই! যত টাকা লাগে, তোমরা তাই কবলে অ্যাকটা মেয়ে মানুষ নে এসো, আমি বাবা তাতে পেচপাও নাই, গুরুদাসের সাদা প্রাণ" এই কথা বলতে না বলতেই নাবাণ, গোপাল, হরি ও ব্রজ নেচে উঠ্‌লেন ও মাজিদের নৌকো খুলতে মানা করে দিয়ে মেয়ে মানুষের সন্ধানে বেরুলেন।

এ দিকে গুরুদাস, কেদাব ও আব আব ইয়াবেরা চীৎকার করে—

"যাবি যাবি যমুনা পারে ও রঙ্গিণী।
কত দেখ্‌বি মজা বিষ্‌ড়ের ঘাটে শামা বামা দোকানী।
কিনে দেবো মাতা ঘষা, বারুইপুবে ঘুনসী খাসা,
উভযেব পুরাবি আশা, ও সোণামণি॥"

গান ধবেচেন, অ্যামন সময় মেকিণ্টশ বরন্ কোম্পানির ইয়ার্ডের ছুতবেরা এক বোট ভাড়া করে বাঁড নিয়ে আমোদ কত্তে কত্তে যাচ্ছিল, তাবা গুরুদাসকে চিনতে পেরে তাদের নৌকো থেকে—

"চুপে থাক্ থাক্ থাক্রে ব্যাটা কানায়ে ভাগনে।
গরু চবান্ লাঙ্গল ধবিস্ এতে তোব য়্যাতো মনে॥"

গাইতে গাইতে হুব্‌রে ও হবিবোল দিয়ে, সাঁই সাঁই করে বেবিযে গ্যাল, গুরুদাসেবাও ঢুউও হাত্তালি দিতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর নৌকায় মেয়ে মানুষ না থাকাতে সেটী ক্যামন ফাঁক্ ফাঁক্ বোধ হতে লাগলো। এ দিকে বোটওয়ালারাও চেপে ঢুউও ও হাত্তালি দিয়ে তাঁরে যথার্থই অপ্রস্তুত করে দ্যে গ্যাল।

গুরুদাস নেসাতেও বিলক্ষণ পেকে উঠেছিলেন, সুতরাং

ওরা ঠাট্টা করে আগে বেরিয়ে গ্যাল, ইটি তিনি বরদাস্ত কত্তে পাল্লেন না, শেষে বিরক্ত হয়ে ইয়ারদের অপেক্ষা না করে টল্‌তে টল্‌তে আপনিই মেয়ে মানুষের সন্ধানে বেরুলেন, দার ও আর আর ইয়ারেরা

"আয় আয় মকর গঙ্গাজল।
কাল গোলাপের বিয়ে হবে সৈতে যাবো জল।
গোলাপ ফুলের হাতটি ধরে, চলে যাবো সোহাগ করে,
ঘোমটার ভিতর খ্যামটা নেচে ঝম্‌ ঝমাবে মল॥"

গান ধরে গুরুদাসের অপেক্ষায় রইলেন।

ঘণ্টা ক্যাক হলো গুরুদাস নৌকা হতে গ্যাছেন, অ্যামন সময় ব্রজ, গোপালও ফিরে এলেন। তাঁরা সহরটি তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসেচেন, কিন্তু কোথাও এক জন মেয়ে মানুষ পেলেন না, তাঁদের জানত ও সহরের ছুটো গোছের বাচ্‌তে বাকী করেন নাই। কেদার এই খবর শুনে অ্যাকবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, (জয়কেষ্টো মুখুয্যের জেলে জাও-য়াতে তাঁর প্রজাদেরো অ্যাতো দুঃখ হয় নাই, রাবণের হাতে রামের কাটা মুণ্ড দেখে অশোক-বনে সীতে কত বা দুঃখিত হয়েছিলেন?) ও অত্যন্ত দুঃখে এই গান ধরে গুরুদাসের অপেক্ষায় রইলেন।

হৃৎপিঞ্জরের পাখী উড়ে এলো কার।
ত্বরা করে ধর্‌গো সখি দিয়ে পীরিতের আধার॥
কোন্ কামিনীর পোষা পাখী, কাহারে দিয়েছে ফাকী,
উড়ে এলো দাঁড় ছেড়ে শিক্‌লীকাটা ধরা ভার॥

অ্যামন সময় গুরুদাসও এসে পড়লেন—গুরুদাস মনে করেছিলেন যে, যদি তিনিই কোন মেয়ে মানুষের সন্ধান নাই পেলেন—তাঁর ইয়ারেরা একটা না একটাকে অবশ্যিই জুটিয়ে

থাকবে, এ দিকে তাঁর ইয়ারেরা মনে করেছিলেন, যদিও তাঁরাই কোন মেয়ে মানুষের সন্ধান কত্তে পাল্লেন না, গুরুদাস বাবু আর ছেড়ে আস বেন না। এ দিকে গুরুদাস নৌকোয় এসেই মেয়ে মানুষ না দেখতে পেয়ে মহাদুঃখিত হয়ে পড়্‌লেন, কিন্তু নেসার এমনি অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা যে, তাতেও তিনি উৎসাহহীন হলেন না, গুরুদাস পুনবায় ইয়ারদেব স্তোক দিয়ে মেয়ে মানুষের সন্ধানে বেরুলেন, কিন্তু তিনি কোথায় গেলে পূর্ণমনোরথ হবেন তা নিজেও জান্‌তেন না, বোধ হয় তিনি যার অধীন ও আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়ে যাচ্ছিলেন, কেবল তিনি মাত্র সে কথা বল্‌তে পাত্তেন। গুরুদাসকে পুনরায় যেতে দেখে তাঁব ইয়ারেবাও তাঁর পেছুনে পেছুনে চল্লেন। কেবল নাবাণ, ব্রজ ও কেদার নৌকায় বসে অত্যন্ত দুঃখেই—

" নিশি যায় হায় হায় কি করি উপায়।
শাম বিহনে সখি বুঝি প্রাণ যায়॥
হ্যাব হ্যাব শশধব অস্তাচলগত সখি,
প্রফুল্লিত কমলিনী, কুমুদ মলিন মুখী,
আব কি আসিবে কান্ত তুষিতে আমায়॥"

গাইতে লাগ্‌লেন—মাজিবা "জুয়াব বই যায়" বলে বার-স্বার ত্যক্ত কত্তে লাগ্‌লো। জলও ক্রমশ উডোন চণ্ডীব টাকাব মত জায়গা খালি হয়ে হটে যেতে লাগলো—ইযার দলের অসুখের পবিসীমা রইলো না।

গুরুদাস পুনবায় সহরটি প্রদক্ষিণ কল্লেন—সিঁদুবেপটী, শোভাবাজারেব ও বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী তলাটাও দেখে গ্যালেন কিন্তু কোন খানেই সংগ্রহ কত্তে পাল্লেন না—শেষে আপনার বাড়িতে ফিবে গ্যালেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলেচি, যে গুরুদাসের এক বিধবা পিসি ছিল। গুরুদাস বাড়ি গিয়ে তাঁর সেই পিসিরে বল্লেন যে "পিসি! আমাদের একটি কথা রাখ্‌তে হবে" তাঁর পিসি বল্লেন "বাপু গুরুদাস! কি কথা রাখ্‌তে হবে? তুমি অ্যাকটা কথা বল্লে আমরা কি রাখ্‌বো না! আগে বল দেখি কি কথা?" গুরুদাস বল্লেন "পিসি যদি তুমি আমাদের সঙ্গে স্নানযাত্রা দেখ্‌তে যাও, তা হলে বড় ভাল হয়, দেখ পিসি সকলেই একটা তুটী মেয়ে মানুষ নিয়ে স্নানযাত্রায় যাচ্চে. কিন্তু পিসি সুদুই বা ক্যামন করে যাওয়া হয়, আমার নিজের জন্য যেন না হলো কিন্তু পাঁচো ইয়ারের সুদু সিরি-মিষ রকমে যেতে মন শচ্চে না—তা পিসি আমোদ কত্তে কত্তে যাবো, তুমি কেবল বসে যাবে, কার সাদ্দি তোমারে কেউ কিছু বলে।" পিসি এই প্রস্তাব শুনে প্রথমে গাঁই গুঁই কত্তে লাগ্‌লেন, কিন্তু মনে মনে যাবার ইচ্ছাটাও ছিল, সুতরাং শেষে গুরুদাস ও ইয়ারদের নিতান্ত অনুরোধ অ্যাড়াতে না পেরে ভাইপোর সঙ্গে স্নানযাত্রায় গ্যালেন।

ক্রমে পিসিকে সঙ্গে নিয়ে গুরুদাস ঘাটে এসে পৌছিলেন, নৌকোর ইয়াররা গুরুদাসকে মেয়ে মানুষ নিয়ে আস্‌তে দ্যেখে হুর্‌রে ও হরিবোল ধ্বনি দিয়ে বাঁয়ায় দামামার ধ্বনি কত্তে লাগ্‌লো, শেষে সকলে নৌকোয় উঠেই নৌকো খুলে দিলেন। দাঁড়িরা কোসে ঝপাঝপ করে দাঁড় বাইতে লাগ্‌লো, মাজি হাল বাগিয়ে ধরে সজোরে দেদার ঝিঁকে মাত্তে লাগ্‌লো, গুরুদাস ও সমস্ত ইয়ারে

"ভাসিয়ে প্রেম তরি হরি যাচ্চে যমুনায়।
গোপীর কুলে থাকা হলো দায়।
আরে ও! কদম্ তলায় বসি বাঁকা বাঁশরি বাজায়,

আর মুচ্‌কে হেঁসে নয়ন ঠারে কুলের বউ ভুলায়॥
হুড়র হো। হো! হো!"

গাইতে লাগ্‌লেন, দেখ্‌তে দেখ্‌তে নৌকো খানি তীরের মত বেরিয়ে গ্যাল।

বড় বড় যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই আজ দুপুরের জোয়ারে নৌকো ছোড়েচেন। এ দিকে জোয়ারো মরে এলো, ভাঁটার সারানী পড়্‌লো—নোঙ্গোর করা ও খোঁটায় বাঁধা নৌকো গুলির পাছা ফিরে গ্যাল—জেলেরা ডিঙ্গি চড়ে বেঁউতি জাল তুল্‌তে আরম্ভ কল্লে সুতরাং যিনি যে অবধি গ্যাচেন তাঁরে সেই খানেই নোঙ্গোর কত্তে হলো—তিলকাঞ্চ্‌নে বাবুদের পানসী, ডিঙ্গি, ভাউলে, বজ্‌রা ও বোট্‌ বাজার পোট্‌ জায়গায় ভিড়োনো হলো—গবনার যাত্রীরা কিনেরার পাশে পাশে লগিয়্যেরে চল্লেন, পেনিটী কামারহাটী কিম্বা খড়দয়ে জলপান করে খেয়া দিয়ে মাহেশ পৌছুবেন।

ক্রমে দিনমণি অস্ত গ্যালেন, অভিসারিণী সন্ধ্যা অন্ধকারের অনুসরণে বেরুলেন, প্রিয়সখী প্রকৃতি প্রিয় কার্য্যের অবসর বুঝে ফুলদাম উপহার দিয়ে বাসরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ কল্লেন, বায়ু মৃদু মৃদু বীজন করে পথক্লেশ দূর কত্তে লাগ্‌লেন, বক্ ও বাল্‌হাঁসেরা শ্রেণীবেঁধে চল্লো, চক্রবাক মিথুনের কাল সময় প্রদোষ, সংসারের সুখ বর্দ্ধনের জন্য উপস্থিত হলো, হায়! সংসারের এমনি বিচিত্র গতি যে কোন কোন বিষয় একের অপার দুঃখাবহ হলেও শতেকের সুখাস্পদ হয়ে থাকে।

পাড়াগাঁ অঞ্চলের কোন কোন গাঁয়ের বওয়াটে ছোঁড়ারা য্যামন মেয়েদের সাঁজ সকালে ঘাটে যাবার পূর্ব্বে পথের ধারের পুরণো শিবের মন্দির, ভাঙ্গা কোটা, পুকুরপাড় ও

ঝোঁপ ঝাপে লুকিয়ে থাকে—তেম্নি অন্ধকারো এতক্ষণ চাবি দেওয়া ঘরে, পাতকোর ভেতরে ও জলের জালায় লুকিয়ে ছিলেন—এখন শাঁক ঘন্টার শব্দে সন্ধ্যার সাড়া পেয়ে বেরুলেন—তাঁর ভয়ানক মূর্ত্তি দেখে রমণীস্বভাবসুলভ শালীনতায় পদ্ম ভয়ে ঘাড় হেঁট্ করে চক্ষু বুজে রইলেন, কিন্তু ফচ্‌কে ছুঁড়িদের আঁটা ভাব—কুমুদিনীর মুখে আর হাঁসী ধরে না। নোঙ্গোর করা ও কিনারার নৌকোগুলিতে গঙ্গাও কথনাতীত শোভা পেতে লাগ্‌লেন, বোধ হতে লাগ্‌লো যেন গঙ্গা গলদেশে দীপমালা ধারণ করে নাচ্‌তে লেগেচেন, বায়ু চালিত ঢেউগুলি তবলা বাঁয়ার কাজ কচ্চে—কোন খানে বালির খালের নীচে একখানি পিনাশ নোঙ্গোর করে বসেছেন—বকমারী বেধড়ক চল্‌চে, গঙ্গার চমৎকার শোভায় মৃদু মৃদু হাওয়াতে ও ঢেউএর ঈষৎ দোলায়, কারু কারু শ্মশান বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েচে, কেউ বা ভাবে মজে পূরবী রাগিণীতে -

"যে যাবার সে যাক্ সখি আমি তো যাবো না জলে।
যাইতে যমুনা জলে, সে কালা কদম্ব তলে,
আঁখি ঠেরে আমায় বলে, মালা দে রাই আমার গলে।"

গান ধরেচেন, কোন খানে এইমাত্র এক খানি বোট্ নোঙ্গোর কল্লে—বাবু ছাতে উঠ্‌লেন, অমনি আর আর সঙ্গীরাও পেচনে পেচনে চল্লো, এক জন মোসাহেব মাজিদের জিজ্ঞাসা কল্লেন চাচা, জায়গাটার নাম কি? অমনি বোটের মাজি হজুরে সেলাম ঠুকে "আইগেঁ কাশীপুর কর্‌তা! এই রতন বাবুর গাট" বলে বক্‌সিসের উপক্রমণিকা করে রাখ্‌লে, বাবুর দল ঘাট শুনে হাঁ করে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন; ঘাটে অনেক বউ ঝি গা ধুচ্ছিলো, বাবুদলের চাউনি হাসী ও রসি-

কতায় ভয় ও লজ্জায় জড়সড় হলো, দু একটা পোষমানূর্‌বাবুও পরিচয় দ্যাখাতে ত্রুটি কল্লে না—মোসাহেব দলে মাহেন্দ্র যোগ উপস্থিত; বাবুর প্রধান ইয়ার বাগ ভেঁজে—

" অনুগত আশ্রিত তোমার।
রেখোরে মিনতি আমার॥
অন্য ঋণ হলে, বাঁচিতাম পলালে,
এ ঋণে না মলে, পরিশোধ নাই।
অতএব তার, ভার, তোমার,
দেখো যে করো নাকো অবিচার॥

গান জুড়ে দিলেন—সন্ধ্যা আহ্নিক ওয়ালা বুড়ো বুড়ো মিনূষেরা, ক্ষুদে ক্ষুদে ছ্যেলে, নিষ্কর্ম্মা মাগীরা ঘাটের ওপোর থাতা বেধ্যে দাঁড়িয়ে গ্যালা, বাবুরাও উৎসাহ পেয়ে সকলে মিলে গাইতে লাগ্‌লেন—মড়া খেকো কুকুর গুলো খেউ খেউ করে উঠলো চরন্তী শোষার গুলো ময়লা যেন ভয়ে ভোঁত্ ভোঁত্ করে খোয়াড়ে পালিয়ে গ্যাল।

কোন বাবুর বজ্‌রা বরানগরের পাটের কলের সাম্‌নেই নোঙ্গোর করা হয়েচে, গাঁয়ের বওয়াটে ছ্যেলেরা বাবুদের রঙ্গ ও সঙ্গের মেয়ে মানুষ দেখে ছোট ছোট নুড়ি পাথর, কাদা ও মাটির চাপ ছুড়ে আমোদ কত্তে লাগ্‌লো, সুতরাং সে ধারের খড় খড়ে গুলো বন্ধ কত্তে হলো—অ.বো বা কি হয়!

কোন বাবুর ভাউলে খানি দাশরথির নবরত্নের সাম্‌নে নোঙ্গোর করেচে, ভেতরের মেয়ে মানুষরা উঁকী মেরে নব-রত্নটি দেখে নিচ্চে।

আমাদের নায়ক বাবু গুরুদাস বাগবাজারের পোলের আসে পাশেই আছেন, তাঁদের বাঁবার এখনো ... আওয়াজ শোনা যাচ্চে, আতুরী ও আনিসদের শ্রেণীর ভাগ আনাগোনা

হচ্চে—আনীস ও রমেদের মধ্যে যাঁরা গেছলেন, তাঁরাই ভুনো হয়ে বেরিয়ে আশ্চেন ফুলুরী ও গোলাপী খিলিরা দেবতাদের মত বর দিয়ে অন্তর্দ্ধান হয়েচেন, কারু কারু তপস্যার ফল লাভও সুরু হয়েচে—স্নেহময়ী পিসি আঁচল দিয়ে বাতাস কচ্চেন, নৌকো খানি অন্ধকার।

এমন সময় ঝম্‌ ঝম্‌ হঠাৎ এক পস্‌লা বৃষ্টি এলো, একটা গোল মেলে হাওয়া উঠ্‌লো, নৌকোর পাছা গুলি ভুল্‌তে লাগ্‌লো—মাজিরা পাল ও চট মাথায় দিয়ে বৃষ্টি নিবারণ কত্তে লাগ্‌লো, রাত্তির প্রায় দুপুর।

সুখের রাত্তির দেখ্‌তে দেখ্‌তেই যায়—ক্রমে সুখ-তারার সীঁতি পরে হাঁসতে হাঁস্‌তে উষা উদয় হলেন, চাঁদ তারা-দল নিয়ে আমোদ কচ্ছিলেন, হঠাৎ উষারে দ্যেখে লজ্জায় ম্লান হয়ে কাঁপতে লাগ্‌লেন, কুমুদিনী ঘোমটা টেনে দিলেন, পূর্ব্ব দিক্ ফরসা হয়ে এলো, 'জোয়ার আইচে" বলে মাজিরা নৌকো খুলে দিলে—ক্রমে সকল নৌকোয় সার বেঁধে মাহেশ ও বল্লভপুরে চল্লো, সকল খানিই এখানে রং পোরা কোন কোন খানিতে গলা ভাঙ্গা সুরে—

"এখনো রজনী আছে বল কোথা যাবে রে প্রাণ।
কিঞ্চিত বিলম্ব কর হোক্ নিশি অবসান॥
যদি নিশি পোহাইত, কোকিলে ঝঙ্কার দিত,
কুমুদী মুদিত হতো, শশী যেতো নিজ স্থান॥

শোনা যাচ্চে, কোন খানি ফকিরের মত নিঃশব্দ—কোন খানিতে কান্নার শব্দ—কোথাও নেসার গোঁ গোঁ ধ্বনি।

যাত্রীদের নৌকো চল্লো, জোয়ারো প্যেকে এলো, মালারা জাল ফেলতে আরম্ভ কল্লে—কিনারায়, সহরের বড় মানুষের ছেলেদের টুক্‌ফি ধোপার গাধা দ্যাখা দিলে, ভট চায্যিরা

প্রাতস্নান কত্তে লাগ্‌লেন, মাগী ও মিন্‌সেরা লজ্জা মাড়িয়ে করে কাপড় তুলে হাগ্‌তে বসেচে, তরকারীর বাজরা সমেত হেটোরা বদ্দিবাটী ও শ্রীরামপুরে চল্লো, আড় খেয়ার পাটুনীরে সিকি ও আধ্‌ পয়সায় পার কত্তে লাগ্‌লো, বদর ও দফর গাজীর ফকীরেরা ডিঙ্গেয় চড়ে ভিক্ষে আরম্ভ কল্লে, সূর্য্যদেব উদয় হলেন দেখে কমলিনী আহ্লাদে ফুটলেন, কিন্তু ইলিশ মাছ ধড় ফড়িয়ে মরে গ্যালেন, হায়! পরশ্রী কাতরদের—এই দশাই ঘটে থাকে।

যে সকল বাবুদের খড়দ, পেনেটি, আগড়পাড়া, কামারহাটী প্রভৃতি গঙ্গাতীর অঞ্চলে বাগান আছে, আজ তাঁদেরো ভারী ধূম, অনেক জায়গায় কাল শনিবার ফলে গ্যাচে, কোথাও আজ শনিবার, কারু কদিনই জমাট বন্দোবস্ত—আয়েস ও চোহেলের হদ্দ। বাগানওয়ালা বাবুদের মধ্যে কারু কারু বাচ্‌ খ্যালাবার জন্য পান্‌সী তইরি, হাজার টাকার বাচ হবে, এক মাস ধরে নৌকার গতি বাড়াবার জন্য তলায় চরবি ঘসা হচ্চে ও মাজিদের লাল উর্দ্দী ও আগু পেছুর বাদ বাসাই নিশেন সংগ্রহ হয়েচে—গ্রামস্থ ইয়ার দল, খড়দর বাবুরা ও আর আর ভদ্রলোক মধ্যস্থ। বোধ হয় বাদি মহিন্দর নফর—চীনে বাজারের ক্যাবিনেট মেকর—ভারি সৌখিন—সকের সাগর বল্লেই হয়।

এ দিকে কোন কোন যাত্রী মাহেশ পৌঁছুলেন, কেউ কেউ নৌকোতেই রইলেন, দুই এক জন ওপরে উঠ্‌লেন—মাঠে লোকারণ্য, বেদি মণ্ডপ হতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত লোকের ঠেল মেরেচে, এর ভেতরেই নানাপ্রকার দোকান বসে গ্যাছে ভিকিরীরা কাপড় পেতে বসে ভিক্ষে কচ্চে, গায়েনরা গাচ্চে, আনন্দলহরী, একতারা, খঞ্জনী ও বাঁয়া নিয়ে বষ্ণুমরা বিস্তু,

কুঁ পয়সা কুড়চ্চে, লোকের হর্‌রা, মাঠের ধুলো ও রোদের তাত একত্র হয়ে একটি চমৎকার মেওয়া প্রস্তুত হয়েচে, অনেকে তাই দিল্লীর লাড্ডুর স্বাদে সাদ্ করে সেবা কচ্চেন!

ক্রমে ব্যালা দুই প্রহর ব্যেজে গ্যাল, সূর্য্যের উত্তাপে মাথা পুড়ে যাচ্চে, গামছা, রুমাল চাদর ও ছাতি ভিজিয়েও পার পাচ্চে না। জগবন্ধু চাঁদমুখ নিয়ে বেদির ওপর বসেচেন, চাঁদমুখ দেখে কুমুদিনীর ফোটা চুলোয় যাক্, প্রলয় তুফানে জেলেডিঙ্গির তফ্‌রা খাওয়ার মত সমাগত কুমুদিনীদের দুর্দ্দশা দ্যাখে কে!

ক্রমে ব্যালা প্রায় একটা ব্যেজে গ্যাল, জগন্নাথের আর স্নান হয় না—দশ আনীর জমীদার "মহাশয়" বাবুরা না এলে জগন্নাথের স্নান হবে না, কিন্তু পচা আদা ঝালে ভরা—তাঁদের আর আসা হয় না, ক্রমে যাত্রীরা নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়্‌লো, আস্ পাশের গাছ তলা, আঁম বাগান ও দাওয়া দরজা লোকে ভরে গ্যাল, অনেকের সর্দ্দিগর্ম্মি উপস্থিত, কেউ কেউ সিঙ্গে ফুকুলেন, অনেকেই ধুতুরো ফ্‌ল দেখ্‌তে লাগ্‌লো ডাব ও তরমুজে রণক্ষেত্র হয়ে গ্যাল, লোকের রল্লা দ্বিগুণ বেড়ে উঠ্‌লো, সকলেই অস্থির, এমন সময় শানা গ্যাল, বাবুরা এসেচেন। অমনি জগন্নাথের মাথায় কলসী করে জল ঢালা হলো, যাত্রীরাও চরিতার্থ হলেন। চিঁড়ে দই মুড়ী মুড়কী চাটিম কলা দেদার উঠ্‌তে লাগ্‌লো, খোস্ পোসাকী বাবুরা খাওয়া দাওয়া কল্লেন, অনেকের আমোদেই পেট ভরে গ্যাছে, সুতরাং খাওয়া দাওয়া আবশ্যক হলো না। কিছু ক্ষণ বিশ্রামের পর তিনটে, শেষে চারটে ব্যেজে গ্যাল, বাচ খ্যালা আরম্ভ হলো—কার্ নৌকা আগে গিয়ে নিশেন ন্যায় এরি তামাসা দ্যাখ্‌বার জন্য সকল নৌকোই খুলে দেওয়া হলো,

অবশ্যই এক দল জিৎলেন, সকলে জুটে হারের হাড় দু ও জিতের বাহবা দিলেন, স্নানযাত্রার আমোদ ফুরুলো। সকলে বাড়ি মুখো হলেন, যত বাড়ি কাছে হতে লাগলো; শেষে ততই গরমিবোধ হতে লাগলো কাশীপুরের চিনির কল বালির ব্রিজ, কেউ পার হয়ে প্রসন্নকুমারঠাকুরের ঘাটে উঠলেন, কেউ বাগবাজার ও আহিরিটোলার ঘাটে নাবলেন। সকলেরই বিষণ্ণ বদন—ম্লান মুখ, অনেককেই ধরে তুলতে হলো; শেষ চার পাঁচ দিনের পর আমোদের নাগাড় মরে—ফির্তি, গোলের দরুণ আমরা গুরুদাস বাবুর নৌকা খানা ব্যেচে নিতে পাল্লেম না।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।